রংদার

২০২৪ শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন। বছরটা যেমন ভারতকে প্রচুর দিল, আবার নিয়েও গেল অনেক। কিংবদন্তিদের অনেকেই হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। বছর বিদায়ের আবহে কিছু মৃত্যুহীন মুখ বাছা হল এবারের প্রচ্ছদে।

হে প্রিয়, বিদায়

▸▸ নয় থেকে বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৩ পৌষ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 29 December 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 220 COB

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
নকল থেকে সাবধান
Mammohan JADU MALAM
MK
Since 90 Years
Ph : 9830303398

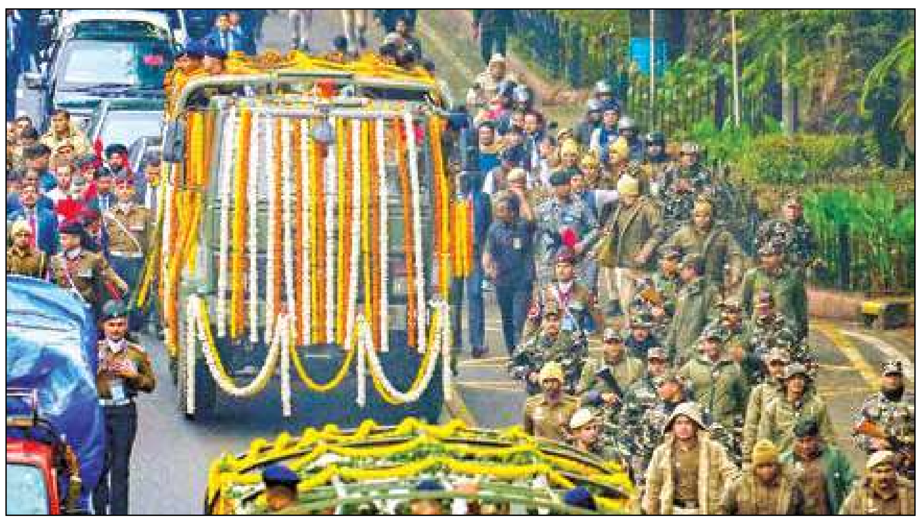

শেষযাত্রায় মনমোহন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

সৌধে সায় কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : দাবি। টানাপোড়েন। শেষপর্যন্ত জট কাটল। কংগ্রেসের দাবি মেনে অন্যান্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মতো প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের জন্যও স্মৃতিসৌধ তৈরির বিষয়ে কেন্দ্র সবুজ সংকেত দিল। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মনমোহনের স্মৃতিসৌধের জন্য জায়গা দেওয়া হবে। এজন্য কিছুটা সময় লাগবে। মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধ নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। পূর্বতন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীদের মতো মনমোহনের ক্ষেত্রেও স্মৃতিসৌধ তৈরির রীতি মানার কথা জানিয়ে কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন। মনমোহনের শেষকৃত্যের জায়গাতেই স্মৃতিসৌধের জন্য তিনি জমি বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মনমোহনের পরিবারের তরফেও কেন্দ্রকে একই আবেদন জানানো হয়। তারপরেও স্মৃতিসৌধ নিয়ে কেন্দ্রের কোনও মন্ত্রী-আমলা মুখ খোলেননি। উলটে শাসক শিবির সূত্রে ২০১৫-এর একটি আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তাতে রাজঘাটে কারও স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য জমি বরাদ্দ না করার উল্লেখ রয়েছে।

এরপরই শিরোমণি অকালি দলনেতা সুখবিন্দর সিং বাদল ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি জানান, স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য মনমোহন সিংয়ের পরিবারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে। কেন্দ্র অহেতুক বিতর্ক তৈরি করছে বলে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট অভিযোগ করেন। গোটা ঘটনায় শিখ সমাজের অপমান হচ্ছে বলে কংগ্রেস নেতাদের একাংশ দাবি করেন।

এদিন মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য নিয়েও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রকে নিশানা করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল লেখেন, 'ভারত মায়ের মহান সন্তান, দেশের প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা নিগমবোধ ঘাটে করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অপমান করেছে।... মনমোহন সিং আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান ও স্মৃতিসৌধের অধিকারী। তাঁকে এবং তাঁর গৌরবশালী সম্প্রদায়কে সম্মান দেখানো উচিত ছিল সরকারের।' বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র রাহুলের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছেন। তিনি বলেন, 'একজন প্রয়াত ব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়ার রীতিতে বিজেপি বিশ্বাসী। কংগ্রেস মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছে। রাহুল গান্ধি মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য নিয়ে যে টুইট করেছেন তা লজ্জাজনক।' শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিল, দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মনমোহনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। গভীর রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে জানান, মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির প্রস্তাব পাশ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। তবে কংগ্রেস যে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা স্পষ্ট।

এরপর ষোলোর পাতায়

ব্রাত্য বাবা! ক্ষুব্ধ প্রণব-কন্যা

2025

নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৫ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বুধবার পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না। -প্রকাশক

একনজরে

অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠানে নয়

এবার রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়েও নজরদারি শুরু করছে নবান্ন। কোন মন্ত্রী কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, তা আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানাতে হবে। সেখান থেকে অনুমোদন এলে তবেই ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলবে মন্ত্রীদের। এখন থেকে যেখানে খুশি যেতে পারবেন না মন্ত্রীরা। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে উপস্থিত মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'যে অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরা যাচ্ছেন, সেখানে মঞ্চে আর কে কে থাকবেন, তা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। ওই তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অনুমোদন দিলে তবেই সেখানে তিনি যেতে পারবেন।'

▸▸ *বিস্তারিত সাতের পাতায়*

রেলপথে বিরোধ

শিলিগুড়ি থেকেই যাত্রা শুরুর দাবি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : ডাবল লাইনের গেরোয় দার্জিলিং মেলের শিলিগুড়ি জংশন যাত্রা আপাতত স্থগিত। কিন্তু রেলের ভাবনা বা পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসতেই 'ঐতিহ্যের ট্রেনটি শিলিগুড়িতে চাই'- আওয়াজ জোরালো হচ্ছে মহানন্দাপাড়ে। রাজনীতিবিদ থেকে আম নাগরিক- সকলের দাবি, নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দার্জিলিং মেল ফিরে আসুক দার্জিলিং জেলাতেই। প্রয়োজনে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও শোনা যাচ্ছে।

১৪৬ বছরের পুরোনো দার্জিলিং মেলকে শিলিগুড়িকে ফিরিয়ে দিতে চায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। যে কারণে বাগডোগরা রুটে ডাবল লাইন পাতার জন্য জমি উদ্ধারে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাইছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। যা নিয়ে রাজনৈতিক 'লড়াই' রয়েছে। তবে পুনরায় যাতে ট্রেনটি শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে, তার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক লড়াই দূরে সরিয়ে রেখে একজোট হতে চাইছে শিলিগুড়ি, যা স্পষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্যে।

স্মৃতির ঝাঁপি খুলে প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, 'শিলিগুড়ি জংশনকে বড় হতে দেখেছি। কয়লার ধোঁয়া ছেড়ে দার্জিলিং মেলের চাকা গড়ানোর দিনগুলিও মনে পড়ে যায়। ফলে দার্জিলিং মেল যদি শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় রেল, তবে তা হবে অত্যন্ত ভালো খবর।'

শুরুর দিকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি হয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ড পেরিয়ে ট্রেনটি চলাচল করত। কিন্তু ২০২২ সালে এনজেপি থেকে ট্রেনটিকে হলদিবাড়িতে টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না শিলিগুড়ির সিংহভাগ মানুষ। হঠাৎই যেন পুরোনো ক্ষত বেরিয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দত্তের বক্তব্য, 'ট্রেনটিকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে শিলিগুড়িকে বঞ্চিত করা। এই বঞ্চনা মেনে নেওয়া যায় না। ট্রেনটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য শিলিগুড়ির আন্দোলনে নামা উচিত।'

দাবি আদায়ে নামমাহাত্ম্য তুলে ধরছেন অনেকেই। যেমন শিল্পপতি সঞ্জিৎ সাহা বলছেন, 'ট্রেনের নামেই যখন রয়েছে দার্জিলিং শব্দটি, তখন ট্রেনটিকে এই জেলা থেকে চালানোটাই হবে যুক্তিগ্রাহ্য। তাতে নামের সার্থকতা বজায় থাকে। আমাদের আবেগ মর্যাদা পায়।'

আইনজীবী কাকলি বসুর কথায়, 'দার্জিলিং মেল আমাদের গর্বের। আবেগ জড়িয়ে রয়েছে ট্রেনটির সঙ্গে। তাই কলকাতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই ট্রেনটির টিকিটের খোঁজ করি। ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশনে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের আবেগকে মর্যাদা দিক রেল।'

'দুই বছর আগে ট্রেনটিকে হলদিবাড়ি নিয়ে গিয়ে রেল যে ভুল করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত হবে ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়লে', বলছেন বস্ত্র ব্যবসায়ী সুরজিৎ বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি জংশন থেকে দার্জিলিং মেলের যাত্রা শুরুর ক্ষেত্রে

এরপর ষোলোর পাতায়

সব চায়ের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
সব চায়ের সঠিক ফলন মানেই আধুনিক জৈব প্রযুক্তির জৈব সার
অরম্যাকোমিন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

প্রতিবাদে মুখর জলপাইগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার ও অমিত রায়

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : দার্জিলিং মেলকে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়ার আশঙ্কায় প্রতিবাদে সরব হলেন জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির মানুষ। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহল থেকে জোরদার আন্দোলনে শামিল হবেন দুই শহরের মানুষ।

জেলার আপামর মানুষের বক্তব্য, দার্জিলিং মেল শুরুর সময় থেকে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকেই চলাচল করত। এই ঐতিহ্যবাহী ও হেরিটেজ রুট থেকে দার্জিলিং মেলকে তুলে নিলে দুই শহর মিলিতভাবেই আন্দোলনে শামিল হবে। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় অবশ্য দাবি করেছেন, দার্জিলিং মেল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এমন কোনও খবর রেল থেকে তাঁকে জানানো হয়নি।

দার্জিলিং মেলের যাত্রাপথে সম্ভাব্য পরিবর্তনের কারণে হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনটি তুলে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে রেল। এই আশঙ্কা থেকেই দুই শহরের মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, দার্জিলিং মেল যখন প্রথম চালু হয়েছিল সেদিন থেকেই হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির স্টেশনে দাঁড়িয়ে তবেই শিলিগুড়ি যেত। এই ঐতিহ্যবাহী রুট ও হেরিটেজ ট্রেনকে দুই শহর থেকে তুলে নিলে প্রতিবাদে সকলে রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।

জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষক অমিত ভট্টাচার্য মনে করেন, দার্জিলিং মেলকে জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি থেকে তুলে নিলে দুই শহরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হবে। সকলকে এক হয়ে তার প্রতিবাদে নামতে হবে। যাতে ট্রেন তুলে না নেওয়া হয় তার জন্য কেন্দ্রের শাসকদলের জনপ্রতিনিধিকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

সার্কিট বেঞ্চ নিয়ে শিলিগুড়ির সঙ্গে তীব্র বিরোধে জড়িয়েছিল জলপাইগুড়ি। বহু বছর ধরে দড়ি টানাটানির পর জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরিতে সবুজ সংকেত দেয় কেন্দ্র। দার্জিলিং মেল নিয়ে সেই ধাঁচে আন্দোলনের পথে পা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে জলপাইগুড়ি।

জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, 'নেতাজি থেকে রবীন্দ্রনাথ সহ আরও অনেকে এই রুটে দার্জিলিং মেলে চেপে জলপাইগুড়ি হয়ে কলকাতা যান।

এরপর ষোলোর পাতায়

শনিবার জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিং মেলে উঠছেন যাত্রীরা।

টানা ৮০ ঘণ্টা জেরা উত্তমকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে দিনহাটা থানার পুলিশ পুরকর্মী উত্তম চক্রবর্তীকে টানা ৮০ ঘণ্টা জেরা করল। পাশাপাশি, তদন্তকারীরা শনিবার পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হরি বর্মনকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেন। গত পাঁচদিন থেকেই পুলিশ উত্তমের পাশাপাশি একাধিক পুরকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আগে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।' শীঘ্রই তদন্তের জাল গোটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে ওই আধিকারিক এদিন ইঙ্গিত দেন। এদিকে, এই জালিয়াতি কাণ্ডে শনিবার আরও দুটি নতুন অভিযোগ জমা পড়ে। দিনহাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের দোলাবাড়ি রোডের ব্যবসায়ী নীরস সাহা বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির অভিযোগ করেন। গত চারদিনে এনিয়ে পুরসভায় ছ'টি অভিযোগ জমা পড়ল। সেগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই পুরসভা চারটি অফিযোগ দিনহাটা থানায় পাঠিয়েছে। বাকি দুটিও পাঠানোর চেষ্টা চলছে।

যেভাবে অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে তাতে জালিয়াতির শিকড় অনেকটাই গভীরে বলে পুরসভা মনে করছে। আর এজন্য তাঁরা পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত বলে

পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অলোককুমার সেন জানালেন। তাঁর কথায়, '২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে মোট ২৯৭টি প্ল্যান পাশ হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত এ সংক্রান্ত যতগুলি অভিযোগ এসেছে সবগুলিরই ক্রমিক নম্বর ২৯৭-এর বেশি বলে দেখা যাচ্ছে। তাই আরও যে অভিযোগ আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' তবে তাঁর আশঙ্কা, 'উত্তমের প্রতিবেশী হওয়ায় অনেকে অভিযোগ করতে চাইছেন না বলেও আমাদের মনে হচ্ছে।'

দোলাবাড়ি রোডের বাসিন্দা নীরস এদিন বিল্ডিং প্ল্যান সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগে পুরসভায় হাজির হন। এ সংক্রান্ত তাঁর কাছে থাকা কাগজপত্র পুরোটাই জাল বলে সবকিছু খতিয়ে দেখে পুরসভা তাঁকে জানিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও পুরকর্মী উত্তম চক্রবর্তীর নামই উঠে এসেছে। অভিযোগ, বিল্ডিং প্ল্যান পাশের আশ্বাসে উত্তম নীরসের কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেন। নীরসকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তম আমার পরিচিত। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে তিনি আমার কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেন। তারপর আমাকে ওই কাগজপত্র দেওয়া হয়। গত কয়েকদিন খবরের কাগজে এ সংক্রান্ত খবর দেখার পর সন্দেহ হয়। পুরসভায় যাওয়ার পর আমার ওই বিল্ডিং প্ল্যান যে ভুয়ো তা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করে জানায়।' আর তারপর থেকেই নীরস কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন বলে জানান।

আরও অভিযোগ

- দিনহাটা থানার পুলিশ পুরকর্মী উত্তম চক্রবর্তীকে টানা ৮০ ঘণ্টা জেরা করল
- শনিবার পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হরি বর্মনকে দীর্ঘক্ষণ জেরা তদন্তকারীদের
- এই জালিয়াতি কাণ্ডে শনিবার আরও দুটি নতুন অভিযোগ জমা পড়ে
- শীঘ্রই তদন্তের জাল গুটিয়ে আনা হতে পারে বলে পুলিশ ইঙ্গিত দিয়েছে

এদিকে, বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে অনেকের মধ্যেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পুরসভার তরফে এ বিষয়ে যাতে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় সেজন্য দাবি জোরালো হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা দিনহাটা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিল্ডিং প্ল্যানগুলির বৈধতা যাচাই করবেন। এতে তাঁদের আশঙ্কা অনেকটাই কমবে বলে বাসিন্দাদের বক্তব্য। তবে পুরসভা সময়মতো এই টাস্ক ফোর্স গঠন করেনি কেন বলেও প্রশ্ন উঠেছে। এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিনহাটা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার বললেন, 'এধরনের কাজের জন্য যথেষ্ট লোকবল দরকার, যা আমাদের নেই। তাই নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া সেভাবে পদক্ষেপ করা যায়নি।' এই পরিস্থিতিতে সবকিছু ঠিক করতে পুরসভা যাতে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

বাবা-ছেলের গল্প ...

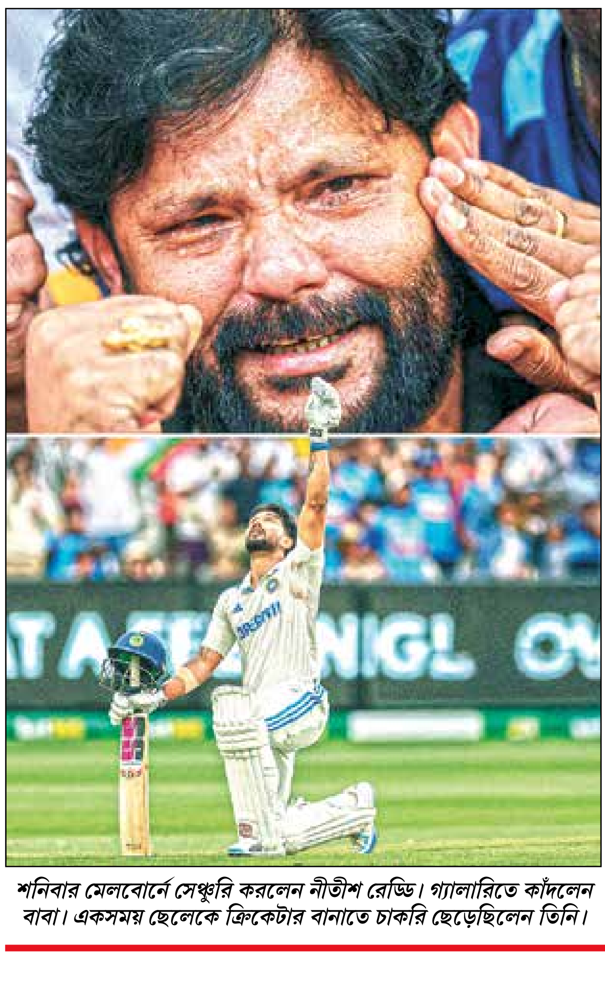

শনিবার মেলবোর্নে সেঞ্চুরি করলেন নীতীশ রেড্ডি। গ্যালারিতে কাঁদলেন বাবা। একসময় ছেলেকে ক্রিকেটার বানাতে চাকরি ছেড়েছিলেন তিনি।

কাকা-ভাইপোকে শোকজ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : গোষ্ঠীকোন্দল ঠেকাতে কড়া বার্তা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। কোনও অবস্থাতেই যে আর গোষ্ঠী রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না শনিবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে দলের বর্ধিত সভায় সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন অভিজিৎ দে ভৌমিক, উদয়ন গুহরা। আর সেই সভায় গরহাজির থাকায় দলের তিন প্রাক্তন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায়, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন সহ বেশ কয়েকজন নেতাকে শোকজের সিদ্ধান্ত নিল জেলা নেতৃত্ব।

গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে গত বিধানসভায় কোচবিহারে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে। জেলার ন'টি বিধানসভা আসনের ছ'টিই হাতছাড়া হয়েছে শাসকদলের। হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে কোন্দল ভুলে লোকসভার আগে জোট বাঁধেন জেলার বেশিরভাগ নেতা। ফলও মিলেছিল হাতেনাতেই। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিমের ঘনিষ্ঠতায় ফের গোষ্ঠীকোন্দলের আঁচ মিলতে শুরু করেছে। তাতেই কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথা, 'কেন তাঁরা বৈঠকে যোগ দেননি তা জেলা সভাপতি অনুপস্থিত নেতাদের কাছে জানতে চাইবেন। উত্তর পেলে সেইমতো পদক্ষেপ করা হবে।' গোটা বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হবে বলেই জানিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ।

সভায় ব্লক থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত মূল দল ছাড়াও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটিকে না জানিয়ে দলের কোনও পদাধিকারী কোনও কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না বলেও এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়। ১৩ জানুয়ারি আইএনটিটিইউসি'র জেলা সম্মেলন হওয়ার কথা। সেজন্য দলের জেলা কমিটির প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। তাই সম্মেলন বাতিল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর। এদিনের বৈঠকে আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন, দলের খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁর কড়া সমালোচনা করা হয়।

কেন সভায় অনুপস্থিত ছিলেন? রবীন্দ্রনাথের দাবি, তাঁকে সভার কথা জানানোই হয়নি। একধাপ এগিয়ে পার্থপ্রতিম বলেন, 'কেন আমাকে ডাকা হল না তা আমি দলের কোর কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানতে চেয়েছি। শোকজ করা হলে উত্তর দেব।' যদিও গিরীন্দ্রনাথ বা অভিজিৎ দুজনেরই দাবি, প্রত্যেককেই পদ্ধতি মেনে সভার কথা জানানো হয়েছে। সভায় তাঁদের অনুপস্থিতি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই ফেসবুকে তীর্যক মন্তব্য করে একটি পোস্ট করেন রবীন্দ্রনাথ। যা নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

বৈঠকে পার্থর সমালোচনা করেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। বলেন, 'পার্থ রবিদাকে হিরো থেকে জিরো করেছে। এবার জিরো থেকে মাইনাসে নিয়ে যাবে।' দলবিরোধী কাজকর্ম করলে তাঁদেরকে লংকা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন উদয়ন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বরাবরই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক উদয়নের। লোকসভা ও বিধানসভার উপনির্বাচনে কার্যত রবীন্দ্রনাথ, পার্থপ্রতিম এবং তাঁদের অনুগামীদের বাদ দিয়েই জেলায় ভালো ফল করে তৃণমূল। কোণঠাসা দুই নেতার জোটবাঁধা বুমেরাং হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

কড়া দাওয়াই

- দলের বর্ধিত সভায় গরহাজির রবি ও পার্থ
- কাকা-ভাইপোর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রায় সব জেলা নেতাই
- গোষ্ঠীকোন্দল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে রাজ্যে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে জেলা কমিটি
- দলে গোষ্ঠী রাজনীতি করলে লংকা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার হুঁশিয়ারি উদয়নের

নতুন বছরের শুরুতে কুয়াশা, তুষারপাতের আভাস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় হঠাৎই ভিড় সান্দাকফু, ফালুটে। বছর শেষে ফের তুষারে মুড়বে পাহাড়চূড়া, এই আশায় পর্যটকদের ঢল। তুষারপাতের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তরও। যেমন সমতলে রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি। বৃষ্টি বা তুষারপাত কতটা হবে, তা অবশ্য নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকৃতির মতিগতির ওপর। তবে নতুন বছরকে যে কুয়াশায় মুড়ে স্বাগত জানাবে উত্তরবঙ্গ, তা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়।

রোদের ঝিলিক উধাও হতেই বিকেলে মেঘের আনাগোনা শুরু। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, সমতলের একাধিক জায়গাতেই হালকা মেঘের আস্তরণ। পাহাড়ে অবশ্য দুপুরের পর থেকেই মেঘ জমছিল। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়ার দাপট। সময়ে সময়ে পারদ পতন। সকালে দার্জিলিংয়ের রাজভবনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেখানে ছিল ১.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সন্ধ্যার পর তা নেমে যায় ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে। ফলে ক'দিন আগেও ম্যালে বা চৌরাস্তায় যেখানে রাত ৯টাতেও পর্যটকদের ভিড় দেখা যেত, শনিবার তা সন্ধের পর থেকেই শুনসান। হোটেলবন্দি পর্যটকরা তুষারপাতের প্রতীক্ষায়।

শুক্রবারই দার্জিলিংয়ে উঠেছেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার মান্টি রায়। টেলিফোনে বললেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া এমন পালটে যাবে, ভাবা যায়নি। শুনছি বরফ পড়তে পারে। তা যদি হয়, তবে এবারের সফরটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

আবহাওয়ার বদলে ঠান্ডা লেগেছে পাহাড়িয়াদেরও। তাই সন্ধ্যাতেই রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চারপাশে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা। চক বাজার, জাকির হুসেন রোড, ম্যালের আশপাশেও উষ্ণতার ছোঁয়া নিতে দেখা গিয়েছে অনেককে।

দার্জিলিং পাহাড় যখন তুষারপাতের প্রতীক্ষায়, তখন এদিন দফায় দফায় তুষারপাত হয়েছে সিকিমে। ছাংগু, নাথু লা, লাচেন, বাবামন্দির সহ একাধিক জায়গায় ভারী তুষারপাত হওয়ায় রাস্তাগুলি পর্যন্ত বরফে ঢেকে যায়। সিকিম-পরিস্থিতির আঁচ লেগেছে কালিম্পং পাহাড়েও। এখানেও পারদ পতন ঘটেছে রাতে। যথারীতি পাহাড়ে গিয়ে শীতের আমেজ নিতে পারছেন পর্যটকরা।

হাওয়া বদল ঘটছে সমতলেও। মূলত ডুয়ার্স অঞ্চলে শনিবার রাতে জাঁকিয়ে শীত অনুভূত হয়েছে পাহাড়ি হাওয়ায়। দু'দিনের মধ্যে সমতলের বাকি অংশেও শীতের ঝাপটা লাগার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ৩০ ডিসেম্বর থেকে টানা তিনদিন কুয়াশায় মোড়া থাকবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা। অর্থাৎ সূর্যের তেজে ঘাম ঝরার গত কয়েকদিনের পরিস্থিতি দূর হবে। পরিবর্তে পরিস্থিতি হবে পিকনিকের, উৎসব উদযাপনের। ভারী কুয়াশার জন্য আবহাওয়া দপ্তরের তরফে সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনায় গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতার কথা বলছেন আবহবিদরা।

কিন্তু হঠাৎ এমন হাওয়া বদল কেন? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'শুক্রবার বিকেলের পর একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ ঘটেছে সিকিম পাহাড়ে। ঝঞ্ঝাটির শক্তি বৃদ্ধিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। কুয়াশার পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।'

সমতলে না হলেও পাহাড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শনিবার দার্জিলিংয়ে মৃণাল রানার তোলা ছবি।

সিটবেল্টে অনীহা বাসচালকদের

ট্রাফিক আইনকে 'ডোন্ট কেয়ার'

শমিদীপ দত্ত

ট্রাফিক পুলিশের অভিযান চললেও সরকারি বাসে সিটবেল্ট না থাকার পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। ছবি : সূত্রধর

জরিমানা নয় কেন

- সিটবেল্ট পরছেন না অধিকাংশ সরকারি বাসের চালক
- তাঁদের মোটা টাকা জরিমানা করা হচ্ছে না কেন, প্রশ্ন উঠছে
- এনবিএসটিসি'র বেশ কয়েকটি বাসে সিটবেল্ট ছেঁড়া
- সিটবেল্ট ভালো অবস্থায় থাকলেও পরতে অনীহা চালকদের
- চালকদের সচেতন করা হবে, জানালেন নিগমের এমডি

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : সিটবেল্ট ছাড়া গাড়ি চালালে মোটা টাকা ফাইন দিতে হয়। কিন্তু এই ট্রাফিক আইনটা কি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে? নিগমের বাসচালকদের সিটবেল্ট ছাড়াই বাস চালানোর প্রবণতা দেখে এখন এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

নিগমের বাসচালকদের এ নিয়ে প্রশ্ন করলে অদ্ভুত সব যুক্তি খাঁড়া করতে ব্যস্ত তাঁরা। কেউ বলছেন, 'সবে তো বাস চালানো শুরু করলাম।' কাউকে আবার বলতে শোনা যাচ্ছে, 'সিটবেল্টটা একটু খারাপ রয়েছে। পরে ঠিক করে নেব।' চালকরা যা-ই যুক্তি দিন না কেন, বিষয়টিতে যাত্রী নিরাপত্তায় খামতির দিকটাই দিন-দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

এও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সরকারি বাস বলেই কি সিটবেল্টের ব্যাপারটায় অত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না? নজরদারিই বা কোথায়? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'মোটর ভেহিকল আইন সবার জন্যই সমান। কেউ সেটা অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু নিগমের বাসচালকদের সিটবেল্ট না লাগানোর জন্য জরিমানা করা হয়েছে, এমন নজির কিন্তু সম্প্রতি প্রায় নেই। তাই ডিসিপি ট্রাফিক বললেও প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে, সিটবেল্ট পরায় অনীহার বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিচ্ছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। তিনি বলেন, 'এটা একটা সমস্যা রয়েছে। এব্যাপারে বাসচালকদের সচেতন করব।' তাঁর কথা থেকেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এতদিন কেন সচেতন করা হয়নি?

ট্রাফিক আইনের ক্ষেত্রে শহরে যথেষ্ট কড়াকড়ি রয়েছে। বিভিন্ন সময় ট্রাফিক পুলিশ বিশেষ অভিযানে নামে। কিন্তু সরকারি বাসের ক্ষেত্রে দূরবিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও এমন অভিযান চোখে পড়ে না।

গত দু'দিনে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়া বিভিন্ন রুটের ছয়টি সরকারি বাসে উঠে নজরে পড়ে, প্রতিটি বাসের চালক সিটবেল্ট ছাড়াই দিব্যি বাস চালাচ্ছেন। আরও অবাক হতে হয়, ছয়টি বাসের মধ্যে তিনটিতে সিটবেল্ট ছেঁড়া। এতেই প্রশ্ন ওঠে, সিটবেল্টগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না কেন? বিষয়গুলি যে নিগম কর্তৃপক্ষ জানে না, এমনটা তো নয়। তাহলে সমস্যা কোথায়? দীপঙ্করের একইরকম জবাব, 'সমস্যা রয়েছে। আমরা ব্যাপারগুলো দেখছি।'

এদিকে যে বাসে সিটবেল্ট রয়েছে, চালকের সেটা পরার ব্যাপারে 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব লক্ষ করা গিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই কিছুটা বিরক্ত হলেন জলপাইগুড়ি রুটের এক বাসচালক। তিনি বললেন, 'সিটবেল্ট পরলে উলটে সমস্যা হয়। তাই পরি না।' ট্রাফিক ধরে না? উত্তর নেই। তাঁর চোখেমুখে 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব স্পষ্ট।

অন্যদিকে, সরকারি বাসের ক্ষেত্রে অলিখিত একটা ছাড় থাকে বলে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ছেন না বাইক, চার চাকার গাড়িচালকরা। শহরের বাসিন্দা রাজর্ষী বিশ্বাসের কথায়, 'ট্রাফিক যদি সবদিকে সমানভাবে নজর দেয়, তাহলে ভালো হয়। পক্ষপাতদুষ্ট স্বভাবটা যেন না দেখায়।'

পাওয়ার লিফটিংয়ে সাফল্য রাজগঞ্জের

সুভাষচন্দ্র বসু

পরিবারের সঙ্গে সার্টিফিকেট নিয়ে পাওয়ার লিফটিংয়ে প্রথম স্থান অধিকারী হংসরাজ কর্মকার ও মনীষা রায়।

বেলাকোবা, ২৮ ডিসেম্বর : ওঁদের মধ্যে একজনের পরিবারের সকলের জীবন কেটেছে লোহালক্কড় পিটিয়ে। দুজনে আবার পিতৃহীন অনেক ছোটবেলা থেকেই। মায়েরা বহু কষ্টে সংসার চালান। কিন্তু ওঁদের সাফল্যের পথে এইসমস্ত কিছু কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২২ ডিসেম্বর। যখন শিলিগুড়িতে ইউনাইটেড পাওয়ার লিফটিংয়ের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় স্তরের পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় নিজের নিজের বিভাগে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন ওঁরা তিনজন।

তাঁদের মধ্যে হংসরাজ কর্মকারের বয়স মাত্র ১৯ বছর। শরীরের ওজন মোটে ৫৪ কেজি। অথচ প্রতিযোগিতায় ১৮০ কেজি ওজন লিফট করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। হংসরাজ বেলাকোবার শিকারপুর অঞ্চলের পাতিলাভাসার বাসিন্দা। বাবা উত্তম কর্মকার লোহা পিটিয়ে সংসার চালান। মা পায়েলের কথায়, 'হংসরাজের শরীরচর্চায় বরাবরই খুব আগ্রহ। কলেজে পড়ার পাশাপাশি বেলাকোবাতেই একটি জিমে ঢোকে। জিমের প্রশিক্ষক অভিজিৎ বসু ছেলের মধ্যে সম্ভাবনা খুঁজে সেইভাবেই তৈরি করেছে। তাই ও আজ এই জায়গাতে সুযোগ পেয়েছে।'

বারোপাটিয়া অঞ্চলের জয়পুর চা বাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মনীষা রায় ওই একই প্রতিযোগিতায় ৪৭ কেজি বিভাগে প্রথম এবং বেলাকোবার শিকারপুর অঞ্চলের বসাকপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়া বসাক ৭৭ কেজি বিভাগে তৃতীয় হয়েছেন। মনীষা এবং প্রিয়া দুজনই পিতৃহীন। ওঁদের মায়েরাই সংসার দেখভাল করেন। তাঁরা জানিয়েছেন, আগামীতে সন্তানরা যে ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাঁরা সবসময় ওদের পাশে থাকবেন।

ওঁদের প্রশিক্ষক অভিজিৎ বলেন, 'বরাবরই সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নানারকম প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে উৎসাহিত করি। ওদের মধ্যেও এই ধরনের প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার সমস্ত রসদ লক্ষ করেছিলাম। ওদের এই সাফল্য ভবিষ্যতে অন্যদের আরও অনুপ্রাণিত করবে।'

বিদেশে চাহিদায় ময়নাগুড়ির ডালের বড়ি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : প্রায় আড়াই দশক আগে নিজেদের স্বাবলম্বী করতে ডালের বড়ি তৈরি শুরু করেছিলেন ময়নাগুড়ির সাহাপাড়ার কয়েকজন মহিলা। এখন সেই ডালের বড়ি বিক্রি করে উপার্জনের মুখ দেখছেন কয়েকশো মহিলা। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে এবার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাইছেন তাঁরা। কারণ ময়নাগুড়িতে তৈরি ডালের বড়ি ইতিমধ্যে সারা উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি অসম, বিহারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ভুটান এবং নেপালেও ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়ছে এই ডালের বড়ির। ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'অ্যাগ্রি-মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে এখানকার জনপ্রিয় ডালের বড়ি অন্যান্য বাজারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এছাড়া ময়নাগুড়ির ডালের বড়িকে কীভাবে আরও প্রচারে নিয়ে আসা যায়, সেদিকটিও আমরা ভেবে দেখছি।'

শুরুটা হয়েছিল ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন লাগোয়া ছোট্ট বসতি সাহাপাড়া থেকে। প্রায় আড়াই দশক আগে এই এলাকার কয়েকজন মহিলা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে শীতের সময় ডালের বড়ি তৈরি শুরু করেন। প্রথম থেকে স্থানীয় বাজারে ডালের বড়ি চাহিদা ছিল বেশ ভালোই। এই ডালের বড়ি তৈরি করেই গ্রামের মানুষদের আর্থিক অবস্থা পালটে যায়। হাতে টাকা আসায় বদলে যায় জীবনযাপন। সাহাপাড়ার বছর পঞ্চান্নর ডালের বড়ি বিক্রেতা শিখা সাহার কথায়, 'কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বাড়িতে ডালের বড়ি তৈরি করে আয় করছি। চাহিদা বাড়ায় এখন ৬ জন মহিলা আমাদের কাজে সাহায্য করে স্বনির্ভর হয়েছেন।' একই কথা বললেন আরতি সাহা, নিকিতা সাহা, সন্তোষী সাহা, ঝুম্পা সাহারা।

সাহাপাড়ার দেখানো পথে এখন ময়নাগুড়ি রোড, বার্নিশ, মাধবডাঙ্গা, সাপ্টিবাড়িতেও শুরু হয়েছে ডালের বড়ি তৈরির কাজ। পর্যাপ্ত সংখ্যায় বড়ি তৈরি করায় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখন ডালের বড়ি পাড়ি দিচ্ছে অসম, বিহারেও। পাইকারদের হাত ধরে এই বড়ি চলে যাচ্ছে নেপাল এবং ভুটানে। শীতের শুরু থেকে তাই ময়নাগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে বিশেষত সাহাপাড়ায় চোখে পড়বে কাপড়ের ওপরে শুকোতে দেওয়া ডালের বড়ি। নমিতা সাহা বলেন, 'বাঙালিদের পাশাপাশি এখন অবাঙালিদের মধ্যেও ডালের বড়ির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। প্রশাসনিকভাবে এই ডালের বড়ির প্রচার করলে ব্যবসায় লাভ হবে।'

পুকুর খুঁড়তে গিয়ে মূর্তি উদ্ধার

ঠাঁই গয়েশ্বরী মন্দিরে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৮ ডিসেম্বর : প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়। আজও এই এলাকার যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন। বাড়ি তৈরির ভিত খুঁড়তে গিয়ে কিংবা পুকুর খনন করার সময় প্রায়শই উঠে আসে নানা মূর্তি। কখনও তা নজরে আসে, কখনও বা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যায়। কোনও সময় তা নিয়ে চলে যাওয়া গ্রামের কোনও মন্দিরে। কোনও সময় ঠাঁই হয় গাছতলায়।

সম্প্রতি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে এমনই এক মূর্তি উদ্ধারের খবর পাওয়া গিয়েছে। সূত্রের খবর, গৌড় সংলগ্ন রামকেলি গ্রামে সম্প্রতি একটি পুকুর খননের সময় উঠে আসে কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি। মূর্তিটি প্রাথমিকভাবে দেবী সরস্বতীর মনে করেন এলাকার মানুষ। যা তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় গয়েশ্বরী মন্দিরে। সেখানেই আজ পূজিতা হচ্ছেন ওই মূর্তি। এলাকার মানুষের দাবি, বিষয়টি জানে না পুলিশ কিংবা প্রশাসন।

তবে ছবি দেখে ইতিহাস গবেষক তথা অধ্যাপিকা সুস্মিতা সোম বলেন, 'কোনও ঠাকুরের মূর্তি নয়। মূর্তির মাথার পিছনে প্রভামণ্ডল বা জ্যোতি নেই। তাই দেবী বলা যাবে না। নীচে বেদি বা পাদপীঠে ভক্তদের দেখা যাচ্ছে না। হতে ধরা দণ্ড দেখে কোনও মন্দিরের স্থাপত্যে ব্যবহৃত দ্বারপালিকা বলে মনে হচ্ছে। তাই কোমর, হাত, গলা, বা অলংকার দেখে মন্দির সংলগ্ন মূর্তি যেমন দ্বারপালিকা, যক্ষিণী, অপ্সরা বলে মনে হচ্ছে।'

শুধু গৌড় সংলগ্ন এলাকাতেই নয়, মালদা জেলার গাজোল, হবিবপুর, ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদায় বিভিন্ন সময় উদ্ধার হওয়া মূর্তি অযত্নে পড়ে রয়েছে অনেক থানায়, পুকুরপাড়ে। পড়ে রয়েছে সরকারি আবাসনে। তাই মালদার ইতিহাসপ্রেমীরা দাবি তুলেছেন, ওই সব ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করা হোক। ইতিহাসবিদ প্রদ্যোৎ ঘোষ দাবি করেন, 'মালদা জেলার অনেক থানায় ঐতিহাসিক নিদর্শন পড়ে রয়েছে বা ব্যক্তিগত রয়েছে তা সংগ্রহ কওরে মালদা মিউজিয়ম বা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও নিজে একটি মিউজিয়ম আছে।'

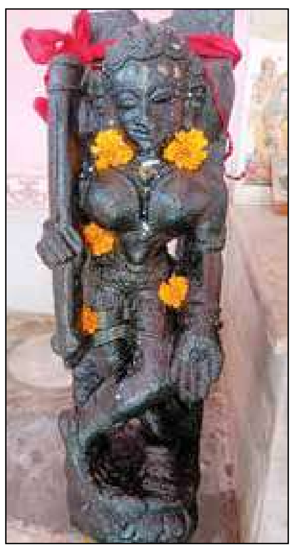

মন্দিরের স্থাপত্যে ব্যবহৃত দ্বারপালিকা বলে মনে করছেন গবেষকরা।

আবার মালদা জেলার আরেক প্রবীণ ইতিহাস গবেষক তথা সাংবাদিক মহম্মদ আতাউল্লাহর দাবি, 'যেখানে যেখানে এই ধরনের মূর্তি উদ্ধার হয়, সেই এলাকার মানুষ তা নিয়ে যায়। প্রশাসনের উচিৎ এই মূর্তিগুলি যথাযথ সংরক্ষণ করা যাতে আগামীতে এসব নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান গবেষকরা।'

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ নন্দী, দেবগণ, 29, শ্যামবর্ণা, প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। অনূর্ধ্ব 35, সঃ/বেসঃ চাকরিরত শিলিগুড়ি নিবাসী সৎ পাত্র কাম্য। অভিভাবকরা সরাসরি যোগাযোগ করবেন। সময় (5 P.M. to 7 P.M.), (M) 9474762037. (C/114257)

■ পাত্রী 31+, পাল, 5'-2½", সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত, দিদি বিবাহিতা। 36 বছরের মধ্যে স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, সৎ চরিত্রবান পাত্র কাম্য (SC/ST বাদে), কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। অভিভাবক ছাড়া যোগাযোগ করিবেন না। Ph.No. 9239159683 (বিকেল 5 টার পর)। (C/113137)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, 30/5'-3", সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব 35 বছরের মধ্যে সুপাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন অঞ্চল অগ্রগণ্য। (M) 7872669799. (C/113732)

■ পাত্রী SC, 28/5', B.A.(H), D.El.Ed., টেট পাশ, গান জানা, বাবা Retd. ব্যাংককর্মী। সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ, 34 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 8116969473. (A/B)

■ পাত্রী কায়স্থ, 5'-2"/29+, B.A. পাশ, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733438250. (M/G)

■ পাল, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28 বছর বয়স, শ্যামবর্ণ, উচ্চতা 5 ফুট 2 ইঞ্চি, M.A. পাশ, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী ভালো পাত্রের প্রয়োজন। যোগাযোগ মোবাইল নম্বর : 9749087413, 8637096998. (S/N)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ বারুজীবী, 31 বছর, M.A., B.Ed., Guest Teacher, 5'-4", ফর্সা, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7872853648. (C/113988)

■ বার্ষিক আয় ৫ লাখ। M.Sc. Physics, B.Ed., শ্যামবর্ণা, ২৭+/৫', চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9002459348. (C/113988)

■ ঘোষ, 26/5'-3", B.Tech., SBI ব্যাংকে কর্মরতা, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734488968. (C/113988)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., বেসরকারি হাইস্কুল শিক্ষিকা, গান জানেন, সুন্দরী। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113988)

■ কায়স্থ, 22+/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, ভদ্র, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী ভদ্র স্বভাবের পাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৯, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী পেশায় প্রাইভেট টিউটর। পাত্র চাই। সইচ্ছুক পরিবার যোগাযোগ কাম্য। (M) 9332120790. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৮, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৩+, B.Sc., D.El.Ed., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9332120790. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৮+, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/113988)

■ বয়স ৩০+, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ICDS সুপারভাইজার। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা হোম মেকার। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, ইংলিশ-এ M.A., সুন্দরী, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113988)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন-B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ীকর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/113990)

■ Gen, তিলি, পাল, 29/5', M.A. B.Ed, M.Ed উপযুক্ত পাত্রীর জন্য gaztd. অফিসার (সঃ চাঃ) উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M - 9547728839 (M-112641)

■ পাত্রী SC, 34, BA, সুন্দরী গান জানে। পাত্রীর সাথে পাত্রীর মা থাকবে। রায়গঞ্জ নিকটস্থ সুপাত্র কাম্য। শীঘ্র শুধু রেজিস্ট্রি বিয়ে। 7679365141 (M - 112641)

পাত্র চাই

■ কোচবিহার নিবাসী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র কন্যা। সাহা, 25/5'-2", B.A., ফর্সা, সুন্দরী। পূর্বে একজনের সাথে বিবাহ ঠিক হওয়ায় রেজিস্ট্রি হয়। কিন্তু বিবাহ হয় নাই। উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 8945867382 (সময় 7 P.M. to 9 P.M.). (D/S)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, ৩৬/৫'-৭", উচ্চশিক্ষিত, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি Chola Mandalam গাড়ি বিমা কোম্পানিতে সার্ভেয়ার পদে কর্মরত। অনূর্ধ্ব ৩২ এবং ৫ ফুট উর্ধ্বে, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। (M) 8101789222, 9002791115. (C/114269)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 30/5'-8", বিটেক, প্রতিষ্ঠিত বেঃ সঃ কর্মরত। উপযুক্ত ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। 8637559173. (C/113366)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-8", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129. (C/114249)

নতুন ইনিংস
নতুন ইনিংসে বিনামূল্যে প্রকাশের জন্য নবদম্পতিরা তাঁদের শুভ পরিণয়ের ছবি পাঠাতে পারেন ubs.weddings@gmail.com-এ
শুভেচ্ছা সন্দীপন-অনিন্দিতাকে
সৌজন্যে:
RATNA BHANDAR Jewellers
Hill Cart Road (Sevoke More) 99324 14419
City Centre, Uttorayon 94343 46666
Malbazar (Opp. SDO Office) 86959 13720
Falakata, Subhash pally 83585 13720

পাত্রী চাই

■ মালাকার, M.A., B.P.Ed., ৩৬/৫'-৬", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কোচবিহার জেলা নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩০, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। শুধু অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9932428775. (C/114267)

পাত্রী চাই

■ অধ্যাপক, বয়স 37, উচ্চতা 5'-8", উপযুক্ত পাত্রী চাই। ফালাকাটা। (M) 9749244255. (C/114266)

■ দত্ত, দাবিহীন, 40/5'-7", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী। 34 মধ্যে, SC বাদে, ন্যূনতম মাধ্যমিক, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9474629441. (C/113989)

ORIENT JEWELLERS
Trust of Hallmark
SINCE 1983 ORIENT GROUP
ভবিষ্যতের নিতে যত্ন সঙ্গে থাকুক ওরিয়েন্ট এর গ্রহরত্ন
Certified Gemstone
Customer Care: +91 83730 99950
www.orientjewellers.in
Beldanga • Raghunathganj • Dhulian • Kaliachak • Sujapur • Gazole
Balurghat • Kaliyaganj • Raiganj • Raiganj (Grand) • Islampur
Siliguri • Malbazar • Jalpaiguri • Dhupguri • Falakata • Alipurduar

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Tech., ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/113988)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-8", B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330848518. (C/113988)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উচ্চবিত্ত ও রুচিশীল পরিবারের একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/113988)

■ বয়স ৩৫+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পেশায় গভঃ কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত সন্তান-এর বিবাহের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/113988)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ 35/5'4" High School Teacher 22-28 শিক্ষিত সুন্দরী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ পাত্রী চাই। M-8797674127 (M-112589)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩২, MBA, ইনকামট্যাক্স অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/113988)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৪৮, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা মৃত। নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি বর্তমান। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (ডিভোর্সি, বিধবা গ্রহণযোগ্য)। (M) 9332120790. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, M.Tech. করে ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে চাকরিরত, পিতা ও মাতা উভয়েই গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/113988)

■ কায়স্থ ঘোষ 38/5'10" সরকারি স্কুলে ICT কর্মরত, বেতন 21000/- উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, একমাত্র পুত্র, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। ফোন - 9641952215 (M - 112588)

পাত্রী চাই

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, ৩২, M.Tech., ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9332120790. (C/113988)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, উচ্চশিক্ষিত, বয়স ৩৯, গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/113988)

■ জেনারেল, ৩০/৫'-৯", ২৫ দিনের ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অল্পদিনের ডিভোর্সি চলবে। (M) 9434840464. (C/113988)

■ কায়স্থ, 36/5'-11", হোটেল ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন ম্যানেজার (হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি), কলকাতা নিবাসী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 30, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M), (W/A) : 9051159667, 7001253982. (C/113985)

■ EB Civil Engineer (M.Tech.), নমশূদ্র, ৩২/৫'-৬", সুদর্শন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, নিজ গৃহ ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ২৬-২৯, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। ৯০১৫৩৩২৮৭৪, ৯৮৩২৬৬৫০০১. (C/114254)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ২৬, শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9832092698. (C/114261)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ, বিদেশে বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। (W/A) 9933357298. (C/114258)

■ কায়স্থ, দত্ত, 32/5'-6", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Axis Bank-এ ডেপুটি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9474308070. (K)

■ পাত্র SC মালো, ক্ষত্রিয়, উঃ 5'-3", হাইস্কুল শিক্ষক, বয়স 33, যোগ্য চাকরিজীবী পাত্রী চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। (M) 7001675601. (B/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যানার্জি ব্রাহ্মণ, 33, B.Com., 5'-7", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুমুখশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9475394644. (C/113848)

■ সাহা, 5'-5", 17 LPA, কলিতে কর্মরত পাত্র, সুন্দরী, 32 মধ্যে পাত্রী চাই। 9932637746.

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113988)

মাশরুম চাষে আগ্রহ বাড়ছে মহিলা থেকে তরুণদের

স্বনির্ভরতার দিশা হিমাংশুর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৮ ডিসেম্বর : মাশরুম চাষ করে হিমাংশু দাস স্বনির্ভরতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াবাড়ির তরুণ হিমাংশু কয়েক বছর ধরে বাড়িতে মাশরুম চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। পাশাপাশি মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দিয়ে এলাকার অন্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যে এলাকার ২০ জন মাশরুম চাষ শুরু করেছেন।

তুফানগঞ্জ-২ সহ কৃষি অধিকর্তা রঞ্জিত বর্মা বলেন, ‘মাশরুম চাষ লাভজনক। কৃষি দপ্তরের আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে উৎসাহীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে মাশরুম চাষ শুরু করেছেন।’

মাশরুম পরিচর্যায় হিমাংশু। কাশিয়াবাড়িতে।

প্রায় পাঁচ বছর আগে বাড়ি সংলগ্ন প্লাস্টিকের ছাউনির একটি ঘরে হিমাংশু মাশরুম চাষ শুরু করেছিলেন। হিমাংশু জানান, কৃষিকাজ করে তাঁর বাবা সংসার চালাতেন। সাফল্যের সঙ্গে তিনি ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করেন। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও চাকরি জোটেনি। তবু হতাশ না হয়ে এক পরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর বাড়ির পাশে ছোট ছোট প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি করে মাশরুম চাষ শুরু করেন। হিমাংশুর বক্তব্য, ‘প্রশিক্ষণ ছাড়া মাশরুম চাষের বই পড়ে ও ইউটিউবে ভিডিও দেখে চাষের উন্নত পদ্ধতি শিখেছি। সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমি সফল। অন্য চাষের থেকে মাশরুম চাষে আয় বেশি। কিন্তু খরচ ও পরিশ্রম খুব কম। বাড়িতে বসে সহজে চাষ করা যায়।’

তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি, ‘চাকরি করে হয়তো এতটা রোজগার করতে পারতাম না। যা প্রতিদিন মাশরুম থেকে আয় হয়।’ এখন প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন করছেন। তাঁর পরামর্শ, প্রথাগত চাষের পাশাপাশি যে কেউ মাশরুম চাষ করতে পারেন। দরকার শুধু একটা প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ঘর। অন্য চাষের চেয়ে মাশরুম চাষে পরিচর্যা কম। একটি ঘরে মাশরুম চাষ করে বছরে দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা রোজগার করা যায়। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি অসম ও ভুটানে মাশরুমের চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজি মাশরুম ৭০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। বীজ লাগানোর এক মাস থেকে প্রতিদিন মাশরুম বিক্রি করে আয় করা সম্ভব।

মাশরুমে প্রচুর প্রোটিন, খনিজ পদার্থ, নানা ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও ফলিক অ্যাসিড থাকে। খেতেও সুস্বাদু। তাই দিন-দিন এর চাহিদা বাড়ছে।

ধীরে ধীরে তিনি চাষের ব্যাপ্তি অনেকটা বাড়িয়েছেন। এখন অন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজে আগ্রহ বাড়াচ্ছেন। হিমাংশুর কথায়, ‘আমি চাই এলাকায় মাশরুম চাষের বিস্তার ঘটুক ও আগ্রহীরা স্বাবলম্বী হন।’ তাঁর এই উদ্যোগ দেখে ব্লক সহ কৃষি দপ্তরও উৎসাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তাঁর বাড়িতে এনে হাতেকলমে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাই চাকরির পেছনে না দৌড়ে তিনি বেকার তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর হতে মাশরুম চাষে উৎসাহিত করছেন।

> প্রশিক্ষণ ছাড়া মাশরুম চাষের বই পড়ে ও ইউটিউবে ভিডিও দেখে চাষের উন্নত পদ্ধতি শিখেছি। সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমি সফল। অন্য চাষের থেকে মাশরুম চাষে আয় বেশি। কিন্তু খরচ ও পরিশ্রম খুব কম। বাড়িতে বসে সহজে চাষ করা যায়।
>
> **হিমাংশু দাস**

FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED
CIN NO U01100WB2022PTC258681
CHOWDHURIHAT, COOCHBEHAR

মাশরুম দিয়ে বিস্কুট তৈরি করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। শনিবার। –সংবাদচিত্র

বিস্কুট, জেলিতে সাফল্যের স্বপ্ন

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : মাশরুম চাষে আয়ের মুখ দেখেছেন অনেকেই। সেই মাশরুমই স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন এনে দিয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। তবে মাশরুম চাষ নয়। একটু অন্য পথ বেছেছেন চৌধুরীহাট, বামনহাট, নাজিরহাট এলাকার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। তাঁরা মূলত উৎপাদিত মাশরুমকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরি করার কাজে নেমে পড়েছেন। সেই পথে যে সাফল্য আসবে সেই আশাই করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লিপিকণা মোদক, কল্পনা বর্মন, অনীতা মোদক, মিনতি মালি প্রমুখ।

ওই সকল গোষ্ঠীর সদস্যরা মাশরুম দিয়ে বিস্কুট এবং জেলি তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তার পাশাপাশি চলছে প্রক্রিয়াকরণ। এই প্রয়াস সফল হলে আয় অনেকটাই বেশি হবে বলে কল্পনা, লিপিকণাদের আশা। মাশরুমের ওই সমস্ত খাবার প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ, সেগুলোকে বাজারজাত করা প্রভৃতির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এফপিসি শ্রদ্ধা। ইতিমধ্যেই এফপিসি শ্রদ্ধার আবেদনে একটি ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ওই কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে।

লিপিকণা বললেন, ‘মাশরুম থেকে খাবার তৈরির জন্য দশদিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ট্রেনিংয়ের পর এখন আমরা মাশরুমের বিস্কুট তৈরির জন্য প্রস্তুত। তবে নিজেদের কাজ শুরু করতে গেলে কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। সেই সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছি।’

শ্রদ্ধার ডিরেক্টর কৃষ্ণকান্ত বর্মনের বক্তব্য, ‘উৎসাহ দিয়ে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত গ্রামের যে সকল মহিলা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নন কিংবা যাঁরা খেতে নেমে কাজ করতে চান না তাঁদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য এই ভাবনা।’

হাই প্রোটিনযুক্ত মাশরুম দিয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বিস্কুট এবং জেলি সহজেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তৈরি করতে পারবেন। গ্রামীণ গৃহবধূ কল্পনা বর্মন বলেন, ‘এর আগে ঘরে বসে নাড়ু, মোয়া, নিমকি তৈরি করেছি। সেগুলি মেলায় বিক্রি করেছি। তাতেও লাভ হয়েছে। এখন মাশরুমের বিস্কুট জেলি তৈরি করার সুযোগ পেয়েছি। আশা করছি এই কাজ আমাদের আর্থিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে।’

ইতিমধ্যেই মহিলাদের তৈরি বিস্কুট, জেলি গ্রামীণ এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রির কাজ চলছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি ব্যাংকের সঙ্গে ঋণের বিষয়ে কথা বলছেন। পাশাপাশি বাজার পেতে তাঁরা যোগাযোগ রাখছেন মেলা ও বিভিন্ন ফার্মার্স কোম্পানির সঙ্গে।

জাঁকিয়ে শীত পড়েনি গৌড়বঙ্গে

পতিরাম, ২৮ ডিসেম্বর : শেষ হতে চলল বছর। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে এসেও গৌড়বঙ্গে দেখা নেই চিরপরিচিত হাড়হিম করা ঠান্ডার। আগামী পাঁচদিন মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ২৫ ও সর্বনিম্ন ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এই সময় গৌড়বঙ্গে ৪ থেকে ৮ কিলোমিটার বেগে প্রতি ঘণ্টায় হাওয়া বইতে পারে।

কৃষি ক্ষেত্রেও এর কিছুটা প্রভাব পড়বে বলে অকপটে জানালেন দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ শিবানন্দ সিংহ। তাঁর বক্তব্য, ‘স্বাভাবিক শীত অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ ও জানুয়ারির প্রথম দিকে শীতের তীব্রতা না থাকলে এবং দিনের তাপমাত্রা আরামদায়ক হলে সর্ষের মতো ফসলে জাব পোকার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে ফলন মার খেতে পারে। এছাড়া বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি ইত্যাদি ফসলে স্বাভাবিক শীত না পড়লে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক শীত পড়া কৃষির জন্য বিশেষ প্রয়োজন।’

অন্যদিকে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় শীতের প্রভাব সমন্ধে কুমারগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌমিত্র সাহার বক্তব্য, ‘স্বাভাবিক শীত না পড়ার ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। সেজন্য আরও একটু ঠান্ডা বা স্বাভাবিক শীতের প্রয়োজন রয়েছে।’এরই মাঝেমাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তর থেকে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হল। এই পূর্বাভাস কার্যকর হলে এবং উত্তরের হাওয়া প্রবেশ করলে নতুন বছরের শুরু থেকেই গৌড়বঙ্গে শীতের মাত্রা তীব্রতর হতে পারে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এসেও উত্তরের হাওয়া সেভাবে প্রবেশ না করায় শীত অনেকটা থমকে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মাঝিয়ানের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় শুধুমাত্র ৩০ ডিসেম্বর ছাড়া বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে সেদিন হালকা যে বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে তার পরিমাণ হতে পারে মাত্র তিন মিলিমিটারের। এই সমস্যার মধ্যে ক্ষীণ আলোর আভাস একটিই। ভোরের দিকে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কোনও কোনও জায়গায় হালকা কুয়াশা হতে পারে। ঠান্ডা না পড়লেও অন্তত শীত-শীত ভাবটুকু বজায় থাকার এটুকুই যা অনুভূতি।

অনুপ্রবেশের ‘সেফ করিডর’ দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট, ২৮ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তকেই সেফ করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। গত কয়েকদিনে জেলায় বেশ কয়েকজন এমন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হওয়ায় বিষয়টি নজরে এসেছে। আশঙ্কার বিষয় যে, কয়েকজন বাংলাদেশি অবৈধভাবে এপারে এসে ধরা পড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় গোপনে ভারতে ঢুকে পড়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। এদের মধ্যে কোনও জঙ্গি সংগঠনের সদস্য রয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও আশঙ্কা রয়েছে।

জেলা পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দিয়ে ভারতে ঢুকতে গিয়ে বা ঢোকার পর আত্মগোপন করে থাকা চারজনকে ধরেছে পুলিশ। শুধুমাত্র এক সপ্তাহেই জেলায় তিনজন বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে আত্মগোপন করেছিল। চলতি বছরে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা মিলিয়ে ২৮ জন ধরা পড়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল জানান, ‘চলতি মাসে জেলায় ৪জন বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। গত একবছরে সেই সংখ্যা ২৮। বাংলাদেশি ধরা পড়ার ঘটনার পর সীমান্তে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রতিনিয়ত বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।’

কুমারগঞ্জ, হিলির পরে গতকাল বালুরঘাটের রাজুয়া এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে থাকা এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে এসেছিল ওই বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশির নাম মহসিন মণ্ডল (২৬)। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে নানা অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা সামনে আসতেই সন্দেহ বেড়েছে পুলিশের।

ওপার বাংলা থেকে এদেশে আসার নেপথ্যে ধৃত বাংলাদেশির কোনও গভীর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শনিবার ধৃত মহসিন মণ্ডল ও তাকে আশ্রয় দেওয়া মোক্তার মণ্ডলকে বালুরঘাট আদালতের মাধ্যমে তিনদিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

পিতা মাতার আশীর্বাদ

শীতের মরশুমে ছুটির মেজাজে। ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গায়। শনিবার ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।

পাখি-পার্বণ ঘিরে অনিশ্চয়তা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের রায়ে বক্সায় পাখি-পার্বণ (বার্ড ফেস্টিভাল) নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে বিভিন্ন সংগঠনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। উৎসব যাতে বন্ধ না হয় সেই দাবিতে সরব পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি উৎসব শুরুর কথা ছিল। চলবে ৯ জানুয়ারি অবধি। সেইমতো পাঁচদিনের পার্বণের প্রস্তুতিও নিচ্ছিল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, বক্সা টাইগার রিজার্ভে হোমস্টে ইস্যুতে গত ২১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট পর্যটকদের রাত্রিবাসে মৌখিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারপরই বক্সায় পাখি উৎসব ঘিরে সংশয় তৈরি হয়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (ডিএফডি) ডঃ হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, ‘চলতি বছর বক্সায় বার্ড ফেস্টিভাল নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। অন্য কোনও তারিখে ওই উৎসবের আয়োজন করার বিষয়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।’

প্রসঙ্গত, বক্সায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ২০১৫ সালে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত গ্রিন ট্রাইবিউনালে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলাতেই বক্সার হোমস্টেগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় ট্রাইবিউনাল। সুভাষ দত্তের দায়ের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে পালটা মামলা দায়ের করেছিলেন বক্সার হোমস্টে মালিকরা। গ্রিন ট্রাইবিউনালের সেই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে হাইকোর্ট। গত ২১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট শুনানিতে মৌখিকভাবে আগামী ১০ জানুয়ারি অবধি বক্সায় পর্যটকদের রাত্রিবাস নিষিদ্ধ করে। এই নির্দেশের জেরে বক্সায় পর্যটকদের সবরকমের বুকিং বাতিল করা হয়। হাইকোর্টের সেই রায়ের প্রেক্ষিতে বক্সায় পাখি উৎসব নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ ছড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক ইংরেজি বছরের ৫-৯ জানুয়ারি বক্সায় পাখি উৎসব চলে। উৎসবে উপস্থিত সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের রাত্রিবাসের বিষয়ে বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

বার্ড ফেস্টিভালে এই দৃশ্য আর দেখা যাবে না। –ফাইল চিত্র

ফলে, এবছর বক্সা টাইগার রিজার্ভে পাখি উৎসব নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা ছড়িয়েছে। যদিও বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ চাইছে উৎসব অন্য কোনও তারিখে করার।

এ ব্যাপারে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক অনিমেষ বসু বলেন, ‘বক্সার পাখি উৎসব দেশে অন্যতম জনপ্রিয় ইভেন্ট। বক্সার জঙ্গল পাখিদের স্বর্গরাজ্য। আমরা চাই, এই উৎসব যাতে কোনওভাবেই বন্ধ না হয়। দেশবিদেশের পাখিপ্রেমীরা উৎসবে অংশ নেন। গোটা দেশে এই উৎসব পাখিপ্রেমীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।’

প্রসঙ্গত, পাঁচদিনের এই উৎসব ঘিরে বক্সায় অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার নামে এমন পার্বণ বন্ধ হলে এলাকার অর্থনীতিতে যে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য তা বলাই বাহুল্য।

শুরুতেই ধাক্কা

- প্রত্যেক ইংরেজি বছরের ৫-৯ জানুয়ারি বক্সায় পাখি উৎসব চলে
- এবছর বক্সা টাইগার রিজার্ভে হাইকোর্টের রায়ে অনিশ্চয়তা ছড়িয়েছে
- অংশগ্রহণকারীদের রাত্রিবাস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

মালতীপুরে ঘটনার তদন্তে ফরেন্সিক দল। শনিবার। –সংবাদচিত্র

মালতীপুর কাণ্ডের তদন্ত

ফরেন্সিক টিম, জালে মূল অভিযুক্ত

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৮ ডিসেম্বর : মালতীপুরে মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত মূল পান্ডাকে শনিবার গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের নাম আবু তাহের বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ জানায়, শনিবার সকালে বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ডাউন রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা যাচ্ছিল আবু তাহের। তাকে নিয়ে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা তা মূল অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

মালতীপুর কাণ্ডের তদন্তে শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে আসে ফরেন্সিক টিম। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহার নেতৃত্বে চলছে তদন্তের কাজ। রয়েছেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডুও। ফরেন্সিকের ওই দল ঘটনাস্থলের ছাই থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন।

এদিকে, পুলিশ মৃত ওই মহিলার পরিচয়ও জানিয়েছে। নিহত মহিলার বাবার বাড়ি চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণশহর গ্রামে। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় দশ বছর আগে ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ এলাকায়। তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বছর দুয়েক আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর থেকে বাবার বাড়িতেই থাকত সে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্বামীর অবর্তমানে এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ওই মহিলা। প্রেমের সম্পর্কের জেরেই হয়তো এই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

ওই মহিলার মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পাশাপাশি ডিএনএ টেস্ট ও ফরেন্সিক টেস্টের পরই ঘটনার আসল রহস্য জানা যাবে বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়। উল্লেখ্য, শুক্রবার সাতসকালে এক মহিলার জ্বলন্ত বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করে চাঁচল থানার পুলিশ। এহেন লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে মালতীপুরে চাঁচল-২ ব্লক লাগোয়া একটি আম বাগানে। মালতীপুরের বাসিন্দা পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইখুল আলম সিদ্দিকি সাফ জানান, ‘ঘটনায় ধৃতের এমন নজিরবিহীন শাস্তি হোক যাতে কেউ এমন অপরাধের সাহস না পান।’

যা ঘটেছে

- প্রায় দশ বছর আগে ওই মহিলার বিয়ে হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে
- দুই বছর আগে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়
- প্রেমের সম্পর্কের জেরেই খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা
- মালতীপুর কাণ্ডের তদন্তে শনিবার ঘটনাস্থলে আসে ফরেন্সিক টিম

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের বিষয় গম্ভীরা

শুভজিৎ কর্মকার

২৮ ডিসেম্বর, মালদা : মালদার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত গম্ভীরা, তাই সংস্কৃতির বিশেষ এই অঙ্গকে মর্যাদা দিতেও তিলমাত্র খামতি রাখতে চায় না গৌড়বঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত প্রতিটি কলেজগুলিতে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স হিসেবে গম্ভীরাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে পড়ুয়ারা নিজেদের দক্ষতাও যাতে কিছুটা বাড়িয়ে তুলতে পারে তবে ক্ষতি কী?

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতেও উল্লেখ রয়েছে পড়াশোনার সঙ্গে পড়ুয়াদের বাস্তব উপযোগী কোনও বিষয়ে সমৃদ্ধ করতে তা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিকে মান্যতা দিয়ে গৌড় কলেজে গম্ভীরা নিয়ে তিন দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার প্রথম দিনের বিষয় ছিল গম্ভীরার ভাষা, সুর, তাল, ছন্দ। গৌড় কলেজের তরফে এই গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ফতেপুর গম্ভীরা দলের কাঁধে। তাঁদের দলও হেসে, খেলে, গানের সুরে গম্ভীরা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পড়ুয়াদের মাঝে মিশে যান।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের বিষয় মালদার লোকনাট্য গম্ভীরা সম্পর্কে আলোচনা ও তার বিবর্তন। তৃতীয় দিনে থাকছে মালদা জেলার কিছু বিশিষ্ট গম্ভীরা শিল্পীদের অবদান, আধুনিক সময়ে গম্ভীরার প্রাসঙ্গিকতার মতো বিষয়গুলি। পড়ুয়াদের মধ্যেও এই নিয়ে ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। অর্পণা পাল নামে এক পড়ুয়ার বক্তব্য, ‘ পড়াশোনার ফাঁকে গম্ভীরা শুনব, তা ভাবতেও পারিনি। অনেকটাই ভালো লাগছে।’ হাসিমুখে চিরঞ্জিত মণ্ডল জানালেন, ‘আমি আর কলেজ বাঙ্ক করব না। কলেজে গম্ভীরা শুনব, পড়াশোনাও হবে এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে।’ আরেক পড়ুয়া দয়াল মণ্ডলের কথায়, ‘গম্ভীরা নিয়ে তেমন আগে কিছু জানা ছিল না। আজ অনেক কিছুই জানলাম, শিখলাম।’

গৌড় কলেজের অধ্যাপক ক্ষীতিশ মাহাতোর বক্তব্য, ‘এবিষয়ে মোট ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। লিখিত ও পড়ুয়াদের পারফরমেন্সের ওপর থাকছে ৪০ নম্বর। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হিসেবে থাকছে ১০। সুতরাং এবিষয়ে পড়ুয়ারা কিছু শিখলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।’

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, ‘গম্ভীরা শিল্প নষ্ট হতে শুরু করেছে। শিকড়কে অস্বীকার করে আমরা কোনওদিনও এগিয়ে যেতে পারব না। গম্ভীরা এই অঞ্চলের অন্যতম লোকসংস্কৃতি। এর ফলে পড়ুয়ারা পুরোনো বিষয়কেও যেমন জানতে পারবে, তেমনই লোকসংস্কৃতিও বাঁচবে।’

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবনকুমার সাহা এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, ‘লোকশিল্পকে যেভাবে স্নাতক পর্যায়ে পড়ুয়াদের কাছে প্রশিক্ষণমুখী করে তোলা হচ্ছে, তা আমার কাছে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং অভিনব বলে মনে হয়েছে।’

ফতেপুর গম্ভীরা দলের তরফে বাবলু গম্ভীরার বক্তব্য, ‘এখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে গম্ভীরার প্রতি তাঁদের উৎসাহ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। গম্ভীরা নিয়ে সকলে খুব সহযোগিতা করছেন, এটা ভেবেই ভালো লাগছে।’

GOUR MAHAVIDYALAYA
INTERNSHIP

গৌড় কলেজে গম্ভীরা নিয়ে কর্মশালা। শনিবার। –সংবাদচিত্র

বিএসএফের সমন্বয় সভা

মানিকগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : বিএসএফ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হল। বিএসএফের ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ঘোড়াদেওয়া গ্রামে ওই সভার আয়োজন করা হয়। ছিলেন সহকারী কমান্ডান্ট মনোজ কুমার সহ অন্য আধিকারিকরা। গ্রামবাসীদের নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এলাকার তরুণদের জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবির করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার ওই শিবির হবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
কম খরচে ইংরেজি নববর্ষে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন দিতে হলে আজই যোগাযোগ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই হোয়াটসআপ নম্বরে
শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপনে বিশেষ ছাড়
উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র/অনুমোদিত এজেন্সিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়
৩১ ডিসেম্বর বেলা ২টা পর্যন্ত

আজ টিভিতে

কথা এবং **তেঁতুলপাতা** পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠবে ক্রিসমাস উৎসবে। রাত ৯.৩০ থেকে ১১.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সেন্টিমেন্টাল, বিকেল ৪.০৫ পাওয়ার, সন্ধে ৭.১০ কি করে তোকে বলবো, রাত ১০.০৫ জামাই বদল

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রধান, বিকেল ৩.২০ সুলতান, সন্ধে ৬.০০ অঞ্জলি, রাত ৯.৩০ বিরোধ, ১২.২৫ শেষ থেকে শুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.৩০ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হীরের শিকল, রাত ৮.৩০ প্রতিধ্বনি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস

জি সিনেমা : দুপুর ১.০৫ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.০২ গদর-এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.৫৫ আরআরআর, রাত ১১.৩৯ বেঙ্গল টাইগার

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.০০ এক কা দম-ওয়ান, ২.৩০ ফিরঙ্গি, বিকেল ৫.৩০ গুন্ডা মাওয়ালি, রাত ৮.০০ মাওয়ালি, ১০.৩০ লেজেন্ড-দ্য টেরর

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ ক্রু, ২.১৯ স্পাইডার, বিকেল ৫.০১ খিচড়ি-টু, সন্ধে ৭.৩০ বিবাহ, রাত ১০.৫৬ হ্যাকড

মুভিজ নাও : দুপুর ১২.২১ দ্য মেরিন, ১.৪৭ এক্স মেন : ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৩.৫৬ আইস এজ, বিকেল ৫.১৬ দ্য ইকুয়ালাইজার-থ্রি, সন্ধে ৬.৫৭ দ্য টার্মিনেটর, রাত ৮.৪৫ টুমোরো নেভার ডাইজ

মহাগুরু বিকেল ৪.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

প্রধান দুপুর ১২.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

খিচড়ি-টু বিকেল ৫.০১ **অ্যান্ড পিকচার্স**

বর্ষ শেষের ভালোবাসার উৎসব **ডিয়ার ডিসেম্বর-ভালোবাসার গান** বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্র হয়ে উঠবে মিনি চিড়িয়াখানা। ছবি: নীহাররঞ্জন ঘোষ

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি চিড়িয়াখানা

রাজ্যের অনুমোদনের অপেক্ষায় মাস্টার প্ল্যান

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৮ ডিসেম্বর : শেষ হল দক্ষিণ খয়েরবাড়ি মিনি চিড়িয়াখানার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ। এই উদ্যোগে পুরোনো ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রটিকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হবে। প্রায় ৩০০ হেক্টর বনভূমিকে মোট ৬টি ভাগে ভাগ করে নেওয়ার হিসেব করে ওই মাস্টার প্ল্যানটি তৈরি হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বর্তমানে সেটি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গের সচিব ডঃ সৌরভ চৌধুরী জানান, রাজ্য সরকার ওই মাস্টার প্ল্যানে স্বাক্ষর করলেই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগে তা পাঠানো হবে। কেন্দ্রের চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই মিনি চিড়িয়াখানার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। নতুন বছরে জানুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের অনুমোদন পেয়ে যাবেন বলে আশা করেছেন তিনি।

এই নতুন চিড়িয়াখানা তৈরি হলে মাদারিহাট সহ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। চিড়িয়াখানার নকশায় প্রচুর পশুপাখির বাসস্থান তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। গন্ডার, বাইসন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, হরিণ এবং ভালুক থাকবে। সিংহ আনার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বুড়িতোর্ষা নদী। ফলে বন্যপ্রাণীদের জলের চাহিদাও অনেকটাই মিটবে। জায়গাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। এছাড়া ব্যাটারিচালিত গাড়িতে চেপে চিতাবাঘ দেখার সুযোগও করে দেওয়া হবে।

আশার আলো

- প্রায় ৩০০ হেক্টর বনভূমিকে ৬টি ভাগে ভাগ করে প্ল্যানটি তৈরি হয়েছে
- চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্ল্যানটি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে
- আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন মিলবে বলে আশা
- চিড়িয়াখানা চালু হলে স্থানীয় ব্যবসায় গতি আসবে

২০০৫ সালের ৫ নভেম্বর খুলেছিল তৎকালীন বনমন্ত্রী প্রয়াত যোগেশচন্দ্র বর্মনের স্বপ্নের প্রকল্প এই ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রটি। তবে ধীরে ধীরে তা নষ্ট হতে থাকে। ২০১৮-’১৯ অর্থবর্ষে মিনি চিড়িয়াখানা তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হলে মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ শেষ হলে তা পর্যবেক্ষণ করেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান। তারপর সেটি জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছে।

মাদারিহাটের এক পর্যটন ব্যবসায়ী জহরলাল সাহা বলেন, ‘আমরা শুধুমাত্র জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ওপর নির্ভরশীল। বছরের তিন মাস জঙ্গলে ভ্রমণ বন্ধ থাকে। এই চিড়িয়াখানাটি তৈরি হলে সারাবছর পর্যটকরা এখানে আসবেন।’ গাইড সঞ্জয় দাস, কল্যাণ গোপের মতো অনেকেই তাঁর কথায় সহমত হয়েছেন। তবে উত্তর খয়েরবাড়ি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে আসার পুরাতন রাস্তাটি খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এর ফলে পর্যটকরা জঙ্গলের ভিতরের পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন।

অলংকার তৈরিতে ঝোঁক বিশেষভাবে সক্ষম সায়নীর

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে সক্ষম সায়নী ফ্যাশন জুয়েলারির কাজে নজর কাড়ছেন। স্নাতকোত্তর ইতিহাস বিভাগের এই ছাত্রীটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে মরিয়া। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আই কার্ড তাঁকে অলংকার তৈরির প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। জলপাইগুড়ি শহরের আসাম মোড়ের এই মেয়েটির চশমার পাওয়ার মাইনাসও নয়, আবার প্লাসও নয়। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষ বলেন, ‘এটি বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা।’ চোখে যখন তিনি প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না সেই সময় ইংল্যান্ডের এক ব্যবসায়ী লন্ডন থেকে একটি বিশেষ পাওয়ারের চশমা তাঁকে দেন। বিস্ময় সৃষ্টিকারী লন্ডনে তৈরি এই চশমাটি দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায় বলে সায়নী জানিয়েছেন।

আই কার্ডের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘সায়নী প্রতিদিন আসাম মোড় থেকে পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে জলপাইগুড়ির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসেন।’

প্রশিক্ষণে সায়নী যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। নেকলেস, কানের দুল, আংটি ও গলার হার সহ বিভিন্ন ফ্যাশন জুয়েলারির কাজ আই কার্ডের প্রশিক্ষক সায়ন্তিকা রায় গুপ্ত তাঁকে শেখাচ্ছেন। তাঁর জীবন সংগ্রামের কাহিনী যথেষ্ট করুণ। বাবা নেই, মায়ের আর্থিক সামর্থ্য তেমন নেই। সায়নী বলেন, ‘আমার কাছে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ ছিল না। আই কার্ড এবং খাদি গ্রামোদ্যোগ আমাকে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ফ্যাশন জুয়েলারির কাজ শিখে ভালো রোজগার করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।’ স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত চৌধুরী জানান, সায়নীর কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ।

মানবিক মুখ এসডিও’র

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : সাধারণ মানুষের মধ্যে সবসময় ধারণা থাকে, সরকারি অফিসাররা ঠিকমতো জনগণের কাজ করেন না। সরকারি অফিসে কাজে গেলে সেখানকার কর্মীরা তাঁদের কাজ ঠিকমতো করে দেয় না। দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। কিন্তু এবার তার উলটো ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে।

এতদিন সার্ভার বিকল থাকায় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে সমস্যা হচ্ছিল ময়নাগুড়ির সাপটিবাড়ি এলাকার তরুণ অনিমেষ রায়ের। এজন্য এসডিও’র কাছ থেকেও মিলছিল না ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। এদিকে, তাঁর কাছে ভারতীয় সেনায় যোগদানের নিয়োগপত্র চলে এসেছে। তাঁকে সোমবার কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কাগজপত্রগুলি না পেলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

অবশেষে শনিবার সার্ভার ঠিক হলে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট হাতে পান তিনি। কিন্তু সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগ দিতে আবার এসডিও’র দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এদিন ছুটি থাকায় বন্ধ ছিল এসডিও অফিস। এতেই সমস্যায় পড়েন অনিমেষ। সমাধানে এগিয়ে আসেন এসডিও তমোজিৎ চক্রবর্তী।

এদিন ছুটি থাকা সত্ত্বেও অনিমেষ চলে যান এসডিও অফিসে। সেখানে এক কর্মীকে বিষয়টি জানান। ওই কর্মী এসডিও’র সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি শংসাপত্রের ব্যবস্থা করে দেন। ছুটির দিনে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে খুশি অনিমেষ।

ছুটির দিনে জলপাইগুড়ির এসডিও সার্টিফিকেট দিলেন অনিমেষ রায়কে।

অনিমেষ বলেন, ‘সার্ভার ডাউন থাকায় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে সমস্যা হচ্ছিল। যেদিন পেলাম সেদিন অফিস ছুটি থাকায় থাকায় ঘাবড়ে যাই। কিন্তু আর্জি জানাতেই এসডিও অফিস থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়।’

মহকুমা শাসক বলেন, ‘এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে এই কাজে ক্লার্ক সৌভিক মজুমদারের অবদান যথেষ্ট। তিনি অনিমেষের কাগজপত্র যাচাই করে সার্টিফিকেট তৈরি করে আমাকে জানান।’

চালানো হবে প্যাসেঞ্জার ট্রেন

নিউজ ব্যুরো

২৮ ডিসেম্বর : করোনার আগে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি নিয়মিত নম্বরের সঙ্গে চলত সেই নম্বরের সঙ্গেই ফের প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ৬০ জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন তাদের পূর্বের নম্বর ও আগের ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী চলবে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে তিনসুকিয়া লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার ডিভিশনের যথাক্রমে চার, উনিশ, দশ, ছয় ও একুশ জোড়া ট্রেন রয়েছে। ট্রেনগুলির স্টপ ও সময়সূচির বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটের জানানো হয়েছে।

এসএস মেটাল ট্রফের ব্যবস্থা
টেন্ডার নং. : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৮। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, এন. এফ. রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে ৭৫টি কোচের জন্য এফআরপি ট্রফের পরিবর্তে আরএমপিইউ-এর নীচে এসএস মেটাল ট্রফের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ১,০৪,৭৩,৪০০.৫০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০২,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহটি যাবে মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে। তবে শেষভাগে কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি পাবেন। বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। কোনও মূল্যবান হারানো দ্রব্য খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন।

বৃষ : মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। অযথা উত্তেজিত হয়ে হওয়া কাজ নষ্ট করে দিতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

মিথুন : ব্যবসায় মন্দাভাব এলেও দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। কোনও প্রলোভনের মুখে পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি লাভ। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গভীর হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ।

কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও পুরোনো বন্ধুর খোঁজ পেয়ে খুশি হবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসার অকারণ ভয়ে মানসিক অশান্তি।

সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে সমস্যায়। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সামান্যে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন। আপনার বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় খুশি হবেন। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ।

কন্যা : সামান্য কারণে সংসারের মনোমালিন্য মনের ওপর চাপ তৈরি করবে। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন কোনও ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কোনও অপরিচিত লোকের থেকে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তার অবসান। সামান্য কারণেই দাম্পত্যে বনিবনার অভাব দেখা দিতে পারে। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন। পেটের রোগে ভোগান্তি বাড়বে।

বৃশ্চিক : কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় মন্দা কাটবে। সামান্য কোনও ব্যাপারে অশান্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক এ সপ্তাহে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক কষ্ট। বাবার রোগমুক্তি স্বস্তি দেবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা।

ধনু : ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক এ সপ্তাহে জোড়া লাগবে। সংসারের প্রয়োজনে অর্থব্যয় হলেও তা মেনে নিয়ে মানসিক স্বস্তিলাভ। দূরের প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তার স্বার্থের কারণে আপনাকে ব্যবহার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রের কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। বাড়িতে পূজার্চনায় শান্তিলাভ।

মকর : এ সপ্তাহ যাবে ভালোমন্দে। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব চললেও, খুব দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অযথা মনখারাপ না করে, গল্পগুজবে মন ভালো রাখার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল না বুঝে, তাঁর কাছে আপনার মনোভাবনা সম্পূর্ণ প্রকাশ করুন। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে।

কুম্ভ : মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। সামান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন : সারাসপ্তাহ ধরেই অকারণে মানসিক দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকতে হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনও শৈল্পিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। কোনও গুণীজনের সঙ্গে কথা বলে মানসিক আনন্দ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ। অতিভোজনের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৩ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৮ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৩ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ বদি, ২৬ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৭। রবিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ৩।৪৮। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৬। গণ্ডযোগ রাত্রি ১০।৩৪। বিষ্টিকরণ দিবা ৩।২২ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৩।৪৮ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১১।৪৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৩।৪৮ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ১০।২০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২০ গতে ৩।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১১।৪৬ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।১২ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৪৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে। ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯। মধ্যে।

CINEMA
সিনেমা
Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Baby John (H)
*ing: Varun Dhawan, Salman Khan, Jackie Shroff
Time : 12.30 & 3.30 P.M.
Pushpa-2 (H)
Time : 6.30 P.M.

(A.C)
SILIGURI
SHOW TIME 11.15 AM
SHOW TIME 1.30 PM, 4.15 PM
SHOW TIME 7.00 PM

শিক্ষাদীক্ষা

■ দ্রুত ইংরেজি শেখার/স্বচ্ছন্দে বলার সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের একটি বই ও গাইডেন্স। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113988)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/113990)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/113989)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 17/4, 21/5, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, কেরল 5/2, মধ্যপ্রদেশ 8/2, অরুণাচল 16/4, ভিয়েতনাম 25/3 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530.(K)

বিক্রয়

■ বালুরঘাট পতিরাম তিন কোনা মোড়ে হাইরোডের উপর 100 শতক জমি বিক্রয়। M : 9339458414. (C/113365)

■ Pre-booking 2 BHK flat for sale at Medical More near Siliguri NBMC main gate. M : 9641917658/ 8759187453. (C/113987)

■ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন শান্তিনিকেতন আবাসনে ফাস্ট ফ্লোরে 1100 sq.ft. approx 3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। ফোন : 9832095880/8617428281

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় মেইন রোডে 507 sq.ft. কমার্শিয়াল ফার্নিস দোকান বিক্রয়। M : 7551075255. (C/113988)

■ 3 BHK flat with Garage 1st floor 1240 sq.ft. for sale at Subhash Pally. M : 9679452446. (C/113991)

■ জলপাইগুড়ি মার্চেন্ট রোডে G+3-এ 1st ফ্লোরে 3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ - 9163385901/ 7044189605. (C/113648)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮ ১/২' রাস্তা ও ৮ ১/২' রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/113986)

বিক্রয়

■ রায়কোতপাড়া মেইন রোডের ওপর Flat 2 BHK 765 SFT & shop 91 sft বিক্রয়। M : 8777572128. (C/113650)

■ শিলিগুড়ি গোরামোড় চৌপথির পূর্ব দিকে L.R.খতিয়ানের বাউন্ডারি করা 4 কাঠা কর্নার প্লট (13') বিক্রি হবে। দালাল নহে। M : 8609616077. (C/113138)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে 24 ফিট রাস্তার পাশে 2 কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ - 94757-57215. (C/113983)

■ Flat for sale 2 BHK, 914 sq.ft. Kadamtala. P.O., Sivmandir. M : 7908288132. (K/D/R)

■ কোচবিহারের রূপনারায়ণ রোডে 5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9083114331. (C/113134)

LAND FOR SALE

■ 3 Katha Land for Sale at Khaprail Road, Panchkelguri. Contact number- 9167094309. (C/113988)

আয়া/সেবিকা

■ জলপাইগুড়ি শহরে একজন মহিলার সবসময়ের ঘরের কাজের জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই। ফোন : 6294778879. (C/113651)

ভাড়া

■ সূর্যনগর শিলিগুড়ি পার্ক-এর পাশে ২ BHK Flat ও 700 sq.ft. অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। 9434845153. (C/113364)

■ শিলিগুড়ি কলেজের পাশে ২৬০ বর্গফুট নীচতলায় সুসজ্জিত ঘর অফিসের জন্য ভাড়া দেব। M : 9051450503. (C/113988)

■ 3 BHK 3rd floor for rent Swamiji Sarani, Lane-2 Hakimpara, 7001408734. (C/113990)

ব্যবসা/বাণিজ্য
ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ আন্তর্জাতিক মানের কসমেটিক, স্কিন, হেয়ারকেয়ার কোম্পানির জন্য ডিস্ট্রিবিউটার (৫০,০০০/-) চাই। 9163477785. (K)

কিডনি চাই

■ B পজিটিভ, B নেগেটিভ, O পজিটিভ, O নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপের কিডনি চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। 7908911214. (C/113989)

CALENDAR / DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। ‘স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস,’ পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M : 9832083404. (C/113420)

কর্মখালি

■ Petrol pump staff required. Minimum 1 year of experience. Please call : +91 9800150954 or 9775000883. (C/113988)

■ সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। সরাসরি জয়েনিং। উচ্চতা 5'-6'। খাওয়া, থাকা সুব্যবস্থা। (M) 7863977242. (C/113989)

■ শিলিগুড়িতে কমার্শিয়াল লাইসেন্সযুক্ত ১ জন বহিরাগত Driver চাই। (M) 9002590042. (C/113989)

VACANCY ALERT

■ Maharaja Agrasen Lions Magnum Blood Centre (A unit of Lions Club of Siliguri Magnum Sewa Trust) Location : 1st Floor, Maharaja Agrasen Hospital, Fulbari, Siliguri. We are hiring for the following positions : 1. Technical Supervisor : Degree/Diploma in MLT with 4+ years'experience in a Blood Centre. 2. Lab Technician : Degree/Diploma in MLT with 1+ year experience in a Blood Centre. 3. Manager : MBA/ Diploma in Hospital Management with relevant experience. Salary : As per industry norms. Apply by : 31st December 2024. Send CV, photo and certificates to : siligurimagnum@gmail.com, Contact : 9434044343.

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়ি দেবনগরে সর্বক্ষণের পিছুটানহীন মহিলা কর্মী আবশ্যক (গ্রামীণ এলাকা অগ্রাধিকার)। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। 9064070296. (C/113647)

REQUIRED

■ A reputed diagnostic center (NABL accredited) in Siliguri is hiring dynamic sales executives (male or female). Prior experience will be given preference, but freshers are also welcome. Interested candidate send your CV on WhatsApp No. 9832095880, 8617428281.

WANTED

■ Cradle Fertility Centre, Siliguri requires (1) G.N.M Nurse with W.B. Reg. (Candidates should have min. 1 yr. of exp. preferably in IVF field. Freshers can also apply. (2) Lady Counsellor- should be well conversant in Bengali, Hindi & Nepali, should have exp. in financial counselling pref. in medical field. Educational Qualification-B.Sc. in Microbiology or Psychology. Interested candidates should WhatsApp their CV's mentioning post at 9147071888.

কর্মখালি

■ Wanted experienced TGT (Math, Computer, English, Science, S.St), PRT for Greenwood English Medium School (A reputed CBSE School in Baisi, Purnia, Bihar). Salary-1.8L-3.2L PA+fooding and lodging. Urgent requirement.Contact- 9693354088. (A/B)

■ Wanted experienced Representative for Pharma & Veterinary Division for North Bengal, Beharampur & Howrah Hqs for 30 years old company. Contact : 8335068511, 9831075875 or mail at apply.benmed@gmail.com (K)

কর্মখালি

■ B.Tech/Diploma in Civil Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email: raiganjoffice309@gmail.com (M - 112592)

■ ইংরেজিতে দক্ষ অফিস এগজিকিউটিভ চাই। শিলিগুড়ি, কোচবিহারের জন্য। WhatsApp your CV : 9593200246. (C/113140)

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139.

WE ARE HIRING
Job openings at Avlon Shiksha Niketan (Prime Educational Trust). We are hiring passionate and skilled professionals in the following positions: Centre Heads, Faculties, Tele Callers, Counsellors, Sales Managers, Training & Placement Coordinators.
Eligibilities for Faculties: MA/M. Com/MBA with 55% or at least 3 years experience in related industries.
Location: Kolkata (Kankurgachi & Jadavpur), Siliguri (Hakimpara, Deshbandhupara & Pradhan Nagar), Maynaguri, Jalpaiguri, Coochbehar & Alipurduar.
Candidates: Professionals from Aviation, Hospitality & Tourism, industry and related educational industries are preferred.
Salary: As per industry standard.
Interested candidates can share their updated Cvs at hr@needstele.com or WhatsApp at 9564940700.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তমের মাতব্বরিতে প্রশ্ন

কার মদতে দাপট, বিরোধীদের তির উদয়নের দিকে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : দিনহাটা পুরসভার অন্দরে দাদাগিরি চালাতেন উত্তম চক্রবর্তী। যা নিয়ে পুরকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তাঁর মাথায় প্রভাবশালীর হাত থাকায় মুখ ফুটে সে কথা বলার সাহস কেউ পাননি। এমনই খবর। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি সামনে আসতেই একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছেন পুর আধিকারিকরা। এবিষয়ে পুরসভার হেড ক্লার্ক জগদীশ সেন বলেন, 'উত্তমের যাওয়া আসার সময়ের ঠিক ছিল না। যখন খুশি আসত।' তবে তা নিয়ে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি?

জগদীশের উত্তর, 'এটা কর্তৃপক্ষের দেখার কথা।' তাহলে কী তাঁর ওপর প্রভাবশালীর হাত থাকার কারণেই পদক্ষেপ করেনি পুর কর্তৃপক্ষ? এনিয়ে কিছু না বললেও জগদীশ স্পষ্ট জানান, উত্তম রীতিমতো পুরকর্মীদের ওপর মাতব্বরি চালাতেন। আর তা নিয়ে কেউ অভিযোগ করতে পারতেন না।

আর এতেই বিরোধীদের প্রশ্ন, উত্তমের মাথায় কার হাত ছিল? বিরোধীদের একাংশ এবিষয়ে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও মহিলা যুব নেত্রীর সঙ্গে উত্তমের সুসম্পর্ককেই সামনে আনতে চাইছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস বলেন, 'মন্ত্রীর বাড়ির থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুরসভা। অথচ উদয়ন গুহ একথা জানতেন না, তা মানা যায় না। যদি নাই জেনে থাকেন, তাহলে সেটা তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতা।' এই ঘটনায় বিজেপি নেতারাও সুর চড়িয়েছেন। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু নাম না করে বললেও আকার ইঙ্গিতে তিনিও এদিন উদয়নকে একহাত নেন। তাঁর কথায়, 'উত্তমের মাথায় দিনহাটার শীর্ষনেতার হাত রয়েছে। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে আসল সত্য বেরিয়ে আসবে।'

তবে বিরোধীদের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে উদয়ন বলেন, 'ওই কর্মীর সঙ্গে আমার কোনওদিনই সুসম্পর্ক ছিল না। আমি যখন পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে ছিলাম, তখন উত্তম অফিসে তিন মাস কাজ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর মাতব্বরির জন্যই তাঁকে আমার অফিস থেকে সেসময় অন্যত্র সরিয়ে দিই। ওঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে কখনোই তা করতাম না। বিরোধীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে।'

উত্তমের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের এলাকায় সরকারি জমি দখল করে যে ক্লাব তৈরির অভিযোগও রয়েছে, শুক্রবার রাতে ক্লাবের সদস্যরাই সেই ক্লাব ভাঙতে শুরু করেন। যদিও এবিষয়ে প্রশাসনিক কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। এক ক্লাবকর্তার কথায়, 'ওঁর উদ্দেশ্য না বুঝেই আমরা ক্লাব তৈরিতে মত দিয়েছিলাম। এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আমরাই ক্লাবটি ভেঙে দিচ্ছি।' শনিবার সাহেবগঞ্জ রোড সংলগ্ন ওই সরকারি জমিতে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাবঘরের চাল, দরজা, জানলা খুলে নেওয়া হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে মন্ত্রীর নাম লেখা ফলকও।

তবে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি জমি দখল হলেও কেন প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিল না? এবিষয়ে বিএলএলআরও কল্যাণ নাথকে ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীও সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে তিনি জানান, আমরা ক্লাবকে সরকারিভাবে নোটিশ না দিলেও মৌখিকভাবে জানিয়েছিলাম। হয়তো সেকারণেই তারা ভেঙে দিয়েছে।

তবে সরকারি জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে প্রশাসনের টালবাহানা থেকে স্পষ্ট উত্তমের প্রভাব ছিল ভালোই।

ওই কর্মীর সঙ্গে আমার কোনওদিনই সুসম্পর্ক ছিল না। আমি যখন পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে ছিলাম, তখন উত্তম অফিসে তিন মাস কাজ করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর মাতব্বরির জন্যই তাঁকে আমার অফিস থেকে সেসময় অন্যত্র সরিয়ে দিই। ওঁর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে কখনোই তা করতাম না। বিরোধীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে।

উদয়ন গুহ

হাত গুটিয়ে প্রশাসন

- উত্তমের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের এলাকায় সরকারি জমি দখল করে যে ক্লাব তৈরির অভিযোগও রয়েছে
- শুক্রবার রাতে ক্লাবের সদস্যরাই সেই ক্লাব ভাঙতে শুরু করেন
- যদিও এবিষয়ে প্রশাসনিক কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি
- প্রশ্ন উঠছে, সরকারি জমি দখল হলেও কেন প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

রাজকীয়।। *মানস অভয়ারণ্যে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের ভাস্কর বসাক।*

অজানা জন্তুর আতঙ্ক তুফানগঞ্জে

বক্সিরহাট, ২৮ ডিসেম্বর : অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। শনিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের পশ্চিম রামপুর এলাকার ঘটনা। বাসিন্দাদের আশঙ্কা এলাকায় চিতাবাঘ রয়েছে। যদিও বন দপ্তরের তরফে চিতাবাঘের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। সুবল দে নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'শুক্রবার গভীর রাতে পাড়ায় অনেকগুলো কুকুর অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছিল। সকালে বিভিন্ন জায়গায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পাই। সেগুলি চিতাবাঘের বলে মনে হচ্ছে। ভয়ে এলাকার অনেকেই বাড়ি থেকে বের হতে চাইছেন না।'

এদিন সকালে বাসিন্দারা এলাকার বিভিন্ন জমিতে অজানা এক জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে পেলে আতঙ্ক তৈরি হয় তাঁদের মধ্যে। এলাকায় আগে কখনও এধরনের পায়ের ছাপ দেখা যায়নি বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। বন দপ্তরে খবর দেওয়া হলে বনকর্মীরা গিয়ে ওই পায়ের ছাপ পরীক্ষা করেন। তবে চিতাবাঘ বা অন্য কোনও জন্তুর খোঁজ মেলেনি। কোচবিহার বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পায়ের ছাপগুলি স্পষ্ট নয়। তাই সেগুলো চিতাবাঘের কি না সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়।' এলাকাবাসীদের অযথা আতঙ্কে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। রাতভর টহলদারি চলবে বলে জানিয়েছেন বন বিভাগের ডিএফও।

বধূর রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য বড়নাচিনায়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : বধূর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটার বড়নাচিনা এলাকায়। শনিবার ভোর নাগাদ ওই বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর বাপের বাড়ির একটি ঘর থেকে। শনিবার সকালে ঘটনার খবর জানাজানি হতেই লোকজন জমায়েত হতে শুরু করেন। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দিনহাটা থানায়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দিনভর লোকজন জমায়েতের পর অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

দিনহাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মৃত্যুর ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মামলার রুজু হয়েছে। মৃতার স্বামী আসাদুল হককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডাকা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বড়নাচিনা এলাকার বাসিন্দা বছর চব্বিশের মুর্শিদা খাতুনের সঙ্গে তিন বছর আগে ঘাটপাড় সংলগ্ন এলাকায় আসাদুলের সঙ্গে বিয়ে হয়। মুর্শিদা এবং আসাদুলের একটি দেড় বছরের কন্যাসন্তানও রয়েছে। মুর্শিদার বাবা-মা থাকেন দিল্লিতে। শুক্রবার সকালে মুর্শিদা ও তাঁর কন্যা শ্বশুরবাড়ি থেকে বড়নাচিনা এলাকায় মুর্শিদার দিদার বাড়িতে ঘুরতে যান। সেখান থেকে হঠাৎ করেই রাত দুটোর সময় তিনি বেরিয়ে যান। কেন বেরিয়ে যান, সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তারপরেই শনিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বাপের বাড়ি থেকে।

এই ঘটনায় মুর্শিদার স্বামীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ মুর্শিদার স্বামী আসাদুল ওই ভোরবেলায় দিদার বাড়ি থেকে তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে আসেন। তাহলে কি স্বামী কোনও কিছু গোপন করার চেষ্টা করছেন? প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল বলেই দাবি করেছেন মৃতা মুর্শিদার দিদা।

স্থানীয় প্রতিবেশী সিরাজুল হকের কাছ থেকে জানা যায়, বিয়ের পর মাঝেমধ্যেই শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি হত। তবে সেই কারণেই এই ঘটনা কি না সেটা পরিষ্কার নয়। প্রতিবেশী আবদুল রহমান বলেন, 'শুক্রবার গভীর রাতে আমরা আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরেছি। তখন কিছুই দেখতে পারিনি এবং রাতে তেমন কোনও আওয়াজ পাইনি। তবে ঘটনায় রহস্য থেকেই যাচ্ছে।'

মৃতার বাড়ির সামনে জমায়েত। শনিবার। - সংবাদচিত্র

রাস্তার কাজে কৃষকের বাধায় ক্ষোভ বক্সিগঞ্জে

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : এলাকার এক কৃষকের বাধায় মাঝপথে থমকে গেল নতুন পাকা রাস্তা তৈরির কাজ। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির ওপর দিয়ে তৈরি হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের রাস্তা। এমন অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন ওই কৃষক। তার জেরে রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থা। এতেই ক্ষোভ জমেছে হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। পুরো রাস্তা পাকা করার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউনিয়াপাড়া মোড় থেকে আঙুলদেখা বাজার সংলগ্ন পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত নতুন পাকা রাস্তা তৈরি শুরু করেছে প্রশাসন। প্রায় পাঁচ কিমি দীর্ঘ এই রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। দেশের স্বাধীনতার পর এলাকায় পাকা রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন গ্রামবাসী। কিন্তু তাতে বাদ সাধেন এক কৃষক।

৩৬ নম্বর খাসবস এলাকার কৃষক ছামিদুল সরকারের অভিযোগ, রাস্তার জায়গা বাদ দিয়ে তাঁর জমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। সংশ্লিষ্ট রাস্তার পাশে থাকা চার বিঘা জমি থেকে প্রায় ৪০০ ফুট জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা তৈরি করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এতে তাঁর আলু, টমেটোখেত নষ্ট হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতে তিনি বাধা দেন। জমি ছেড়ে রাস্তার জায়গা দিয়ে নতুন রাস্তার দাবি তোলেন তিনি। এতে কর্ণপাত করেনি সংশ্লিষ্ট ঠিকা সংস্থা। নিরুপায় হয়ে তিনি মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হন। তারপরই রাস্তার কাজ আটকে যায়।

ইতিমধ্যে স্টেট কোয়ালিটি কন্ট্রোলার এসে বাকি অংশের রাস্তার কাজের মান যাচাই শুরু করে দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হক বলেন, 'জন্মের পর এই প্রথম এলাকায় পাকা রাস্তা নজরে আসছে। আর সেই কাজেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত পুরো রাস্তার কাজ শেষ করা হোক।' গত অর্থবৎসরে জেলার মধ্যে একমাত্র এই রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পের রাস্তা বলে জানালেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্য হাসিনা বানু সরকার। সেই রাস্তার কাজেই ব্যাঘাত ঘটানো হল। রাস্তার প্রায় ৫০০ মিটারের মতো অংশ ছেড়ে বাকি অংশের কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিকা সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে কি হবে, তা নিয়ে চিন্তায় এলাকাবাসী।

হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

স্টেট কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজের মান খতিয়ে দেখছেন। শনিবার

তাইকোন্ডো শিবির শেষ

তুফানগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : ১৫তম কোচবিহার জেলা বার্ষিক তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনদিনের এই শিবিরে মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার সদর, পুণ্ডিবাড়ি, বক্সিরহাট ও তুফানগঞ্জ থেকে ৮৪ জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ৫৪ জন মেয়ে ও ৩০ জন ছেলে। এবছরই প্রথমবার কন্যাশ্রী মেয়েরাও এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে।

শিবিরে অংশগ্রহকারী তুফানগঞ্জের ধলডাবরি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সুজাতা সাহা বলে, 'বাড়ির বাইরে বেরোতে গেলেই নারীদের সুরক্ষার প্রয়োজন। আর এই সেল্ফ ডিফেন্স জানা থাকলে মানসিকভাবে নিজেকে রক্ষা করার প্রতি আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়ে, ঠিক তেমনি নিজেকে সুরক্ষা করা যায়। তাই সেল্ফ ডিফেন্স অবশ্যই জানা দরকার। আমরা এই প্রশিক্ষণে এসে অনেক কায়দাকানুন আয়ত্ত করতে পেরেছি।' একই বক্তব্য হরিরধাম হাইস্কুলের জিয়া রায়, ইলাদেবী গার্লস হাইস্কুলের অপূর্বা চক্রবর্তী, দিয়া চক্রবর্তী, মানসাই হাইস্কুলের শিবালিকা রাভাদের। শিবিরের শেষে সকলের হাতে সার্টিফিকেট ও পোশাক তুলে দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলা তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবলু দাস, প্রেসিডেন্ট সঞ্জিত পাল সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন শিবিরে। বাবলু বলেন, 'কন্যাশ্রীর মেয়েরাও অংশগ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণ তাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।'

দেহ উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ ডিসেম্বর : শনিবার নিউ কোচবিহার-ফালাকাটা রেলস্টেশনের মাঝে ঘোকসাডাঙ্গা রেলগেট এলাকার রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতের পরিচয় মেলেনি। মৃতের বয়স আনুমানিক ৩৬ থেকে ৩৮ বছর। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

পিচের চাদর উঠে দুর্ভোগ পথশ্রীর রাস্তায়

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হয়েছে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার অলিগলির রাস্তা। এতে ওইসব এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রচণ্ড সুবিধা হয়েছে। এসব পাকা রাস্তা ন্যূনতম তিন বছরের দেখভালের দায়িত্ব যে ঠিকাদার তৈরি করেছে তাঁর। কিন্তু বেশিরভাগ রাস্তাই দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের সামগ্রী ও কাজের জন্যই এমন হাল হয়েছে বলেই স্থানীয়দের অভিযোগ। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলসিতে ২০২৩-এর নভেম্বরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকায় পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কাজ শেষের ছ'মাসের মধ্যেই পিচের প্রলেপ উঠতে শুরু করে। বর্তমানে রাস্তার নুড়ি-পাথর বেরিয়ে পড়েছে। সাইকেল, বাইক নিয়ে চলাচলের সময় চাকা পিছলে ঘটছে দুর্ঘটনা। এমনটাই জানান স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল বর্মন। তাঁর কথায়, 'এত কম সময়ে কীভাবে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে! এটির খুব দ্রুত মেরামত জরুরি।'

অন্দরান ফুলবাড়ি

রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল দরিয়া বলাই রোড থেকে নাটাবাড়ি রোড পর্যন্ত। অপ্রশস্ত রাস্তাটি এমনিতেই যাতায়াতে সমস্যা তৈরি করেছে। তার ওপর পিচের চাদর উঠে গিয়ে সমস্যা আরও বেড়েছে। শম্পা সরকার নামে এক পড়ুয়া জানায়, এ রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যেতে ভয় হয়। যে কোনও সময় ব্রেক কষলেই নির্ঘাত পড়ে যেতে হতে পারে। সেও রাস্তাটি তাড়াতাড়ি মেরামতের দাবি জানায়। স্থানীয় দেবেন বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি তৈরির ছ'মাসের মধ্যেই পিচের প্রলেপ উঠতে শুরু করে। প্রশাসন যদি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয় তাহলে সুবিধা হয়।' পঞ্চায়েতের প্রধান ননীবালা বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এত কম সময়ে রাস্তাটি কী করে চলাচলের অযোগ্য হল? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি রাস্তাটি ফের পাকা করার দাবি উঠেছে। বিলসিতে।

প্রতীক্ষালয় সংস্কারের দাবি

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৮ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর বাজারে একটি পুরোনো ও বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংস্কারের দাবি উঠল। প্রতীক্ষালয়ের দেওয়াল ও বসার জায়গার একাধিক অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কাও ছড়িয়েছে। বৃষ্টি হলেই রাস্তার জল প্রতীক্ষালয়ে ঢোকে। অনেক আগেই সেটি সংস্কার করা উচিত ছিল বলে স্থানীয়রা মনে করেন। কিন্তু তা না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বেহাল দশার জেরে বর্তমানে প্রতীক্ষালয়ে অনেকেই বসতে পারেন না। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মন বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিকারপুর বাজারে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়ক ঘেঁষে প্রতীক্ষালয়টির অবস্থান। সেটির বয়স অন্তত ৩০ বছর। পাকা রাস্তা থেকে প্রতীক্ষালয়ের মেঝে নীচু হওয়ায় বৃষ্টি হলেই মেঝেতে জল জমে। বসার জায়গা ও দেওয়ালের নানা অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় রায় বলেন, 'প্রতীক্ষালয়টি অনেক পুরোনো। সেখানে বসা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিপদের আশঙ্কায় আজকাল সেখানে খুব কম সংখ্যক মানুষকেই বসতে দেখা যায়। সেটি ভেঙে ফেলে ভালো মানের প্রতীক্ষালয় তৈরি করা উচিত প্রশাসনের।' আবার, বাজারের ব্যবসায়ী মিত্রজিৎ দাস সহ আরও অনেকেই প্রতিক্ষালয়টি দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন। মিত্রজিৎ বলেন, 'মেরামত করা হলেই সেখানে মানুষ বসতে পারবেন। এ ব্যাপারে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' শিকারপুর বাজার কমিটির সভাপতি আজিজুল মিয়াঁ সংস্কারের বিষয়টি দ্রুত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলে জানান।

ব্রিটিশ সেনার বোট পরিদর্শনে বিনয়কৃষ্ণ

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : শনিবার বিকালে নিশিগঞ্জে ব্রিটিশ সেনার ৪টি পন্টুন বোট পরিদর্শন করলেন কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির পেট্রন তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। পরিদর্শনের পর স্থানীয়দের দাবি মেনে এদিন তিনি সেগুলি সংরক্ষণের আশ্বাসও দেন।

কোচবিহারের রাজ আমলে ব্রিটিশ সেনার সেই পন্টুন বোটগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। সেগুলি হেরিটেজের আওতায় নিয়ে আসার দাবি স্থানীয়দের দীর্ঘদিন ধরেই। কোচবিহারের ইতিহাসের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এই বোটগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করবে বলে মত অনেকের।

এদিন নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'নিশিগঞ্জে রেখেই যদি এই বোটগুলিকে প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে সংরক্ষণ করা হয় সেই দাবি রাখছি।' স্থানীয় বাসিন্দা ধীরাজ ভৌমিক বলেন, 'ছোটবেলায় এই বোটগুলিতে আমরা অনেক খেলাধুলো করেছি। পরে আগাছায় ঢেকে যায়। এখন দেখছি বোটগুলির গায়ে তৈরির তারিখ ও ব্রিটিশ আর্মির কথা খোদাই করা আছে।'

এদিন বিনয় বলেন, 'কোচবিহারের মহারাজাদের স্মৃতিবিজড়িত এই বোটগুলি ব্রিটিশ আমলেই নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে তৈরি এই বোটগুলিকে হেরিটেজের আওতায় আনতে আমি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেব।'

২০ ডিসেম্বর নিশিগঞ্জে পূর্ত দপ্তরের গোডাউন সংলগ্ন এলাকা থেকেই খোঁজ মেলে ৪টি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি পন্টুন বোটের। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাকে সহযোগিতা করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত বোটগুলি কোচবিহারে আসে। ১৯৭৩ সালে মানসাই নদীতে সেতু তৈরির সময় বোটগুলি কাজে লাগানো হয়। তারপর মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে, নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির উলটোদিকে পূর্ত দপ্তরের গোডাউনে সেগুলি ফেলে রাখা হয় বহুবছর ধরে। সাধারণ মানুষের যাতায়াত না থাকায় আগাছায় ঢাকা পড়েছিল বোটগুলি। সেই বোটগুলিকে ট্রাকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তাঁরা বাধা দেন এবং পুলিশের দ্বারস্থ হন।

এদিন পরিদর্শনের সময় প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। এদিকে, বোটগুলির পাশাপাশি নিশিগঞ্জে রাজ আমলের কোচবিহারের আরও বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে। সেগুলিও সংরক্ষণের দাবি উঠেছে।

বোট পরিদর্শনে কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির পেট্রন বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। শনিবার।

চার বছর ধরে বন্ধ স্কুল, বিপাকে পড়ুয়ারা

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ২৮ ডিসেম্বর : প্রায় ১০ বছর পর শুরু হয়েছে উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ। কিন্তু শিকে ছেঁড়েনি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলির রাঙ্গাপানি বালাসি ফিফথ প্ল্যান আপার প্রাইমারি স্কুলের। শিক্ষক নেই বলে স্কুলে ঝুলছে তালা। পড়ুয়ারা অন্য স্কুলে নাম লিখিয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর এনিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে স্কুলটি একজন করে অতিথি শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়েছিল। এক বছর স্কুলটি ভালোভাবেই চলার পর আচমকা অসুস্থ হন অতিথি শিক্ষক। তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন। এরপরই সমস্যা শুরু। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীই যাবতীয় কাজ সহ পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া সবকিছুই করতেন। কিছুদিন পর তিনি অন্যত্র বদলি হন। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে চার বছর ধরে স্কুলটি তালাবন্ধ।

আপার প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির সেই কর্মী দীপঙ্কর রায় জানান, ৩৪ জন পড়ুয়া নিয়ে ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে স্কুলটি চালু হয়েছিল। এখন শিক্ষকের অভাবে চার বছর ধরে স্কুলটি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। স্কুলের ৩৪ জন পড়ুয়া এই বিদ্যালয় ছেড়ে জোড়শিমুলি হাইস্কুলে ভর্তি হয়।

রাঙ্গাপানি বালাসি প্রাইমারি স্কুলের অব্যাহতি নেওয়া শিক্ষক মিঠুন বর্মন জানান, একটি ঘরেই স্কুলটি চালু হয়েছিল। তবে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন বর্মন জানান, স্কুলটি চালু হওয়ায় গ্রামবাসী খুশি হয়েছিলেন। এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকার ছেলেমেয়েদের অনেকটা দূরে পড়াশোনা করতে যেতে হচ্ছে। তাঁরা চান, স্কুলটি ফের চালু হোক। তাহলে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে।

আরেক বাসিন্দা প্রফুল্ল বর্মন বলেন, 'স্কুলটি বন্ধ হওয়ায় এলাকার ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়েছে। এখন কেউ আট কিলোমিটার দূরে গোপালপুর দলোনাথ হাইস্কুলে, কেউ পাঁচ কিলোমিটার দূরে জোড়শিমুলি আরএমপি হাইস্কুলে যাচ্ছে। স্কুলটি থাকলে ওদের এতদূর ছুটতে হত না। আমরা চাই, দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করে ফের চালু করা হোক।'

সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া নিরঞ্জন বর্মন জানায়, বাড়ির পাশে স্কুল তালাবন্ধ। তাই, দলোনাথ হাইস্কুলে যেতে হয়। সকাল ন'টায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে যায়। সাইকেল নিয়ে যেতে কষ্ট হয়। স্কুলটি চালু থাকলে এতদূরে যেতে হত না। একই কথা জানায় আরেক পড়ুয়া অনেক বর্মনও। এই অবস্থায় তারা ফের স্কুলটি চালুর দাবি জানিয়েছেন।

মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ঝন্টু বর্মন জানান, শিক্ষকের অভাবে স্কুলটি বন্ধ থাকায় এলাকার পড়ুয়াদের দূরের স্কুলে যেতে হচ্ছে। স্কুলটি চালু হলে স্থানীয়দের সুবিধা হবে।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিআই) সমরচন্দ্র মণ্ডলকে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তাঁর পালটা পরামর্শ, 'এ ব্যাপারে জানতে এসআই অফিসে যোগাযোগ করুন।'

শিক্ষকের অভাবে বন্ধ কেদারহাটের রাঙ্গাপানি বালাসি আপার প্রাইমারি স্কুল।

বাজপেয়ী

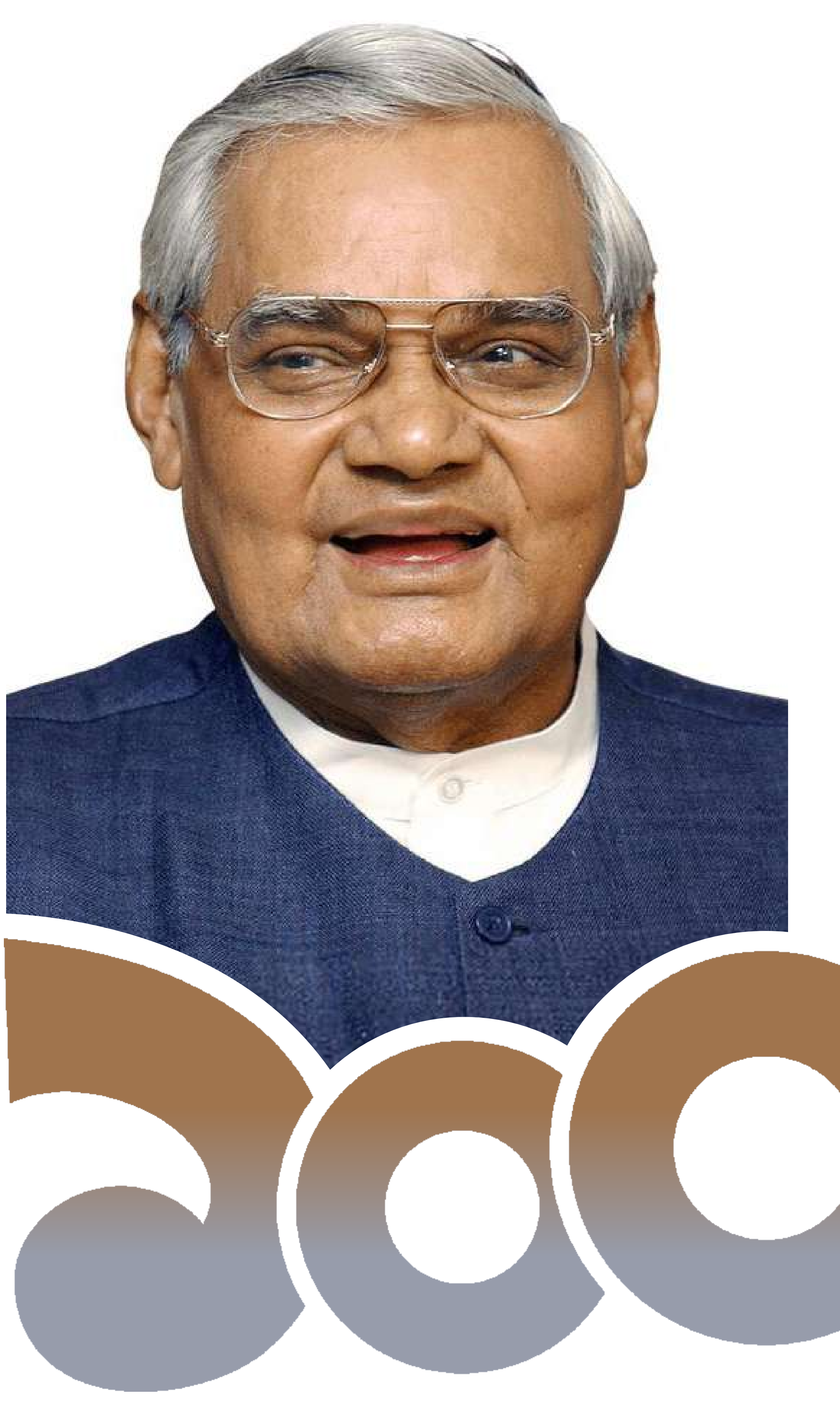

১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জন্মেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। আজ বেঁচে থাকলে তাঁর একশো বছর হত। এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক তিনি? বর্তমান বিজেপি সরকারের সঙ্গে তাঁর ভাবনায় ফারাক কী, মিলই বা কোথায়? উত্তর সম্পাদকীয়তে অটলবিহারীকে নিয়েই দুটি প্রতিবেদন।

মনমোহন, সোমনাথকে পদত্যাগ করতে দেননি

গৌতম হোড়

অটলবিহারী বাজপেয়ী তখন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধি। সেই সময় একবার সোনিয়া তীব্র ভাষায় বাজপেয়ী সরকারকে আক্রমণ করেন। বিরোধী নেতা ও নেত্রীরা সরকারের, প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাজপেয়ী যখন বিরোধী নেতা ছিলেন, তিনিও করেছেন। কিন্তু সোনিয়া সেবার এমন ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, যা বাজপেয়ী মেনে নিতে পারেননি।

সোনিয়া বলেছিলেন, 'বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার দেখিয়ে দিয়েছে, তারা অকর্মণ্য, সংবেদনহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। সরকার মানুষের রায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

বাজপেয়ী এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, 'রাজনীতির ক্ষেত্রে মতভেদ হবে, কিন্তু তাই বলে এরকম মূল্যায়ন করবেন? বিরোধ দেখাবার এটাই পদ্ধতি? রাজনীতি শব্দের খেলা নয়। সভ্য-ভদ্রভাবে লড়ুন, এই দেশের মর্যাদার কথা মাথায় রাখুন।'

লোকসভার প্রেস গ্যালারি থেকে বোঝা যাচ্ছিল বাজপেয়ী কতটা ক্ষুব্ধ। এহেন বাজপেয়ীর আরেকটা ভাষণের কথা উল্লেখ করি। সেটাও সংসদে, ১৯৯৬ সালে। যেখানে তিনি বললেন, 'বিভাজন হওয়া উচিত নয়, সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত কোনওভাবেই নয়। রাজনীতিও এমন দুটি পক্ষে বিভাজিত হওয়া উচিত নয়, যেখানে আলোচনা হবে না, কথা হবে না।' বাজপেয়ী বলেন, 'অতীতে যখন সংকট দেখা দিয়েছে, তখন আমরা সরকারকে সাহায্য করেছি। নরসীমা রাও বিরোধী দলের নেতা হিসাবে আমাকে জেনিভা পাঠিয়েছিলেন। পাকিস্তানিরা আমায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওদের দেশের বিরোধী নেতা এরকম রাষ্ট্রীয় কাজেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না। তারা যেখানেই যায়, সরকারকে ফেলে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। এটা (এইভাবে একসঙ্গে দেশের কাজ করা) শুধু আমাদের পরম্পরাই নয়, আমাদের প্রকৃতি। আমি চাই এই পরম্পরা বজায় থাকুক। ক্ষমতার খেলা তো চলতেই থাকবে। দলগুলি ক্ষমতায় আসবে, চলে যাবে। কিন্তু এই দেশ ও তার গণতন্ত্র অমর থাকা উচিত।'

এই কথাগুলো শুনলে কি মনে হবে না, বাজপেয়ী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন কী হতে যাচ্ছে। বাজপেয়ী যেসব জিনিস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন, ঠিক সেই বিষয়গুলিই এখন হচ্ছে। সরকার ও বিরোধী দুই পক্ষই একে অন্যকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে, বেকায়দায় ফেলতে আর কোনও সীমা, মর্যাদা রাখছে না। বিদেশে গিয়েও একে অন্যকে আক্রমণ করে যাচ্ছে।

এখন কি ভাবা যায়, জাতিসংঘের কোনও বৈঠকে বিরোধী নেতাকে দেশের প্রতিনিধি করে পাঠানো হচ্ছে? বিরোধী নেতাও কি সেই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিচ্ছেন?

বাজপেয়ী এই কথাগুলো নিছক বলার জন্য বলেছেন, তা নয়, তিনি তা পালন করতেন। একটা ঘটনার কথা বলা যাক। মনমোহন সিং তখন অর্থমন্ত্রী হিসাবে তার প্রথম বাজেট ভাষণ দিয়েছেন। তারপর বাজপেয়ী সংসদে তার কঠোর সমালোচনা করেন। এরপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের কাছে গিয়ে মনমোহন বলেন, এই সমালোচনার পর তাঁর মনে হচ্ছে পদত্যাগ করা উচিত। নরসীমা রাও তখন বাজপেয়ীকে সেই কথা জানান। বাজপেয়ী তারপর মনমোহনকে ব্যক্তিগতভাবে বলেন, তিনি রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। তখন মনমোহন মত বদল করেন।

এরপরেও সংসদে যখন বিরোধীরা মনমোহনের উদার অর্থনীতির প্রবল বিরোধিতা করেন, তখন বাজপেয়ী বলেছিলেন, 'যদিও আমরা আপনাকে সমর্থন করছি না, কিন্তু আপনি আপনার পথে শক্ত হয়ে হাঁটবেন।'

এরকমই ছিলেন বাজপেয়ী। ২০০৬ সালের আরেকটা ঘটনার কথা বলি। তখন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্পিকার। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সিদ্ধান্ত নেয়, স্পিকারের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা লোকসভার কাজে অংশ নেবে না। সোমনাথ বাজপেয়ীকে চিঠি লিখে বলেন, আলোচনা করতে চান। তাঁর কোনও ভুল হলে তিনি আলোচনা করে মিটিয়ে নেবেন। এর জবাবে বাজপেয়ীকে কড়া চিঠি লেখেন। তিনি বলেন, সোমনাথের কাজে তিনি হতাশ। নিরপেক্ষতা দাবি করলেই পাওয়া যায় না, ইত্যাদি। সোমনাথ ঠিক করেন, তিনি ইস্তফা দেবেন। তখন বাজপেয়ী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

সোমনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, বাজপেয়ী তাঁকে বলেছিলেন, 'আপকে লিয়ে মেরে দিল মে বহুত ইজ্জত হ্যায়। হামারে মন সে হামনে কুছ নেহি কিয়া।' বার্তাটা স্পষ্ট। সোমনাথ আর ইস্তফা দেননি। ভুলে গেলে চলবে না, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী একসময় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাজধর্ম পালন করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাজপেয়ীর বরাবরের রায় ছিল, সংসদ হল আলোচনার জায়গা। গণতন্ত্রে মতভেদ হবে, বিরোধ হবে, সরকার বনাম বিরোধীদের লড়াই হবে, কিন্তু সীমার মধ্যে। সংসদ অচল করা উচিত নয়। বিরোধীদের ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানো উচিত নয়। আর সরকারেরও উচিত, বিরোধীদের দাবি মেনে আলোচনায় রাজি হওয়া।

বাজপেয়ী যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ততদিন বিরোধীদের দাবি মেনে সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই সব বিতর্ক অসাধারণ জায়গায় পৌঁছেছে। বিরোধী ও সরকার দুই পক্ষেই তখন ভালো বক্তার সংখ্যা প্রচুর। তাই সেই সব বিতর্কের মান ছিল অসাধারণ। আক্রমণে, প্রতি-আক্রমণে যুক্তি থাকত। সেখান থেকে নিজেদের মতামত তৈরির সুযোগ থাকত আমজনতার।

এখন মিডিয়ায় সংসদের খবর হল, তা অচল থাকছে। কোনও না কোনও বিষয়ে সংসদের দুই কক্ষ অচল থাকে। তারপর সরকার বলে, বিরোধীরা সংসদ চালাতে চায় না। বিরোধীরা বলে, সরকার আলোচনা এড়াতে চায়। ফলে দেশের সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, মানুষের অবস্থা, নির্মম ঘটনা সহ কোনও বিষয়েই অর্থবহ আলোচনা হওয়ার সুযোগ থাকে না। আমাদের টিভি, খবরের কাগজ ব্যস্ত থাকে কে কোন ব্যাগ নিয়ে কী বার্তা দিতে চেয়েছেন, কে কার উদ্দেশ্যে কোন অপশব্দ ব্যবহার করলেন, কে কার কী ব্যক্তিগত সমালোচনা করলেন তা নিয়ে। সংসদে যদি কখনও কোনও বিষয়ে বিতর্ক হয়, সেটাও সংবাদমাধ্যমে স্থান পায় না। অথবা নমো-নমো করে উল্লেখ করা হয়।

এর ফলে কী হচ্ছে? সংসদ শুধু তো সমালোচনার জায়গা নয়, সরকারের জবাবদিহির জায়গা। সাংসদরা তাঁদের নির্বাচনক্ষেত্রের সমস্যার কথা বলবেন, দেশের সমস্যা তুলবেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা হবে, সরকার তাদের মত জানাবে, তবেই না সেসব মানুষের কাছে পৌঁছাবে। সরকারের বক্তব্য রেকর্ডে ধরা থাকবে। সরকারকে জানাতে হবে, কোন কাজ তারা কেন করছে। সেসব না করা হলে সরকারের সুবিধা হচ্ছে। ঘটনা হল, বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলগুলি সরকারে আছে। সেখানেও একই ঘটনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ফলে সবমিলিয়ে প্রতিটি জায়গায় সরকার এই সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে।

বাজপেয়ীর যে উদ্ধৃতি আগে দিয়েছি, সেই প্রসঙ্গে আসি। বিভাজন হওয়া উচিত নয়। সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত অথবা রাজনৈতিক। বাজপেয়ীও একটা টালমাটাল সময়ে রাজনীতি করেছেন। তবে তিনি চেষ্টা করেছেন, বিভাজন এড়াবার। নিজেকে কিছু সময় সরিয়ে নিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে চেষ্টা করেও পারেননি। কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে চলেছেন। এখন আমরা প্রতিটি নির্বাচনের সময় দেখি বিভাজনের অভিযোগ উঠছে। রাজনীতিকরা এমন কথা বলছেন, যা বাজপেয়ীর বলা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই এই সময় তাঁর অভাব অনুভূত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীই তাঁর নিজের মতো করে উন্নতির চেষ্টা করেন। কিছু ক্ষেত্রের ওপর জোর দেন। তাঁরা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেন, যার প্রভাব পরবর্তীকালেও থেকে যায়। বাজপেয়ীও নিয়েছেন। তাঁর জন্যই দেশের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য এবং দিল্লির সঙ্গে রাজ্যগুলির সড়কজাল এতটা বেড়েছে। গ্রামের রাস্তার হাল ফিরেছে। তার এই কাজ প্রথমে ইউপিএ ও পরে এনডিএ সরকার আরও বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাজপেয়ী তো এটাই চেয়েছিলেন, অতীতকে খারিজ করে দিয়ে নয়, বরং তাকে সঙ্গে নিয়ে, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগোনো, যা এই সময়েও অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক সাংবাদিক)

হে ঈশ্বর, আমাকে এতটা উচ্চতা দিও না

জয়ন্ত ঘোষাল

অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভারতের অনেক প্রধানমন্ত্রীর মাঝে তিনি একজন অনন্য প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বই, গবেষণা কম হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি দিল্লির মসনদ দখল করেছে। তিনি তিন তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নাটকীয়ভাবে। এ সব কথাই আপনাদের জানা। বরং ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনে তাঁর জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে এই যে রচনার অবতারণা, তাতে এমন কিছু ঘটনা বলি যা হয়তো আপনাদের অজানা।

সেসব ঘটনা জানাই, যেগুলোতে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর স্মৃতিচারণে ভয় লাগে। কারণ এমন না হয় তাঁর কথা বলতে গিয়ে অনেক বেশি নিজের কথাই বলে ফেললাম। সেই আমার আমিকে একটু নতিস্বীকার করিয়ে আসুন, আপনাদের অটলবিহারীর গল্প বলি।

বাজপেয়ী তখন প্রধানমন্ত্রী। ওঁর সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলাম শারদীয় পত্রিকায়। পাশাপাশি পৃথক একটি রচনা তৈরি করলাম বাজপেয়ীকে নিয়ে। তিনি কী খেতে ভালোবাসেন? দিল্লির বিখ্যাত রাজ কচুরি বা বড় বড় জিলিপি, সেসব তো আছেই। বাজপেয়ী নন-ভেজিটেরিয়ান ছিলেন। এমনকি তিনি বিরিয়ানি খেতেও ভালোবাসতেন।

খাওয়া-দাওয়ার কথা লেখার পর সেই রচনায় লিখেছিলাম, বাজপেয়ী মাঝে মাঝে মদ্যপানও করেন। তবে অল্প বয়সে যতটা করতেন, এখন ততটা অনেকটাই করেন না তাঁর শারীরিক কারণে। তবে মদ্যপান নিয়ে অহেতুক কোনও সংস্কার তাঁর মধ্যে নেই।

এই তথ্যটি আমি যে লিখেছিলাম, তার একটা বস্তুনিষ্ঠ উৎস ছিল। লখনউ এবং ভোপালে থেকেছেন এমন একজন সাংবাদিক এবং বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ লেখক সেই সময় চন্দ্রিকাপ্রসাদ শর্মার লেখা হিন্দিতে একটি বই তখন আমি পড়েছিলাম। বইটির নাম- 'কবি রাজনেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী'। সেই বইটিতে 'বীর প্রতাপ' নামক একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সংবাদপত্রটি জনসংঘের ঘনিষ্ঠ ছিল। সেখানে ১৯৮১ সালের ৫ মে, একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারের একটি বড় অংশ চন্দ্রিকাপ্রসাদ তুলে ধরেন। সেখানে সাংবাদিক প্রশ্ন করছেন বাজপেয়ীকে, আপনার মদিরাপানের অভ্যাস নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী? এমন কথাও প্রকাশিত হয়েছে যে, আপনি খুব বেশি মদ্যপান করেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

বাজপেয়ী বলেন, এমন কথাও তো প্রকাশিত হয়, আমি নাকি অত্যধিক মদ্যপান করি এবং সবসময়ই মদ খেয়ে থাকি। হোলি আর শিবরাত্রির দিন আমি একটু ভাং খাই। তার একটা পুরোনো অভ্যাস ছিল। কিন্তু এখন তো সেই অভ্যাসটাও ছেড়ে দিয়েছি।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, ক্যায়া আপ পিতে হ্যায়?

হ্যাঁ, ম্যায় পানি পিতা হু। এই ছিল ওঁর জবাব।

আবার প্রশ্ন, শরাব?

আমি কখনো-কখনো বিয়ার অবশ্যই পান করি। কিন্তু মদ্যপান আমার শরীরের জন্য অনুকূল নয়। আমার আলসারের রোগ আছে। মদ্যপান করলে আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

পরবর্তী প্রশ্ন, তবু তো লোকে ভাবে যে, আপনি সবসময় মদ্যপান করেন। আপনার প্রতিক্রিয়া?

উনি হাসতে হাসতে জবাব দেন, পি পি কর বেহোশ সভই, হাম বিনা পিয়ে হি দিবানে হ্যায়।

এই অংশটি চন্দ্রিকাপ্রসাদ শর্মার রচনা থেকে আমি পুনর্মুদ্রিত করি। অটলবিহারী বাজপেয়ী তখন প্রধানমন্ত্রী। শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মুম্বইয়ে। তাঁর হাঁটুর অপারেশন করাচ্ছেন একটি হাসপাতালে। ঠিক সেই সময় প্রয়াত শিশির বসুর প্রয়াত স্ত্রী কৃষ্ণা বসুর অপারেশন হচ্ছিল ওই একই হাসপাতালে অন্য একটি ফ্লোরে। সেই সময় বাজপেয়ীকে নিয়ে ওই লেখাটি বাংলায় পড়ে এক বাঙালি অফিসার নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর জামাতা রঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানান যে, এইসব কথা প্রকাশিত হয়েছে। সেটি লিখেছেন জয়ন্ত ঘোষাল। তখন হইচই পড়ে যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্নেহের সুযোগ নিয়ে এ ধরনের রচনা লেখা হয়েছে— এমন অভিযোগও ওঠে।

মুম্বই থেকে প্রধানমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা অশোক ট্যান্ডনের ফোন আসে। অশোক ট্যান্ডন বললেন, তুমি কী লিখেছ?

আমি বললাম, আমি তো সেরকম কিছু লিখিনি যেটার জন্য কোনও মানহানি হয়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এসব কথা লিখছ? এর থেকে আর বেশি কী হতে পারে?

যথেষ্ট রূঢ়ভাবেই বলেছিলেন। ট্যান্ডনের কোনও দোষ নেই। তাঁকে উত্তেজিত করানো হয়েছিল। আমি বললাম, আমি যেটা লিখেছি, সেটা কিন্তু বাজপেয়ীর ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক এবং লেখক চন্দ্রিকাপ্রসাদ শর্মাকে উদ্ধৃত করে সেই বইয়ের অংশের কোন পাতায় আছে, সেটাও আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে পারি। যাই হোক, এরপর কোনও প্রতিবাদপত্র পাঠায়নি। সম্পাদকের কাছে কোনও নালিশও আসেনি। পরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর রোগশয্যাতেই তাঁকে জানানো হয়, এরকম একটা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে কোথায় কী ছাপা হচ্ছে না হচ্ছে, সেসব তো প্রধানমন্ত্রীকে জানানোর একটা রেওয়াজ তখনও ছিল। বাজপেয়ী এ খবর শোনার পর তিনি নাকি নিজেই তখন হাসতে শুরু করেন। তিনি বলেন, যা লিখেছে, ঠিকই লিখেছে। চন্দ্রিকাপ্রসাদ শর্মার বইতে যে সাক্ষাৎকার আছে, সেটা তো আমারই দেওয়া। এটাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

বোঝো ঠেলা! প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের যারা এই রচনাটি নিয়ে অহেতুক জলঘোলা করতে চেয়েছিল, তাতে তিনি নিজেই জল ঢেলে দিলেন! কেননা এটা আউট অফ দ্য প্রপোরশন আমি কিন্তু কিছু করতে চাইনি, করিওনি। ঠিক যতটুকু ছিল, ততটুকুই লিখেছি। আর যেমনটা তিনি বলেছেন তেমনটাই লিখেছি। সেখানে কোনও বিকৃতও করিনি।

তো এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাবু যত বলে পারিষদগণ চিরকালই তার চেয়ে শতগুণ বেশি বলে। তবে বাজপেয়ীর মধ্যে ওই উদারতাটা ছিল। উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি বলে অতীতের সমস্ত সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করে নিজে একটা অন্য মুখোশ পরে ফেললাম, এমনটা হওয়ার চেষ্টাও কখনও করেননি।

এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটির কথা আজ এত বছর পর আমি সবিস্তারে বললাম শুধু একটাই কারণে যে, বাজপেয়ীর মধ্যে এই যে ব্যক্তিত্বের উদারতা, এটা খুব কম রাজনৈতিক নেতার মধ্যে পাওয়া যায়। অশোক ট্যান্ডন এখনও আছেন। বাজপেয়ীর জামাতা রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং নমিতা এখনও আছেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁদের সঙ্গে আমার এখনও সুসম্পর্ক এবং তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। এরপর কখনও আর এই বিষয়টি নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনা হয়নি। এখনও এটা নিয়ে কোনও উচ্চকিত আলোচনা করার আমার কোনও আগ্রহ নেই।

অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানির মধ্যে অনেক বেশি কবি ও লেখক ছিলেন বাজপেয়ী। আদবানি অনেক বেশি ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং ওঁর লেখার মধ্যে ওই রোম্যান্টিসিজম ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল। তিনি চলচ্চিত্রের খুব গুণমুগ্ধ দর্শক ছিলেন। পাঞ্চজন্য কাগজ যেটা আরএসএস-এর মুখপত্র, সেখানে তিনি ফিল্ম রিভিউ করতেন। মজার ব্যাপার, বাজপেয়ী এত সুলেখক এবং কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মজীবনী লিখে যাননি।

আদবানি কিন্তু ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ছিলেন বলেই ওঁর জীবদ্দশাতেই উনি বিপুলাকার আত্মজীবনী লিখে রীতিমতো দিল্লির শ্রী ফোর্ট অডিটোরিয়ামে বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই আত্মজীবনী প্রকাশ করেছিলেন একটি লোকসভা নির্বাচনের আগে।

বাজপেয়ীকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি আত্মজীবনী লেখেন না কেন? তখন উনি বলেছিলেন, আমাকে কোনওভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে যদি জেলে পুরে দিতে পারো এবং সেখানে যদি আমি অন্তত ছ'মাস জেলে থাকতে পারি, তাহলে কথা দিচ্ছি, আমি আমার আত্মজীবনীটা লিখে ফেলব। লালকৃষ্ণ আদবানি জেলে ছিলেন জরুরি অবস্থার সময়। বরং বাজপেয়ী স্বাস্থ্যের কারণে চিঠি দিয়ে জেল থেকে নিজেকে মুক্ত করে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটের মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি ছিলেন। আদবানি বেঙ্গালুর জেলে ছিলেন এবং একটা প্রিজিনারস ক্র্যাক বুক আদবানি লিখে ফেলেছিলেন। জনতা দল থেকে ভেঙে কী করে জনসংঘ তৈরি হল, সেসব নিয়েও তিনি একটা বই লিখেছিলেন। আদবানির বই লেখার একটা ইচ্ছা এবং ইতিহাস পৃষ্ঠভূমি ছিল।

বাজপেয়ী কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। যখন তখন তিনি কবিতা লিখতেন। কিন্তু গদ্য রচনা, রাজনৈতিক নিবন্ধ নয়। বক্তৃতা দিতেন। অসাধারণ সেই বক্তৃতাগুলোর নির্বাচিত বক্তৃতাবলি তৈরিও হয়েছে। ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁর ডাক নাম আপ্পা ঘাটাটে। যখন লখনউতে বাজপেয়ী ভোটে লড়তেন, ইলেকশন এজেন্ট হতেন তিনি। তো সেই আপ্পা ঘাটাটে ওঁর সংসদের সমস্ত বক্তৃতাবলি সংগ্রহ করে, সেগুলোর কালেক্টেড ওয়ার্কস তৈরি করেছিলেন যখন বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেটা একটা বড় কাজ।

অরুণ জেটলির মতো বিজেপি নেতা আমাকে বলেছিলেন, আত্মজীবনী লেখা মানে রাজনৈতিক অবসরের কথা বলে ফেলা। এই যে আদবানি আত্মজীবনী লিখে ফেললেন, ওঁর আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া হবে না। বাজপেয়ীজি আত্মজীবনী লেখেননি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। নরসীমা রাও আত্মজীবনী লেখেননি, প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তবে নরসীমা রাও আত্মজীবনী না লিখলেও 'ইনসাইডার' নামক আত্মজৈবনিক একটা উপন্যাস লিখেছিলেন যেটা 'পেঙ্গুইন' ছেপেছিল। সেখানে আনন্দ নামে একটা চরিত্র তৈরি করেন, সেটা নিজেরই চরিত্র।

নরসীমা রাওয়ের কথা থাক। এখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথাতে ফিরে আসি। অটলবিহারী বাজপেয়ী যে কবিতা লিখতেন, তার কিন্তু তুলনা হয় না। তাঁর লেখা একটা কবিতার লাইন আমার মনে পড়ে, যে লাইন বারবার আমার ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে, সেটা হল-

'হে ঈশ্বর, আমাকে এতটা উচ্চতা
দিও না
যেখানে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাই
সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গে একটা সবুজ ছোট্ট
গাছের চারার মতো।
আমাকে এতটা উচ্চতা দিও না,
যাতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাই।'

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নজরদারিতে সিসিটিভি

বনগাঁ সীমান্তে বাড়তি নজরদারির জন্য সিসিটিভি বসাল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। সীমান্ত পেরিয়ে কেউ রাজ্যে ঢোকার চেষ্টা করলে তা শনাক্ত করা যাবে।

বিস্ফোরণ

শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটিতে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন জখম হয়েছেন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একটি বাড়িতে ফাটল ধরে।

দক্ষিণে ফের বৃষ্টি

সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বড়দিন উষ্ণতম থাকলেও বর্ষবরণে দক্ষিণবঙ্গে ঠান্ডার আমেজ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিষ্কারে জোর

স্টেশন পরিষ্কার রাখতে জরিমানা আদায়ে আরও নজর দিল রেল পুলিশ। শুধুমাত্র শিয়ালদায় চলতি বছরে স্টেশনে আবর্জনা ও নোংরা ফেলার অপরাধে ৮৬৫টি মামলা দায়ের হয়েছে।

দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে একাধিক সিদ্ধান্ত ● মন্ত্রীদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

অনুমতি ছাড়া অনুষ্ঠানে নয়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : দলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে দলের কর্মসমিতির বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়েও নজরদারি শুরু করছে নবান্ন। কোন মন্ত্রী কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, তা আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জানাতে হবে। সেখান থেকে অনুমোদন এলে তবেই ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলবে মন্ত্রীদের। এখন থেকে যেখানে খুশি যেতে পারবেন না মন্ত্রীরা। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে উপস্থিত মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'যে অনুষ্ঠানে মন্ত্রীরা যাচ্ছেন, সেখানে মঞ্চে আর কে কে থাকবেন, তা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। ওই তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর অনুমোদন দিলে তবেই সেখানে তিনি যেতে পারবেন।'

এর আগে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বিধায়ক মদন মিত্রের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগও রয়েছে। এমনকি দলের এক নতুন সাংসদের সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত এক ব্যক্তির ছবিও সংবাদমাধ্যমে দেখা গিয়েছে। সেই ছবি প্রকাশ্যে এনে ওই সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদের দাবিতে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এক মন্ত্রীর যাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই মন্ত্রীকে মঞ্চে উঠে এক ব্যক্তি সংবর্ধনা দেন। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। বারবার এই ধরনের ঘটনায় দলকে বিব্রত হতে হয়েছে। সেই কারণেই মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লাগাম টানলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র বছর দেড়েক বাকি। এই সময়ে রাজ্য সরকারকে যাতে নতুন করে বিব্রত হতে না হয়, সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী দল ও প্রশাসনকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে মন্ত্রীদের বুঝিয়েও দিয়েছেন। দলের কর্মসমিতির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, দল-বিরোধী কাজের অভিযোগ উঠলে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি অভিযুক্তকে শোকজ করবে। পরপর তিনবার কোনও নেতাকে শোকজ করা হলে তাঁকে বহিষ্কার করা হবে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট বিধায়ক বা মন্ত্রীকে টিকিট দেওয়া হবে না। মন্ত্রীসভার ভাবমূর্তি যাতে স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল থাকে, সেদিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে কোনও বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে না পড়তে মন্ত্রীদের সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আলটপকা মন্তব্য করলে দল যে তা কঠোরভাবে প্রতিবাদ করবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কড়া পদক্ষেপ

- ■ সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে এক মন্ত্রীর যাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল
- ■ ওই মন্ত্রীকে মঞ্চে উঠে একজন সংবর্ধনা দেন
- ■ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে
- ■ বারবার এই ধরনের ঘটনায় দলকে বিব্রত হতে হয়েছে
- ■ সেই কারণেই মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লাগাম টানলেন বলে মনে করা হচ্ছে

নেত্রীর অভিনব 'রিপোর্ট কার্ড'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : হঠাৎ করে দলকে একেবারে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা কিছুটা হলেও ইদানীংকালে বেমানান ঠেকছে তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের একটা বড় অংশের কাছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, দলের সাংসদ ও বিধায়ক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নেতা ও উল্লেখযোগ্য কর্মীদের বিষয়ে নজরদারিও শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য থেকে জেলা ও ব্লকস্তরে দলের নেতাদের রেকর্ড কার্ড তৈরির ভাবনাও রয়েছে নেত্রীর। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির আলোচনা চলছে।

এতদিন দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা ও ব্লকস্তরের নেতাদের স্থানীয় এলাকায় তাঁর কার্যকলাপ ও ভূমিকার বিষয়টি নজরে রাখতেন দলের পরামর্শদাতা অভিষেক-ঘনিষ্ঠ আইপ্যাকের লোকেরা। তাঁরা এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট কলকাতায় অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে নিয়মিত পাঠাতেন। হঠাৎ তাতে ছেদ টেনে দিয়েছেন দলনেত্রী স্বয়ং। তাঁর নির্দেশ ওইসব এজেন্সির রিপোর্ট দিয়ে কিছু হবে না। দলের নেতা-কর্মীদের কাজের বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি হবে দলের উচ্চস্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের দিয়েই। তাঁরাই দলের লোকেদের রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে রাজ্যস্তরে পাঠাবে।

সাম্প্রতিকালে দলের অনেক কাজের দায়িত্ব সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছেড়ে অনেকটাই হালকা হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ অভিষেকের নীরবতায় সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন কাজ আবার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে নেতাদের শাস্তির বিধানও দিচ্ছেন তিনিই। এতদিন অভিষেকই এইসব দায়িত্ব পালন করতেন। হঠাৎ তাতে ছেদ পড়তেই গুঞ্জন শুরু তৃণমূলের অন্দরে। বিশেষত নেত্রী এধরনের কাজে সক্রিয় ভূমিকায় আসায়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই নজরদারিই এখন তৃণমূলের অন্দরে চর্চার বিষয়। একদিকে রাজ্য প্রশাসন, অন্যদিকে নবকলেবরে এতদিনের শাসকদলের বিশালাকার আয়তন সব কিছুর ওপর নিজের কর্তৃত্ব আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠা করতে মুখ্যমন্ত্রী এখন দলে একাই 'খেলছেন' বলে এদিন মন্তব্য দলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার।

এক্ষেত্রে দলনেত্রীর সরাসরি নজরদারিতে বিশেষ অগ্রাধিকার পাচ্ছে বিজেপি বা অন্য রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূলে আসা বিধায়ক, নেতা ও কর্মীদের বিষয়টি। নিজ নিজ এলাকায় তাঁদের কার্যকলাপ ও ভূমিকা কেমন তার বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছেন দলনেত্রী তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজন মারফত। সেইসঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট কার্ড তো থাকছেই। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তৃণমূলের পক্ষে তাঁদের ভূমিকা ও দলীয়স্তরে যোগাযোগ কীরকম তাও জানতে চাইছেন নেত্রী।

বাগদায় ধৃত ২ অনুপ্রবেশকারী

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : বেআইনিভাবে এপার বাংলায় এসে ধরপাকড়ের ভয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় ধরা পড়লেন দুই বাংলাদেশি। শুক্রবার বাগদার বৈকোলা এলাকা থেকে ওই দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন দুলাল শেখ ও পারুল বেগম। বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় তাঁদের বাড়ি। সম্প্রতি সে দেশের অস্থির পরিস্থিতিতে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এপার বাংলায় অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশি তল্লাশি শুরু হওয়ায় চোরাপথে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন দু'জনে। তখনই ধরা পড়েন তাঁরা। দিন কয়েক আগেই দানতলা ও হাঁসখালি থানার পুলিশ ১০ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে।

শীতের সকালে মল্লিকঘাটের কাছে। হাওড়ায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

আশাবাদী আবগারি কর্তারা

লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াবে মদ বিক্রির রাজস্ব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : রাজ্যে একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রীতিমতো আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে বড় সহায়তা করে মদ বিক্রি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব। প্রতি বছরই এই রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়। আর্থিক বছর শেষ হওয়ার অনেক আগেই সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণও হয়ে যায়। তবে এবছর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ তো হবেই, উলটে তা অনেকটাই ছাপিয়ে যাবে বলেই আশা করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা।

২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে এই রাজ্যে মদ থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১৪,৫০০ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) লক্ষ্যমাত্রা ১৫ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের এক সপ্তাহ বাকি থাকতেই এই খাতে রাজ্যের ভাঁড়ারে ঢুকেছে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা। গত বছরের থেকে এবছর মদ বিক্রির প্রবণতা ৬ শতাংশ বেশি। সেই হিসেবে এবার রাজস্ব ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি হবে বলেই মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

করোনার সময় মদের ওপর ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত কর চাপানো হয়েছিল। ২০২৩ সালের পুজোর পর সেই কর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। চলতি বছর অক্টোবরে অতিরিক্ত ৬ শতাংশ কর বাড়ানো হলেও মদ বিক্রির ক্ষেত্রে তার কোনও প্রভাব পড়েনি বলেই মনে করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। ২০২৩ সালের দুর্গাপুজোর মরশুম থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো পর্যন্ত ৭ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল। বড়দিন, বর্ষবরণে ৩ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছিল। এবার পুজোর মরশুমে সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এবছর বড়দিনের এক সপ্তাহ আগে থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মদ বিক্রির বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ। এর ফলে বর্ষবরণ ও পিকনিকের মরশুমে সুরাপ্রেমীদের সৌজন্যে রাজ্যের ভাঁড়ার ভরে যাবে বলেই আশা করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। বিদেশি মদের পাশাপাশি দেশি মদের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় রাজস্ব বৃদ্ধির হার বেশি। একশো টাকার মদ বিক্রি হলে তার ৬০ টাকা রাজ্য সরকারের রাজস্ব আদায় হয়।

আবগারি দপ্তরের কর্তারা বলছেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে মদের বাজার ভালো। প্রতিবছরই শীতকালে মদের বিক্রি বাড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে বেআইনি মদের বিক্রি ঠেকাতে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে বলেও আবগারি দপ্তরের কর্তাদের দাবি।

লক্ষ্মীলাভ

- ■ ২০২৩-'২৪ আর্থিক বছরে রাজ্যে মদ থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১৪,৫০০ কোটি টাকা
- ■ ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৫ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছিল
- ■ ডিসেম্বরের এক সপ্তাহ বাকি থাকতেই রাজ্যের ভাঁড়ারে ঢুকেছে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা
- ■ গত বছরের থেকে এবছর মদ বিক্রির প্রবণতা ৬ শতাংশ বেশি

বর্ষবরণে বিশেষ সতর্কতা কলকাতায়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : বর্ষবরণে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের ৫০টি জায়গায় নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুলিশ। মূলত মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, মহিলাদের কটূক্তি রুখতেই এই পদক্ষেপ। শনিবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'বর্ষবরণে যেখানে বেশি ভিড় হয় যেমন, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া, সায়েন্স সিটি সহ একাধিক জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার ওপরে বিশেষ নজর থাকবে। বয়স্ক বা অসুস্থদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য ট্রাফিক পুলিশকে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে।' পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বিশেষ নজর থাকবে। সাদা পোশাকের পুলিশ ছাড়াও অপরাধদমন শাখার দলও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে।

আবাস অভিযোগে হেল্পলাইন নম্বর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে ১২ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকে গিয়েছে। এরপরই তিনটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করল নবান্ন। উপভোক্তাদের কোনও অসুবিধা হলে তাঁরা ওই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। শনিবার বিজ্ঞাপন দিয়ে হেল্পলাইন নম্বরগুলি উপভোক্তাদের জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন।

নম্বরগুলি হল ১৮০০ ৮৮৯ ৯৪৫১, ৯১৩৭০ ৯১৩৭০। এছাড়াও জরুরি ভিত্তিতে অভিযোগ জানানোর জন্য ১১২ নম্বরে ফোন করা যাবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে, তাঁদের ফোনে এসএমএস করে টাকা পাঠানোর বিষয়ে জানানো হয়েছে। এসএমএস পেয়েছেন, অথচ টাকা পাননি এমন কেউ থাকলে, তাঁরা ওই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

নবান্নের এক কর্তা বলেন, 'রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই টাকা দিচ্ছে। কিন্তু নীচুতলায় দলের একাংশ যদি কোনও দুর্নীতি করে, তাহলে রাজ্য সরকারের মুখ পুড়বে। টোল ফ্রি নম্বর চালু করে রাজ্য সরকার সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছে।'

যোগ্যদের চাকরি যাতে না যায় সেই দাবিতে ধর্নায় শিক্ষকরা। শনিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

ফের রাতভর রাস্তায় শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : ফের চাকরির দাবিতে রাজপথে শিক্ষকরা। শুক্রবার দুপুর থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্না অবস্থানে বসেছেন তাঁরা। 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র ব্যানারে ওই বিক্ষোভ অবস্থানে বসেছেন তাঁরা। মূলত এসএলএসটি নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

শুক্রবার দুপুরে মিছিল করে রানি রাসমণি রোডে যান ওই শিক্ষকরা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়। আন্দোলনকারীরা তখনই ওয়াই চ্যানেলে যান। সেখানে গিয়ে অবস্থানে বসে পড়েন। পুলিশ তাঁদের উঠে যেতে বললেও কথা শোনেন না তাঁরা। শীতের রাতে ওয়াই চ্যানেলেই বসে থাকেন। তাঁদের দাবি, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কেন অযোগ্যদের মতোই শাস্তি দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালে এই শিক্ষকদের চাকরির প্যানেল বাতিল হয়েছে। এর প্রতিবাদেই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। কিন্তু সরকার কোনওরকম উচ্চবাচ্য করছে না। ৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি আছে। ততদিন পর্যন্ত রাস্তাতেই বসে থাকতে চান তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করার দাবিও জানান। তাঁদের সাফ কথা, যাঁরা অযোগ্য তাঁদের চাকরি বাতিল হোক। যোগ্যদের চাকরি যেন না যায়।

ঘটনাক্রম

- ■ শুক্রবার দুপুর থেকে ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্না অবস্থানে বসেছেন শিক্ষকরা
- ■ তাঁদের সাফ কথা, যাঁরা অযোগ্য তাঁদের চাকরি বাতিল হোক, যোগ্যদের চাকরি যেন না যায়

বিজেপির খাঁটি সদস্য বাংলায়, দাবি সুকান্তর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : সদস্য সংগ্রহে ব্যর্থতার জন্য কার্যত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেই দুষলেন সুকান্ত। প্রশ্নটা ছিল, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো বেশ কিছু রাজ্যে টাকার বিনিময়ে বিজেপির সদস্য করা। জবাবে সুকান্ত বললেন, 'সময়ের অভাবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এই ভুল করেছে।'

আসলে সুকান্ত যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল, সময়ের অভাবে লক্ষ্যপূরণ করতে গিয়ে টাকাপয়সা দিয়ে সদস্য করতে হয়েছে বিজেপি কর্মীদের। যদিও এই ভুল এরাজ্যের বিজেপি কর্মীরা করেনি বলে দাবি করেছেন তিনি।

শুক্রবার রাজ্য বিজেপির সক্রিয় সদস্যতা অভিযান ও সংগঠন পর্যালোচনা বৈঠকে সদস্য সংগ্রহে রাজ্যের ব্যর্থতা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তোপের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে। একদিকে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যেও দলের সদস্য সংগ্রহ করতে টাকার বিনিময়ে সদস্য সংগ্রহ ধরনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে দফায় দফায় মেয়াদ বাড়িয়েও সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বেশ কিছু রাজ্যের থেকে পিছিয়ে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থতার দায় না নিয়ে কার্যত অভিযোগের তির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকেই ঘুরিয়ে দিলেন সুকান্ত। এদিনই দলের সক্রিয় সদস্য হওয়ার পর সুকান্ত বলেন, 'স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ১২-১৩ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়েছিল বিজেপি। তাই তাড়াহুড়োয় এরকম কিছু ভুল করেছে।' সুকান্তর দাবি, অন্য রাজ্য করলেও এই ভুল বাংলার বিজেপি কর্মীরা করেনি। যদিও মাত্র দু'দিন আগেই বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার বিরুদ্ধে সদস্য করতে নগদ টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানোর প্রমাণ মিলেছিল।

বাংলা সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যেও টাকাপয়সার বিনিময়ে সদস্য সংগ্রহের ঘটনা সামনে আসার পর দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে সদস্য করে সত্যিই কি আখেরে কোনও লাভ হবে দলের? এদিন সুকান্ত মজুমদারের মতোই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও রাজ্য বিজেপির সক্রিয় সদস্য হয়েছেন।

> স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ১২-১৩ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়েছিল বিজেপি। তাই তাড়াহুড়োয় এরকম কিছু ভুল করেছে।
>
> **-সুকান্ত মজুমদার**

সন্তানদের বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী পুলিশকর্মীর স্ত্রী

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এক পুলিশকর্মী। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় ওই পুলিশকর্মী প্রদীপ ঝা'র। মাথার ওপর থেকে ছাদ চলে যাওয়ার আতঙ্কে দুই ছেলেকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী হন স্ত্রী রুবি। বড় ছেলেটির ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। ছোটটি আশঙ্কাজনক।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শিবপুরে। এখানকার বেতাইতলার একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন প্রদীপ। কিছুদিন আগেই হাওড়া সিটি পুলিশে চাকরি পেয়েছেন তিনি। এর আগে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর মা অসুস্থ। অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। এজন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ঋণও তিনি করেছিলেন। পুলিশে চাকরি পাওয়ার পর সংসার খরচ চালানো, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা ও ঋণের টাকা শোধ করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছিল তাঁকে। কোনও উপায় না দেখে শেষপর্যন্ত নিজের ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি স্ত্রী রুবিকে জানাতেই শুরু হয় সাংসারিক ঝামেলা। ফ্ল্যাট বিক্রি করলে কোথায় থাকবেন, স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না তাঁর। এমনকি এই নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও শুরু হয় ঝামেলা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতো ডিউটি সেরে ফ্ল্যাটে ফেরেন প্রদীপ। ফ্ল্যাটের দরজায় বারবার কলিং বেল টিপলেও রোজকার মতো সাড়া মেলে না। ভিতর থেকে ছেলেদেরও কোনও আওয়াজ পাওয়া যায় না। তখনই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন প্রদীপ। চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন। সবাই মিলে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। বিপদের গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন তিনি। পুলিশ এসে অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া না মেলায় দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনই ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে রুবির দেহ। ঘরের কোনায় অচৈতন্য অবস্থায় দুই ছেলেকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই রুবি ও তাঁর বড় ছেলে চিরাগ ঝা (১১)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ৪ বছরের ছোট ছেলে বঙ্কু ঝা'র অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যার আগে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দুই ছেলেকে দিয়েছিলেন রুবি।

শোকে পাথর প্রদীপ বলেন, 'ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য রেজিস্ট্রি করা হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে তাই আর করার কিছু ছিল না। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হয়। তাতে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন স্ত্রী। যার জেরেই এই সিদ্ধান্ত। এত বড় দুর্ঘটনা যে ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

শেষ দিনে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

একদিকে ৬২ হাতি, অন্যদিকে বাঘিনী জিনাত

দীপেন ঢাং ও কার্তিক ঘোষ

বড়জোড়া ও বাঁকুড়া, ২৮ ডিসেম্বর: বাঁকুড়ার উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়ার জঙ্গলে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে ৬২টি হাতির একটি দল। অন্যদিকে পুরুলিয়া ছেড়ে বাঁকুড়ার দক্ষিণের জঙ্গলমহলে ঢুকে পড়ল সুন্দরবনের বাঘিনী জিনাত। সবমিলিয়ে গোটা বাঁকুড়া জেলা এখন থরহরিকম্প। যদিও মুখ্য বনপাল বিদ্যুৎ সরকার বলেন, 'লোকালয়ের কাছেপিঠেই বাঘিনী রয়েছে। তবে আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে।'

জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণ কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পুরুলিয়ার বন দপ্তরকে কার্যত ঘোল খাইয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে জিনাত। এবার বাঁকুড়ার বন দপ্তরের কর্তাদের কালঘাম ছোটাচ্ছে জিনাত ও দলমার দাঁতাল দল। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বাঘিনী জিনাত পুরুলিয়া ছেড়ে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর সংলগ্ন রানিবাঁধের জঙ্গলে খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে। পর্যটনের মরশুমে মুকুটমণিপুরজুড়ে পর্যটকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, মাঠের সোনালি ধান নির্বিঘ্নে খামারে তুললেও দলমার দাঁতালবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে বড়জোড়ার পাবয়ার জঙ্গলে। তাদের আক্রমণে খামারের ধান আর মাঠের শীতকালীন সবজি ও আলু-সর্ষের খেত কতটুকু নিরাপদ রাখতে পারবেন তা নিয়ে বড়জোড়া বেলিয়াতোড় রেঞ্জের চাষিরা উদ্বিগ্ন। জেলার দুই প্রান্তে এখন ফসল রক্ষার চেয়েও আশঙ্কা, বাইরে বেরোলে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে তো? বনকর্মীদের বারবার ঘোল খাইয়ে ওড়িশার সিমলিপাল থেকে পালিয়ে আসা বাঘিনী জিনাত পুরুলিয়ায় দাপিয়ে বেড়ানোর পর এবার বাঁকুড়ায় কী অঘটন ঘটায় সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শনিবার সকালে রানিবাঁধের গোপালপুর জঙ্গলে জিনাতের রেডিও কলার সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোরে গোঁসাইডিহি গ্রামের মূল রাস্তা ধরে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে জিনাত। গ্রামের রাস্তায় বাঘিনীর পায়ের ছাপের সন্ধান মিলেছে বলেও অনেকে দাবি করেন। খবর পেয়ে ওই গ্রামে পৌঁছেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। গ্রামের অদূরে যেমন খাঁচা পাতা হচ্ছে, তেমনই গ্রামের সীমানা বরাবর নাইলনের জালেও মুড়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে।

গোপালপুর জঙ্গলের অদূরেই কুমারী নদী। কুমারী নদী পেরোলেই পৌঁছে যাওয়া যায় রানিবাঁধ আর ঝিলিমিলির জঙ্গলে। এই অবস্থায় সাঁতারে অত্যন্ত পটু জিনাত সহজেই কুমারী নদী পেরিয়ে যে কোনও সময় রানিবাঁধ-ঝিলিমিলির জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারে, এমনই আশঙ্কা করছেন অনেকে। ঠিক সেই কারণে রেডিও কলার ট্র্যাকিং অ্যান্টেনার সাহায্যে জঙ্গলে বাঘিনীর লোকেশন চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছেন বনকর্মী-আধিকারিকরা।

তবে জিনাতকে আয়ত্তে আনতে রানিবাঁধে ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হয়েছিল। সেই গুলি আদৌ বাঘিনীর গায়ে লেগেছে কি না এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না বনকর্তারা।

ঝোপঝাড়ে ঢেকেছে গোটা চত্বর, ফের চালুর দাবি

পরিত্যক্ত পুলিশ ক্যাম্পে জুয়া

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : ভগ্নপ্রায় শ্যাওলা ঢাকা ফটক আর ইতিউতি ছড়িয়ে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা গোটাতিনেক ঘর। ফটকের দেওয়ালে উঁকি মারছে বাংলায় লেখা ‘বুড়িরহাট পুলিশ ক্যাম্প’। লেখা না থাকলে বোঝার উপায় নেই যে বছরদশেক আগে এখানে পুলিশ ক্যাম্প ছিল। খাকি উর্দিধারীদের বুটের আওয়াজে গমগম করত গোটা এলাকা। দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট তো বটেই, লাগোয়া এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন এখানকার কর্মীরা। এখন গোটা চত্বর কার্যত হানাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। আঁধার নামলেই অসামাজিক কাজের আখড়া হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, গত কয়েক দশক ধরে বুড়িরহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়িরহাট বাজার লাগোয়া ছিল পুলিশ ক্যাম্পটি। তখন এখানে পাঁচ-ছ’জন কর্মী থাকতেন। ২০১১-তে রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর পুলিশকর্মী কমিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে ক্যাম্প চালানো শুরু হয়। এভাবে ঢিমেতালে চলতে চলতে বছর আটেক আগে হঠাৎই ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়। অব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে ঘরগুলি। রাত বাড়তেই ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ক্যাম্প চত্বরে বসে নেশা ও জুয়ার আসর। ফলে, এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন স্থানীয়রা। এই পরিস্থিতিতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি ক্যাম্পটি ফের চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

বুড়িরহাটে পুলিশ ক্যাম্প যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

শনিবার দুপুরে বুড়িরহাটে এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতেই মুখে কুলুপ স্থানীয়দের। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ীর দাবি, ক্যাম্প বন্ধের পরই মদ্যপ ও জুয়ারিদের ঘাঁটি হয়েছে ওই চত্বর। ভয়ে মুখ খুলতে সাহস হয় না। বাজারে যাওয়ার পথে প্রৌঢ় দীনেশ অধিকারীর সংযোজন, ‘ক্যাম্পের পরিকাঠামো মোটামুটি ঠিকই আছে। ঘরগুলির সংস্কার করে পাঁচ-ছ’জন কর্মী দিয়ে অনায়াসে ক্যাম্পটি আবার চালানো যায়। তাহলেও দুষ্কৃতীর দৌরাত্ম্য কমত।’

দিনহাটার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রর কথায়, ‘বর্তমানে বুড়িরহাটে কোনও পুলিশ ক্যাম্প নেই। নাজিরহাটে একটি রয়েছে। পরিত্যক্ত ক্যাম্পে অসামাজিক কাজকর্ম সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ মেলেনি। অভিযোগ পেলে পুলিশ অবশ্যই পদক্ষেপ করবে।’

১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তৈরি দিনহাটা-২ ব্লকে পুলিশি পরিষেবা দেয় সাহেবগঞ্জ থানা। এছাড়াও ব্লকের নাজিরহাট ও গোবরাছড়া নয়ারহাটে রয়েছে দুটি পুলিশ ক্যাম্প। বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অশান্ত ও সন্ত্রাসপ্রবণ বুড়িরহাট, বাসন্তীরহাট। অতীতে এখানে বহু রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটেছে। সীমান্ত কাছে হওয়ায় মাদক পাচারের করিডর হিসাবে এলাকাটি পরিচিত। স্পর্শকাতর এই এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি জরুরি বলে স্থানীয়দের দাবি। অতীতে থাকা ক্যাম্পটি হঠাৎ বন্ধ করা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন। যদিও এ ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বা প্রশাসন কোনও আশার আলো দেখাতে ব্যর্থ।

নিরাপত্তাহীনতা

২০১১-তে পুলিশকর্মী কমিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে ক্যাম্প চালানো শুরু হয়

এভাবে ঢিমেতালে চলতে চলতে বছর আটেক আগে ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়

অব্যবহারে নষ্ট হচ্ছে ঘরগুলি

রাত বাড়তেই ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ক্যাম্প চত্বরে বসে নেশা ও জুয়ার আসর

খাটের তলায় লুকিয়ে হাতির হানা থেকে রক্ষা

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : ফের লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রামের খাগড়িবাড়ি এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এলাকার এক মহিলার বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছিল হাতির দল। শুক্রবার রাতেও ফের জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে জটু বর্মন নামে এক বৃদ্ধের বাড়িতে হামলা চালায়। এরপর এলাকার বিভিন্ন জমিতে গিয়ে আলুও নষ্ট করে।

এদিন রাতে হঠাৎ হাতির দল ওই বৃদ্ধের বাড়িতে তাণ্ডব চালালে প্রাণ বাঁচাতে বিছানার নীচে লুকিয়ে পড়েন তিনি।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন ওই বৃদ্ধ। তিনি বলেন, ‘রাত ১২টা নাগাদ হঠাৎ ঘরের টিন ভাঙার শব্দ শুনতে পাই। উঠে দেখি একদল হাতি গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। ভয়ে বিছানার নীচে লুকিয়ে পড়ি।’ এরপর হাতির দল কিছুটা দূরে আলুখেতে গিয়ে তাণ্ডব চালায়।

হাতির তাণ্ডবে খাগড়িবাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত আলুখেত।

আলুচাষি শিবু সরকার বললেন, ‘আমি পাঁচ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। হাতির হামলায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।’

গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় হাতির হানা বেড়েছে। এর জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

এলাকাবাসী রাজীব সরকার, জীবন বর্মন, রাজু সরকাররা জানালেন, রাত হলে হাতির আতঙ্কে বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরে বিশেষ কোনও প্রয়োজন না হলে এলাকার কেউ বাড়ির বাইরে যায় না।

বন দপ্তরের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, ‘কয়েকদিন ধরে লাগাতার হাতি জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসছে। কর্মীদের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে।’ সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

টুকরো খবর

জন্মদিন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : শনিবার কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর চক্রের বোড়াগাড়ি এইডেড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব পড়ুয়াদের একসঙ্গে জন্মদিন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র সরকার বলেন, ‘একটি শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কোনও না কোনও একদিন জন্মদিন পড়ে। কিন্তু সেভাবে হয়তো বাড়িতে সকলের জন্মদিন পালন করা হয় না। তাই বিদ্যালয়ের তরফে একসঙ্গে সকলের জন্মদিন পালন করতেই এই উদ্যোগ।’ এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

গোরু চুরি

শীতলকুচি, ২৮ ডিসেম্বর : শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম থেকে এক বাসিন্দার দুটি বলদ চুরির অভিযোগ উঠেছে। ওই গ্রামের বাসিন্দা কালাম মিয়াঁর স্ত্রী ছমিলা বিবি বলেন, ‘শুক্রবার রাতে বলদ দুটি গোয়ালে রাখা ছিল। নমাজের পর গোরু বাইরে বের করতে গেলে চুরির বিষয়টি নজরে আসে। গোয়ালের শিকল কেটে গোরু নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।’ শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করা হবে।

আলোচনা

পারডুবি, ২৮ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি বাজার সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার রাতে পিঠেপুলি উৎসব ও বাউলমেলা কমিটির আলোচনা সভা হয়েছে। আয়োজক কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, ৯ ও ১০ জানুয়ারি পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে পিঠেপুলি উৎসব ও বাউলমেলা ২০২৫ হবে। এবার এই মেলার চতুর্থ বর্ষ। আয়োজক কমিটির সম্পাদক উত্তম রায় বলেন, ‘সভায় অনুষ্ঠানের বাজেট সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিশিষ্ট বাউলশিল্পীরা বাউলগান পরিবেশন করবেন। পিঠের প্রচলন ও বাউল সংস্কৃতি বজায় রাখতেই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন। পাশাপাশি এলাকায় সংস্কৃতিচর্চাকে ধরে রাখতে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দু’দিন অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মীসভা

জামালদহ, ২৮ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলিয়া খলিশা গ্রামে শনিবার সন্তানদলের কর্মীসভা হয়। ২৩ জানুয়ারি কোচবিহারে সন্তানদলের বৈদিক জনসভা হবে। সেবিষয়ে এদিন আলোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জীব দাস, উত্তরবঙ্গ কমিটির সভাপতি সুশীল সেন সহ অন্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রোগীকে হাসপাতালে নিতে হয়রানি পরিবারের

অকেজো পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৮ ডিসেম্বর : এলাকার একমাত্র অ্যাম্বুল্যান্স প্রায় ছয় বছর ধরে অকেজো পড়ে রয়েছে। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিতে পরিবারের সদস্যদের কালঘাম ছুটছে। কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে এমনই অভিযোগ। বহুবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কোনও ইতিবাচক ফল মেলেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। স্বভাবতই এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

২০০৮ সালে তৎকালীন ৬ নম্বর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অক্ষয় ঠাকুর তাঁর এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে অ্যাম্বুল্যান্সটি দান করেন। সেই থেকে পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী সহ পাটছড়া, চান্দামারি ও ফলিমারি এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাবাসী এর সুফল পাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রায় ছয় বছর ধরে সেটি বেহাল হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরেই পড়ে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দা হানিফ আহমেদ বলেন, ‘এলাকার কেউ অসুস্থ হলে আমরা কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল বা গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। আগে এলাকাতেই অ্যাম্বুল্যান্স থাকায় সেক্ষেত্রে সুবিধা ছিল। কিন্তু এখন ব্যাপক ভোগান্তি হয়।’

কীরকম সেই ভোগান্তি? স্থানীয় বিপুল রায় জানালেন, ‘এখন কোনও রোগীকে হাসপাতালে নিতে গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাম্বুল্যান্সের ওপর ভরসা করতে হয়। অনেক সময় অ্যাম্বুল্যান্স দেরিতে আসে। তখন বাধ্য হয়ে বেশি টাকা দিয়ে ভাড়া গাড়িতে রোগীকে নিয়ে যেতে হয়।’ আর কোনও কারণে গাড়ি পেতে দেরি হলে মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যুও হয়। এলাকার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নিখিলচন্দ্র দাসের দাবি, তাঁরা ইতিপূর্বে এ বিষয়ে উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু তারা কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করেনি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ছয় বছর ধরে বেহাল অ্যাম্বুল্যান্স। পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতে।

সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে পারে বলে বক্তব্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা তৃণমূলের বর্তমান অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান আমিনুর রহমানের। তাঁর কথায়, ‘অ্যাম্বুল্যান্সটি আমরা লক্ষাধিক টাকা খরচ করে মেরামত করেছিলাম। কিন্তু মাসখানেক চলার পর ফের তা অকেজো হয়ে পড়ে। তাই জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কাছে আমরা নতুন অ্যাম্বুল্যান্সের আবেদন জানিয়েছি। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।’

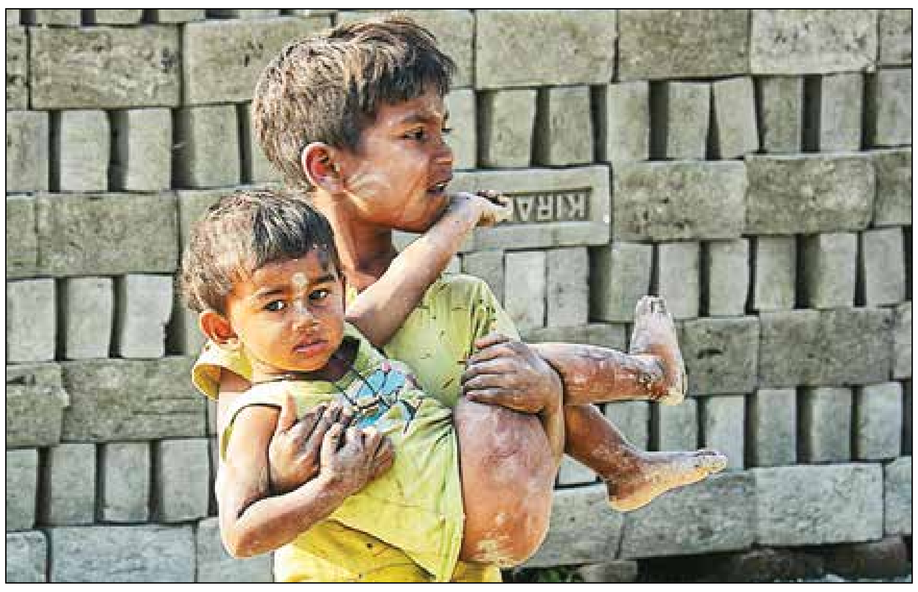

ছেলেবেলা।। কোচবিহার তল্লিগুড়ি ইটভাটায়। শনিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রতারণার ফাঁদে তরুণ

নিশিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : সামাজিক মাধ্যমের বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করে প্রতারিত নিশিগঞ্জের এক তরুণ। নতুন ব্যবসার সুযোগ করে দিতে চেন্নাইয়ের এক সংস্থা সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেয়। নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করে আবেদনের পর প্রায় ২৭ হাজার টাকা অনলাইনে জমাও করেন নিশিগঞ্জের বাসিন্দা অভিজিৎ সাহা বলে অভিযোগ। তবে সেখান থেকে আর কোনও উত্তর না মেলায় প্রতারণার ছক বুঝতে পারেন তিনি। এরপরই ওই তরুণ পুলিশের কোচবিহার সাইবার সেলে অভিযোগ জানান। তদন্ত শুরু হতেই চেন্নাইয়ের সংস্থা আইনজীবীর মাধ্যমে নিশিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে এসে টাকা ফেরত দেয় ওই তরুণকে।

ভাঙা ক্লাসরুম ঝাঁট, রং শিক্ষকদের

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : এখন পড়ানোর সেরকম চাপ নেই। তবে ভর্তি সহ অফিশিয়াল নানা কাজে স্কুলে আসতে হয় ভোটবাড়ি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের। তবে শনিবার স্কুলে গিয়ে একেবারে আলাদাই দৃশ্য নজরে পড়ল। শিক্ষকদের কেউ ক্লাস ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। আবার কেউ রং করছিলেন ঘরের ভাঙা দেওয়াল। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী। হাতে মাত্র তিনদিন সময়। তারপরই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসবে। তবে প্রশ্ন একটাই, বসবে কোথায়? এদিকে, অতিরিক্ত ঘরের ব্যবস্থা কবে হবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে স্কুলের ব্যবহারের অনুপযুক্ত একটি ঘরকে পরিষ্কার করে রং করছেন শিক্ষকরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় রায়ের কথায়, ‘স্কুলে আরও ঘরের প্রয়োজন আছে। দরকার শিক্ষকেরও। সমস্ত বিষয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে।’

এতদিন প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের চারটি ঘরে বসানো হত। পঞ্চম শ্রেণি চালু হওয়ায় এখন আরও ঘরের প্রয়োজন। চতুর্থ শ্রেণি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছে ৫৫ জন পড়ুয়া। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসা শুরু করলে বসবে কোথায়? সেটাই এখন চিন্তা মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের অধীন ভোটবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের।

তাই নিজেরাই ঝাড়ু হাতে কাজে লেগে পড়েছেন তাঁরা। এদিন স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, প্রধান শিক্ষক এবং সহ শিক্ষক বাপ্পা রায় ব্রাশ দিয়ে ঘরের দেওয়াল রং করছেন। বাকি শিক্ষকরা অন্যান্য কাজে তদারকি করছেন।

ভোটবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ভোটবাড়ি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে রং করা হচ্ছে। শনিবার।

ওই স্কুলে পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৪৩। এবছর সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০০-তে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষকদের কাজ দেখে খুশি স্থানীয় অভিভাবকরা। স্থানীয় অভিভাবক রবিউল ইসলামের কথায়, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছে। তবে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে নতুন ঘরের ব্যবস্থা করলে ভালো হত।’ আরেক অভিভাবক নাজিমুল ইসলাম বলেন, ‘সীমান্তবর্তী এলাকার এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি চালুর খবরে সকলেই খুশি। তবে আগে থেকে পরিকাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় শিক্ষকরা যেভাবে নিজেরাই ঘর পরিষ্কার ও রং করছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।’ মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) বরুণ বিশ্বাস বলেন, ‘উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সমস্যা মিটে যাবে।’

জেলার খেলা

সংগ্রামের ১০৪

ম্যাচের সেরা সংগ্রাম সাহা।

নিশিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০১৫ ব্যাচ ১০ উইকেটে ২০১২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১২ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১৩৯ রান তোলে। জবাবে ২০১৫ ব্যাচ ৭.২ ওভারে বিনা উইকেটে ১৪০ রান তুলে নেয়। ১০৪ রান করেন ম্যাচের সেরা সংগ্রাম সাহা। ২০২১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০২০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২০ প্রথমে ৫ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। জবাবে ২০২১ ব্যাচ ৯.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দিবাকর দেবকুমার ৫৪ রান করেন। ২০১০ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৫ প্রথমে ৮ উইকেটে ১৩৪ রান তোলে। জবাবে ২০১০ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে নেয়।

রাম্ভোলিয়ান্স ক্রিকেট

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রাম্ভোলিয়ান্সের ক্রিকেটে শনিবার ২০২৪ প্রাক্তনী ৮ উইকেটে ২০১২ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে প্রথমে ২০১২ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। জবাবে ২০২৪ প্রাক্তনী ৬.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৩১ রান তুলে নেয়। ২০১৪ প্রাক্তনী ৯ উইকেটে ২০২০-’২১ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০২০-’২১ প্রাক্তনী ৮.৫ ওভারে ৭৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে ২০১৪ প্রাক্তনী ৬ ওভারে ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে নেয়। ২০০৮-’১০ প্রাক্তনী ৬ উইকেটে ২০০৯ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৯ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। জবাবে ২০০৮-’১০ প্রাক্তনী ৬ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। ২০১৩ প্রাক্তনী ১০০ রানে ২০০৪ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০১৩ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান তোলে। জবাবে ২০০৪ প্রাক্তনী ৮ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়।

অভিজিতের ৭৭

জামালদহ, ২৮ ডিসেম্বর : তুলসী দেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শনিবার ২০০৬-’১০ মাধ্যমিক ব্যাচ ৭৭ রানে ২০০০-’০৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৬-’১০ ব্যাচ ৪ উইকেটে ১৮৩ রান তোলে। ৭৭ রান করেন ম্যাচের সেরা অভিজিৎ দাস। জবাবে ২০০০-’০৫ ব্যাচ ১০৬ রানে গুটিয়ে যায়। ২০১১-’১৩ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০২২-’২৪ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২২-’২৪ ব্যাচ ৫ উইকেটে ৮২ রান তোলে। জবাবে ২০১১-’১৩ ব্যাচ ৬.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। ২০২০-’২১ ব্যাচ ৩ উইকেটে ২০১৪-’১৬ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৪-’১৬ ব্যাচ ৬ উইকেটে ১০৫ রান তোলে। জবাবে ২০২০-’২১ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৭ উইকেটে ১০৬ পৌঁছে যায়। ২২ রান করেন সেরা মনোজ।

দিব্যেন্দুর ৪০

নিশিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০০৩ ব্যাচ ৬২ রানে ২০০৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৩ ব্যাচ ৩ উইকেটে ১২১ রান তোলে। জবাবে ২০০৫ ব্যাচ ৫৯ রানে আটকে যায়। ৪০ রান করেন ম্যাচের সেরা দিব্যেন্দু ভদ্র। ১৯৯৯ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৯৯৮ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ১৯৯৮ ব্যাচ ৪ উইকেটে ৯৪ রান তোলে। জবাবে ১৯৯৯ ব্যাচ ৮.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। ২০১০ ব্যাচ ৪৮ রানে ২০০৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১০ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১১৮ রান তোলে। জবাবে ২০০৯ ব্যাচ ৪ উইকেটে ৭০ রানে আটকে যায়। ৩৪ রান করেন প্রীতম মালাকার।

রূপকের শতরান

তুফানগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শনিবার চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ১৯৬ রানে রাজারকুঠি ইয়াং স্টার ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে প্রথমে চিলাখানা ৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১৩ রান তোলে। ১৩৭ রান করেন ম্যাচের সেরা রূপক দেব। জবাবে রাজারকুঠি ২৫.৩ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায়। কঙ্কন চক্রবর্তী ১৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। রবিবার খেলবে নিউ প্রগতি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

তাবিজের দাপট

শীতলকুচি, ২৮ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ক্রিকেটে শনিবার বারোমাসিয়া নজরুল সংঘ ১ উইকেটে বড়মরিচা একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে বড়মরিচা ৮৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। অর্পণ অধিকারী ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা তাবিজ ১৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বারোমাসিয়া ১১.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। তাবিজ ২৬ রান করেন। রবিবার খেলবে ত্রয়ী সংঘ আক্রারহাট এবং বিএস স্পোর্টিং গোঁসাইরহাট।

হীরক ট্রফি শুরু

মেখলিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : ডাঃ হীরকজ্যোতি অধিকারী ট্রফি ক্রিকেট শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড ১০ উইকেটে ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়েছে। টসে হেরে ৪ নম্বর ওয়ার্ড প্রথমে ৬ উইকেটে ৯৪ রান তোলে। বিশ্ব বর্মন ৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ৯ নম্বর ওয়ার্ড ৬ ওভারে বিনা উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বিশ্বপতি দাস। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

পুরস্কার হাতে সোনাই সূত্রধর।

সোনাইয়ের সেঞ্চুরি

তুফানগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : ডিজিএম ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল বিজু ইলেভেন। শনিবার তারা ৯ উইকেটে মাথাভাঙ্গা পাড়াডুবি ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে মাথাভাঙ্গা ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৫০ রান তোলে। জবাবে বিজু ৪ ওভারে ১ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। বিজু দেবনাথ ৪২ রান করেন। তার আগে বিজু ৬ উইকেটে শামুকতলার বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে শামুকতলা ৪ ওভারে ৬৩ রানে অল আউট হয়। জবাবে বিজু ৪ ওভারে ২ উইকেটে ৬৪ রান তুলে নেয়।

মাথাভাঙ্গা ৪০ রানে আগমনী একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। মাথাভাঙ্গা প্রথমে ১০ ওভারে ১৩২ রান তোলে। জবাবে আগমনী ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯২ রানে আটকে যায়। ১০০ রান করেন ম্যাচের সেরা সোনাই সূত্রধর। ৫ জানুয়ারি সেমিফাইনালে খেলবে গুড মর্নিং টিম-জেনকিং ইলেভেন, মোরশেদ আলি একাদশ-বিজু ইলেভেন।

রাজ্য দলে ৫

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের শিয়াগঞ্জে ৩-৫ জানুয়ারি পুরুষদের জাতীয় আতিয়া পাতিয়া অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য বাংলা দলে দিনহাটার পাঁচজন সুযোগ পেয়েছেন।

তাঁরা হলেন সঞ্জিৎ বর্মন, অরূপ বর্মন, সোহেল রানা, ইউসুফ হোসেন মিয়াঁ ও পরিমল গোয়ালা।

কোচবিহার জেলা আতিয়া পাতিয়া সংস্থার সচিব অজিত বর্মন জানিয়েছেন, খেলোয়াড়রা শনিবার দিনহাটা থেকে রওনা হয়েছেন।

কোচবিহার দল

দিনহাটা, ২৮ ডিসেম্বর : বাঁকুড়ার জগদল্লা হাইস্কুলের মাঠে ৩০-৩১ ডিসেম্বর ছেলে ও মেয়েদের রাজ্য আতিয়া পাতিয়া অনুষ্ঠিত হবে। যার জন্য কোচবিহার দল শনিবার রওনা হয়েছে। ছেলেদের দলে ১১ ও মেয়েদের দলে ১২ জন রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন খট্টিমারি

ফুলবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ি ময়ূখ মঞ্চের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল খট্টিমারি সুপার সিক্স। ফাইনালে তারা ২-০ ব্যবধানে শিলডাঙ্গা সুপার সিক্সকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা খট্টিমারির মনোজ রায়। প্রতিযোগিতায় সেরা ধূপগুড়ির আজাদ।

দীপের ৫৩

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে শনিবার স্বাধীন ক্লাব ৮ উইকেটে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে।

এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে কল্যাণ স্পোর্টিং ১৯.৪ ওভারে ১০৮ রানে অলআউট হয়। জয় রাউত ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা মনোরঞ্জন সরকার ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্বাধীন ক্লাব ১৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে নেয়। দীপ মিজার ৫৩ রান করেন।

রংদার রোববার

২০২৪ শেষ হতে আর মাত্র দু'দিন। বছরটা যেমন ভারতকে প্রচুর দিল, আবার নিয়েও গেল অনেক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিংবদন্তিদের অনেকেই হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। বছর বিদায়ের আবহে হারিয়ে যাওয়া কিছু মৃত্যুহীন মুখ বেছে নেওয়া হল এবারের প্রচ্ছদে।

১০
আরও প্রচ্ছদ :
দীপায়ন বসু, শুভ সরকার,
সৌভিক সেন ও অনিমেষ দত্ত

১১
গল্প
হর্ষ দত্ত
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
কবিতাগুচ্ছ
সুবোধ সরকার
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
পূর্বা সেনগুপ্ত

হে প্রিয়, বিদায়

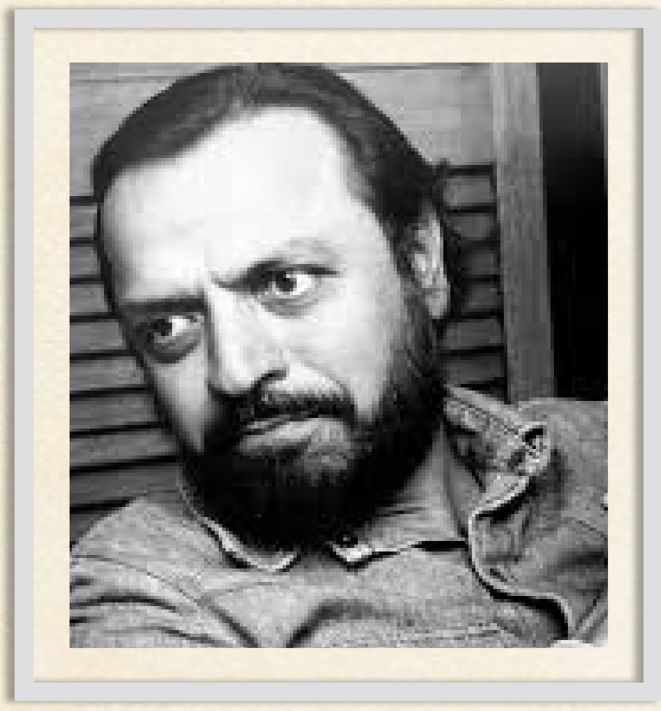

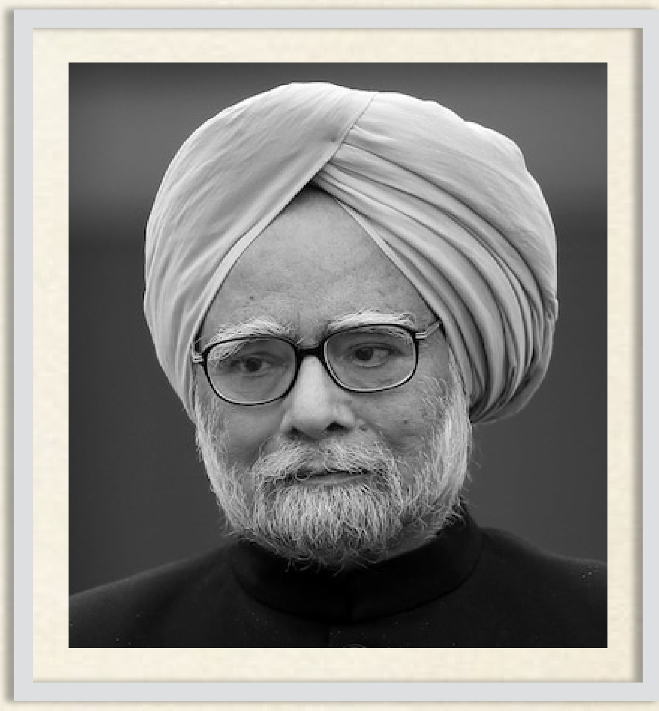

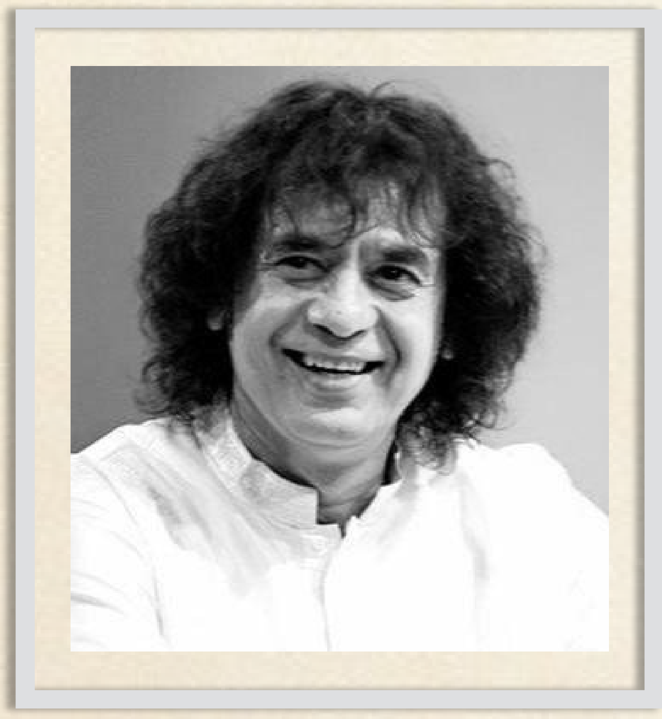

সমান্তরাল বিপ্লব

শ্যাম বেনেগল (প্রয়াণ : ২৩ ডিসেম্বর)

দীপ সাহা

সমাজ এবং প্রান্তিক মানুষের কাহিনীকে সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে সাতের দশকে যখন ভারতীয় সিনেমায় অপরাধমূলক গল্পের চাহিদা তুঙ্গে। চেনা ছকের বাইরে গিয়ে তখন অবশ্য সেই কাজটাই করে দেখিয়েছিলেন শ্যাম বেনেগল। মূলধারার সিনেমা থেকেও বেরিয়ে এসে যে কেরিয়ারে রাজ করা যায়, তার অন্যতম উদাহরণ হয়ে থেকেছেন তিনি।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'-র। কারণ মানিকবাবুর হাত ধরেই 'বিপ্লব' ঘটেছিল বাংলা চলচ্চিত্রের। বলিউডে সেই বিপ্লবের অঙ্কুর গজিয়েছিল শ্যামের 'অঙ্কুর' দিয়ে। সামাজিক শ্রেণি, লিঙ্গবৈষম্য এবং গ্রামীণ মহিলাদের সংগ্রামের গল্প তুলে ধরে সিনেমার নবতরঙ্গের পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

শুধু গল্প বলার ধরন নয়, কলাকুশলী চয়নেও ছক ভেঙে দেখিয়েছিলেন, 'চাইলে সব সম্ভব'। সাতের দশকে বলিউডে তখন রাজ করছেন ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী। কিন্তু 'অঙ্কুর'-এর অভিনেত্রী হিসেবে শ্যাম তুলে এনেছিলেন নবাগতা শাবানা আজমিকে। ঘটনাচক্রে সেটাই ছিল শাবানার জীবনের প্রথম ছবি। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে শাবানা বলেছিলেন, 'শ্যাম আমার কেরিয়ারের তো বটেই, জীবনেরও গুরু।' অঙ্কুরের পর বলিউডে নানাভাবে নিজেকে জাহির করেছেন শাবানা। জুটিতে মিলে একসঙ্গে কাজ করেছেন নিশান্ত (১৯৭৫), জুনুন (১৯৭৮), সুসমান (১৯৮৭), অন্তর্নাদ (১৯৯১) সহ আরও একাধিক ছবিতে।

শুধু শাবানা কেন, নাসিরুদ্দিন শাহ, স্মিতা পাটিল, রাজিত কাপুরের মতো প্রতিভাবান অভিনেতাদের লাইমলাইটে তো নিয়ে এসেছিলেন শ্যামই। এখানেই তিনি অনন্য হয়ে থেকেছেন। অঙ্কুর-এর পর ওই দশকেই দর্শককে উপহার দিয়েছেন নিশান্ত, ভূমিকা বা জুনুনের মতো ছবি এবং প্রতিটির ঝুলিতেই রয়েছে জাতীয় পুরস্কার।

> সত্যজিৎকে নিজের 'আইডল' মানতেন শ্যাম। হিংসে করতেন নিজের তুতোভাই পরিচালক গুরু দত্তকেও। কারণ তিনি মনে করতেন, পরিচালনায় গুরু তাঁকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন বরাবর। সে কথা কবুল করেছিলেন নিজেই।

শুরুটা হয়েছিল বছর বারোয়। বাবার ক্যামেরা নিয়ে কারসাজি করতে করতেই বানিয়ে ফেলেছিলেন আস্ত একখানা ছবি। তারপর বুকে হাজারো স্বপ্ন আর পকেটে ৫ টাকা নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন মুম্বইয়ে। বিজ্ঞাপনী কপিরাইটার, সেখান থেকে বিজ্ঞাপনী ছবির স্ক্রিপ্ট রাইটার এবং তারও পরে পাকাপাকিভাবে সিনেমা পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সিনেমা- পাগল ছিলেন লোকটা। নইলে কি আর ৮৮ বছর বয়সে এসেও কেউ সিনেমা বানান!

সালটা এখন ২০২৪। একাত্তরের ইতিহাস মুছে ফেলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার আপ্রাণ চেষ্টায় মেতেছে ছাত্র-যুবসমাজ। পদ্মাপারের দেশ ভুলে যেতে চাইছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তিকে। কিন্তু ইতিহাস চাইলেই কি আর মোছা যায়! অন্তত শ্যাম বেনেগল কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসকে একেবারে মুছে ফেলতে দেননি এবং দেবেনও না। কারণ তাঁর জীবনের শেষ সিনেমা হিসেবে থেকে গেল 'মুজিব- একটি জাতির রূপকার'। বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রেক্ষিতে তৈরি সিনেমাটি তাঁর কেরিয়ারের 'অন্যতম' বলেও উল্লেখ করেছিলেন পরিচালক।

ছবিটি নিয়ে কিন্তু কম বিতর্ক হয়নি বাংলাদেশে। ভুল তথ্য দেওয়ার মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগও উঠেছে বেনেগলের বিরুদ্ধে। যদিও পরে সেইসব বিতর্কিত দৃশ্য কাটছাঁট করে ছবিটি গতবছর মুক্তি পায় সে দেশে। আর ঠিক তার পরের বছরই বাংলাদেশের 'ইতিহাস' মুছে ফেলার অপচেষ্টা এবং বেনেগলের মৃত্যু। কী অদ্ভুত সমাপতন না!

সত্যজিৎকে নিজের 'আইডল' মানতেন শ্যাম। হিংসে করতেন নিজের তুতোভাই পরিচালক গুরু দত্তকেও। কারণ তিনি মনে করতেন, পরিচালনায় গুরু তাঁকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন বরাবর। সে কথা কবুল করেছিলেন নিজেই। কিন্তু তিনি নিজেই যে কত পরিচালকের শিক্ষাগুরু হয়ে রয়ে গিয়েছেন, তা হয়তো আন্দাজ করেননি কোনওদিন। বলা ভালো, করলেও বুঝতে দেননি। আর তাই চুপিসারে তিনি রয়ে গিয়েছেন, সমান্তরাল সিনেমার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে। আরও কয়েকটা শতাব্দীতেও থাকবেন।

তবলা ও তিনি এখন সমার্থক

জাকির হুসেন (প্রয়াণ : ১৫ ডিসেম্বর)

প্রদীপ দে তপাদার

তবলার ইতিহাস অজানা। আধুনিক গবেষণার দাবি, ১৭৩৮ সালে আমির খসরু এর উদ্ভাবক। ভারতে তবলার বহু ওস্তাদ ছিলেন ও আছেন। এঁদের অন্যতম জাকির হুসেন। তবলা ও জাকির সমার্থক। জাকির মূলত পঞ্জাব ঘরানার শিল্পী। লাহোরে লালভবানী সিংয়ের হাত ধরে পাখোয়াজের জন্য এই ঘরানার উৎপত্তি। ভারতীয় মার্গ সংগীতে নানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তবলা সংগতের বহুমুখী ব্যবহার ও আবেদন একে বিশ্বমঞ্চে ভিন্ন আসন দিয়েছে। জাকিরের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বিশ্বজনীন হয়েছে। জ্যাজ, ওয়ার্ল্ড মিউজিক ও ঐতিহ্যবাহী নানা রাগ-রাগিণীর ভারতীয় কম্পোজিশনগুলি বিভিন্ন ধারার যন্ত্রীদের হাতে বিকশিত হয়েছে। তাঁদের সংগতকারী হিসাবে জাকিরের কারিকুরি তাঁকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সংগতকারিতার মাধ্যমে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান ঘুচিয়েছেন।

জাকির এক বর্ণময় চরিত্র। প্রবীণ তবলিয়া স্বপন চৌধুরী, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়রা তাঁকে 'কিংবদন্তি' বলতে দ্বিধা করেন না। অনিন্দ্যর কথায়, 'জাকির যেমন প্রথাগত খানদানি রীতিতে তবলা বাজাতে পটু, তেমনই সংগীত বোদ্ধা নন এমন শ্রোতার জন্য সহজ তালে তবলা বাজিয়ে তাঁদের আকৃষ্ট করছেন।' জাকিরের বাজনশৈলী সম্পর্কে অনিন্দ্যর অভিমত, আজীবন 'আব্বাজান' আল্লারাখার কাছে তালিম নিলেও তাঁর বাজনায় আহমেদজান থেরেকুয়া খাঁ সাহেবের প্রভাব রয়েছে। নানা বোলের ব্যবহারে এটা সুস্পষ্ট। বোলের কনটেন্টের ফারাক তবলিয়া ব্যতীত সাধারণ শ্রোতারা বুঝতে পারবেন না। তাঁর মতে, ভারতে বহু তবলিয়া জন্মেছেন। তাঁদের বাজনশৈলী যুগ যুগ ধরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করছে। এঁদের মধ্যে জাকির সবার চেয়ে আলাদা। জাকিরের যাত্রাপথ কঠোর প্রশিক্ষণ ও ছন্দের সহজাত আবেগময়। এই গুণই তাঁকে নানা তালের একের পর এক জটিল ঠেকার কৌশল ও শৈলী আয়ত্ত করতে শিখিয়েছে। বৈচিত্র্যময় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর শৈল্পিক সংবেদনশীলতা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

জাকিরের ব্যতিক্রমী জীবনদর্শন তাঁকে সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করেছে। সংগীত পরিবারে জন্মে শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চায় বেড়ে উঠেছেন। এসবই তাঁর শৈল্পিক যাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল। জাকির দর্শন, চিত্রকলা ও রান্নায় আগ্রহী ছিলেন। এসবই তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয়। শাস্ত্রীয় সংগীত জগতের বাইরেও নানা শিল্পমাধ্যমে তাঁর অভিব্যক্তি ভিন্নরূপে দেখা গিয়েছে।

তবলা ও জীবন সম্পর্কে জাকিরের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা বহন করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির পরিচয়ের প্রতিফলন শিল্প। চলতি বিশ্বায়নের যুগে নিজের শিকড়ে আস্থা অটুট রাখা অপরিহার্য। হাজারও ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া ও দেওয়ার মানসিকতা ঈর্ষণীয়। তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের সুরেলা সংমিশ্রণ তাঁর শৈল্পিকতার বৈশিষ্ট্য।

জাকিরের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তাঁরা প্রায়শই তাঁর উদারতা ও নম্রতার কথা স্মরণ করেন। বিশিষ্ট গায়ক সাজন মিশ্র জাকির সম্পর্কে বলছিলেন, 'জাকিরভাই আমার থেকে কম করে পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু যখনই দেখা হত, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। বাধা দিলে বলতেন, আপনাকে নয়, আপনার ভেতরে থাকা সরস্বতীকে প্রণাম করছি। এই অনুরাগ, বিনম্রতা তাঁকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়েছে।'

প্রখ্যাত বাঁশিবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার মন্তব্য, 'জাকিরের মধ্যে সহ শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করার সহজাত ক্ষমতা ছিল। তিনি শুধু একজন ওস্তাদই নন, সবার পথপ্রদর্শক।' অসংখ্য শিল্পী সহ আশপাশে থাকা বহু মানুষের জীবন তিনি বদলে দিয়েছেন। জাকির তবলার ভাষা প্রকাশে নিত্যনতুন উপায় খুঁজতেন। নানা ধারার সংগীতের উপাদানগুলির সঙ্গে শাস্ত্রীয় কৌশলগুলিকে মিশিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। পশ্চিমের জ্যাজ থেকে ভারতীয় ধ্রুপদী সুর, নানা ব্যাকগ্রাউন্ডের কারিকুরি তাঁর বহুমুখিতা ও তবলার অনবদ্য ব্যবহারের নমুনা। প্রকৃতপক্ষে, জাকির ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মশালবাহক।

সততা ও সাহস

মনমোহন সিং (প্রয়াণ : ২৬ ডিসেম্বর)

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবল-ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন কিছু খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা সংকটের মুহূর্তে মাঠে নেমে দলকে বাঁচাতেন। ভারতীয় রাজনীতিতে মনমোহন সিং ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব।

১৯৯১ সালে পিভি নরসিমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় এলো, তখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে। অল্প সময়ের মধ্যে পতন ঘটেছে ভিপি সিং ও চন্দ্রশেখর- দু'দুটি সরকারের। বেহাল অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার তলানিতে, চরম বেকারত্ব। ঠিক এই অবস্থায় মনমোহনকে অর্থমন্ত্রী করলেন রাও। রিজার্ভ ব্যাংকের সোনা আইএমএফে বন্ধক রেখে ডলার ধার করে পরিস্থিতির সামাল দেওয়া শুরু করলেন অর্থমন্ত্রী। লাইসেন্স-রাজের অবসান ঘটালেন। বিশ্বের জন্য খুলে দিলেন ভারতীয় অর্থনীতির দরজা।

তাঁরই শুরু করা আর্থিক সংস্কার, উদার অর্থনীতি, সামাজিক সুরক্ষার পথ আজও ছাড়েনি ভারত। তাঁর এইসব কৃতিত্ব মনমোহনকে অমর করে রাখবে।

অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের প্রাক্তনী মনমোহনের কর্মজীবনও বিশাল। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘে কাজ দিয়ে শুরু, তারপর একে একে কেন্দ্রে বাণিজ্য-শিল্প মন্ত্রকের উপদেষ্টা, মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, আরবিআই গভর্নর, যোজনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ।

২০০৪-এ ইউপিএ ক্ষমতায় এলে 'বিদেশিনি' বিতর্ক এড়াতে মনমোহনকে প্রধানমন্ত্রী হতে অনুরোধ করেন সোনিয়া গান্ধি। তা থেকেই সঞ্জয় বারুর বেস্টসেলার 'অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার।' মিতভাষী মনমোহনকে নিয়ে কম হাসাহাসি করেননি বিরোধীরা। তাঁর নামই দেওয়া হয় 'মৌনমোহন'। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে যাবতীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, আইন সবই তো মনমোহন জমানার সৃষ্টি।

১০০ দিনের কাজ, খাদ্য সুরক্ষা এবং জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইন, অরণ্যের অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, তথ্যের অধিকার আইন, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি সবেতেই মনমোহনী ছাপ স্পষ্ট।

মৃদুভাষী হলেও তাঁর মানসিকতা ছিল ইস্পাতকঠিন। বামেদের আপত্তি উপেক্ষা উড়িয়ে তিনি পরমাণু চুক্তি করেন। বামরা বারবার সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়ায় মনমোহন বলেছিলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। সমর্থন তুললে তুলুক।' অর্থনীতিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের কারণে বিশ্বের বহু বিশিষ্টজন মনমোহনের শরণাপন্ন হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আত্মজীবনীতে ভুয়সী প্রশংসা রয়েছে মনমোহনের।

২০০৮-এ বিশ্ব অর্থনীতিই যখন সংকটে, তখনও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের ওপরে। ইউপিএ জমানায় টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ গেমস, কয়লাখনি বন্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কোনও অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। দুর্নীতির কালি ছেটানো যায়নি মনমোহনের গায়ে। ভারত হারাল এক প্রকৃত সজ্জন, বিনয়ী, নম্র, গুণীজনকে। প্রধানমন্ত্রী হয়েও তাঁর জীবন ছিল সরল-সাধাসিদে। প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ বিএমডব্লিউ-এর চেয়ে নিজের মারুতি ৮০০-ই ছিল বেশি প্রিয়, তাতেই তিনি ছিলেন বেশি এবং স্বচ্ছন্দ।

> মিতভাষী মনমোহনকে নিয়ে কম হাসাহাসি করেননি বিরোধীরা। তাঁর নামই দেওয়া হয় 'মৌনমোহন'। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে যাবতীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, আইন সবই তো মনমোহন জমানার সৃষ্টি। ১০০ দিনের কাজ, খাদ্য সুরক্ষা এবং জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইন, অরণ্যের অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, তথ্যের অধিকার আইন, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি সবেতেই মনমোহনী ছাপ স্পষ্ট। মৃদুভাষী হলেও তাঁর মানসিকতা ছিল ইস্পাতকঠিন। বামেদের আপত্তি উপেক্ষা উড়িয়ে তিনি পরমাণু চুক্তি করেন।

সুরের দরবারে কৈশোরেই কিংবদন্তি

রাশিদ খান (প্রয়াণ : ৯ জানুয়ারি)

অনুপ দত্ত

সুর সম্রাট রাশিদ খান বলেছিলেন, 'এক আচ্ছে কালাকার, একজন ভালো সংগীতজ্ঞ হতে হলে সবার আগে নিজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা হিংসাগুলি দূর করতে হয়।'

শিল্পীর উদারতা দেখার সুযোগ হয়েছিল একবার। বাম আমলে তখন শিলিগুড়ি উৎসবে সংগীত পরিবেশন করতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তিনি। বাঘা যতীন পার্কে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ডিসেম্বরের রাত ছিল। বেশ জাঁকিয়ে ঠান্ডা। সন্ধ্যা থেকেই সকলে অপেক্ষা করছিলেন রাশিদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

রাত প্রায় পৌনে দশটা হয়ে গিয়েছিল, রাশিদ আর মঞ্চ পাচ্ছেন না।

স্থানীয় শিল্পীদের অনুষ্ঠান কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। দর্শকাসন থেকে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়। মঞ্চের পাশে তখন দাঁড়িয়েছিলেন রাশিদ। দর্শকদের উত্তেজনা চরম আকার নিলে নিজেই উঠে পড়েন মঞ্চে। কিংবদন্তি শিল্পী মঞ্চে উঠতেই শান্ত হন দর্শকেরা। রাশিদ হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে ধীরলয়ে সংগীতের মতো একটু হেসে শুধু বলেন, লোকাল শিল্পীদেরও গান শোনানোর একটা সুযোগ দিন।

এমনই ছিলেন রাশিদ।

ছোটবেলায় গানের থেকে ফুটবলের প্রতি আকর্ষণ ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর মামা গোলাম মুস্তাফা খান প্রথম রাশিদের মধ্যে সংগীতের প্রতিভা লক্ষ্য করেন। তবে সংগীতের প্রধান প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন দাদু নিসার হোসেন খান। সংগীতগুরু নিসার একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন। একরকম ধরেবেঁধে সংগীত চর্চায় বসাতেন। শোনা যায়, ভোর চারটে থেকে স্বর সাধনার উপর জোর দিতেন। রাশিদকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুধু স্কেলের একটি নোট অনুশীলন করাতেন। একটি নোট অনুশীলন করাতে গোটা দিন পেরিয়ে যেত। তখনকার সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে রাশিদকে তান ও লয়কারীতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

> তিনি রামপুর-সহসওয়ান ঘরানার হলেও সেই ঘরানাকেন্দ্রিকতা তাঁকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি। বরং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার চমৎকারিত্ব তাঁর কণ্ঠে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

পরে দেখা গেল, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী তাঁকে ভারতীয় সংগীতের আধুনিক যুগে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে দ্বিধাবোধ করেননি। রাশিদের গুণমুগ্ধ ছিলেন রবিশঙ্করও।

১৯৮০ সালে সংগীত গুরুর হাত ধরে কলকাতায় আইটিসি সংগীত অ্যাকাডেমিতে চলে আসেন রাশিদ। এখানেই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে পরিপূর্ণ সংগীতশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন রাশিদ খান।

তিনি রামপুর-সহসওয়ান ঘরানার হলেও সেই ঘরানাকেন্দ্রিকতা তাঁকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি। বরং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার চমৎকারিত্ব তাঁর কণ্ঠে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে রামপুর সহসওয়ান ঘরানার সঙ্গে গোয়ালিয়র ঘরানার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা অত্যন্ত বিরল। তিনি গম্ভীর স্বর ও সুর, মধ্য ও ধীর লয়ের সঙ্গে সংগীতে তান ও বিস্তারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শৈল্পিক কারুকার্য মিশিয়ে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর বিলম্বিত খেয়াল গায়নে সরগম ও সরগম তানকারীর মিশেলে শাস্ত্রীয় সংগীতে বিরলতম চমৎকারিত্ব ধরা পড়ে। সংগীত পরিবেশনের সময় প্রতিটি গায়কিতে অনবদ্য পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন তিনি। নিসার হোসেনের কাছে শেখা তারানা গায়নে অনন্য শৈলীকে নিজের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে কারুকার্যমণ্ডিত করে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

তাঁর গায়কির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগের চলন অনুযায়ী নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ করে সুরকে নিয়ে নানারকমের খেলা। পাশাপাশি বন্দিশ কিংবা আলাপের সময় আবেগের স্নিগ্ধ ছোঁয়া দিয়ে সংগীতকে আরও বেশি শোভিত করা। তিনি শাস্ত্রীয় সংগীতের কঠিন নিয়মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীনত্বকে বদলে দিয়ে সুরের জাদুতে সেই সংগীতকেই সুমধুর করে তুলেছিলেন।

আমির খুসরুর 'নয়না পিয়া সে' গানটিকে তিনি সুফি ঢঙে গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় মার্গসংগীত মিশিয়ে এক নতুন ধারা তৈরি করেন। রবীন্দ্রসংগীতকে নিজের স্টাইলে উপহার দেন। তাঁর ফিল্মি গান 'আয়োগে যব তুম সজনা' রীতিমতো মিথ হয়ে গিয়েছে।

হিন্দি-বাংলা সমস্ত ভাষায় তাঁর কণ্ঠসংগীতে মন মজেছে আপামর বাঙালি তথা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ। তবে মাত্র ৫৫ বছরেই রাশিদের চলে যাওয়া কেউ মেনে নিতে পারবেন না।

রংদার রোববার

শুধুই বাঞ্জারাম নন

মনোজ মিত্র (প্রয়াণ : ১২ নভেম্বর)

দীপায়ন বসু

সিনেস্টার হওয়ার দরকার নেই, মোটামুটি একটু নাম হয়ে যাওয়া ইউটিউবস্টার হলেই হল। পাড়ার কোনও অনুষ্ঠানে ফিতে কাটার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে দেখুন, বায়নাক্কা কাকে বলে খুব সহজেই টের পাওয়া যাবে। এমন নয় যে, নামী ইউটিউবারদের সবার মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে যে বটেই তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আর এখানটাতেই তিনি একদম আলাদা। ২০০৪ সাল। শিলিগুড়ির বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর ২৫ বছর পূর্তি। বিশেষ অতিথি হিসেবে সেবারে মনোজ মিত্রকে নিয়ে আসা হয়েছিল। নামী কোনও হোটেলে নয়, তাঁকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের পান্থনিবাসে। ‘মানুষটি যে কত আলাদা আমরা সেবারই পরিষ্কার টের পেয়েছিলাম’, সংস্থার অন্যতম বিমান দাশগুপ্ত স্মৃতিমেদুর, ‘এত বড় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আলাদা কোনও চাহিদা নেই, নিজের দিকে নজর টানার বাহুল্য নেই। নাটক নিয়ে আলোচনায় নিজের পাণ্ডিত্য ফলানোর কোনও চেষ্টাও নেই।’

মনোজ মিত্র সত্যিই এমন। এটা দুর্ভাগ্য যে তাঁর বৃহত্তর পরিচিতি শুধুমাত্র ‘বাঞ্ছারামের বাগান’–এই আটকে থাকল। অথচ এমনটা কিন্তু হওয়ার কথাই ছিল না। শিলিগুড়ির নাটকজগৎটাকে খুব কাছ থেকে দেখা পার্থ চৌধুরীর কথায়, ‘‘মনোজবাবু এখানকার মিত্র সম্মিলনীতে ‘সাজানো বাগান’ মঞ্চস্থ করে গিয়েছিলেন। নাটককে কী করে সাধের বাগানের মতোই সাজিয়ে তোলা যায় তা নাটকের সঙ্গে যুক্তরা সেবারে খুব ভালোমতোই টের পেয়েছিলেন।’’ শুধুই যে নাটক করার সুবাদে তা নয়, পাহাড় আর ডুয়ার্সের দিকে শুটিং করা বেশ কিছু বাংলা সিনেমায় কাজের সুবাদেও শহর শিলিগুড়ি মনোজের খুব কাছের ছিল। তাই ডাক দিলেই হল, সময় কুলোলে এখানে আসতে তিনি মোটেও দেরি করতেন না। আর এখানকার যে কারও সঙ্গেই খুব সহজে মিশে যেতে পারতেন। উত্তম দাস সেটা পরিষ্কার উপলব্ধিও করেছেন। উত্তম ছোটখাটো ব্যবসা করেন আর এন্তার ছড়া লেখেন। যে কোনও বিষয়ে, অনায়াসে। সেই যেবার বলাকার ২৫ পূর্তিতে মনোজ শিলিগুড়িতে এসেছিলেন, দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিংকর কক্ষে উত্তম মনোজকে নিয়ে লেখা তাঁর ছড়া সেই মানুষটিকে শুনিয়েছিলেন। মনোজ–বচনে ‘বাহ!’ আজও উত্তমকে অনুপ্রেরণা জোগায় নতুন সৃষ্টির তাগিদে।

মনোজ এভাবেই কত মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তার ঠিক নেই। শত্রু, আদালত ও একটি মেয়ের মতো অজস্র সিনেমায় অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি, দাপটে মঞ্চাভিনয়ও চলেছে। হালকা চালের বহু নাটক করে সবাইকে আমোদ দিয়েছেন, আবার তিনিই চাকভাঙা মধু, দর্পণে শরৎশশী, অলকানন্দার পুত্রকন্যার মতো সিরিয়াস নাটক মঞ্চস্থ করে সবাইকে বারে বারে চমকে দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে পার্থ বিভোর, ‘রবীন্দ্রোত্তর যুগে যাঁরা নাটক লিখতেন, তাঁদের মধ্যে মনোজ মিত্র যে অন্যতম তাতে কোনও সন্দেহ নেই।’

> শত্রু, আদালত ও একটি মেয়ের মতো অজস্র সিনেমায় অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি, দাপটে মঞ্চাভিনয়ও চলেছে। হালকা চালের বহু নাটক করে সবাইকে আমোদ দিয়েছেন, আবার তিনিই চাকভাঙা মধু, দর্পণে শরৎশশী, অলকানন্দার পুত্রকন্যার মতো সিরিয়াস নাটকে চমকে দেন।

অসামান্য অভিনয়, নাটক নিয়ে পাণ্ডিত্য, মনোজকে বিশ্লেষণ করতে বসলে এসব অবধারিতভাবে আসবেই কিন্তু তার থেকেও বেশি করে আসবে তাঁর মাটির মানুষ হয়ে থাকার বিষয়টি। আর তাই শহর শিলিগুড়ির কারও কারও মঞ্চে দেখা তাঁর ‘গল্প হেকিমসাহেব’ যত না মনে আছে তার থেকেও বেশি করে মনে থাকে সূর্য সেন পার্কে সেই মানুষটির সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণের স্মৃতি। বাঞ্ছারাম যেভাবে তাঁর সাধের বাগানটি আগলে রেখেছিলেন, মনোজস্মৃতিকে তেমন পরম মমতায় আগলে রেখেছেন পার্থ, বিমান, উত্তমরা।

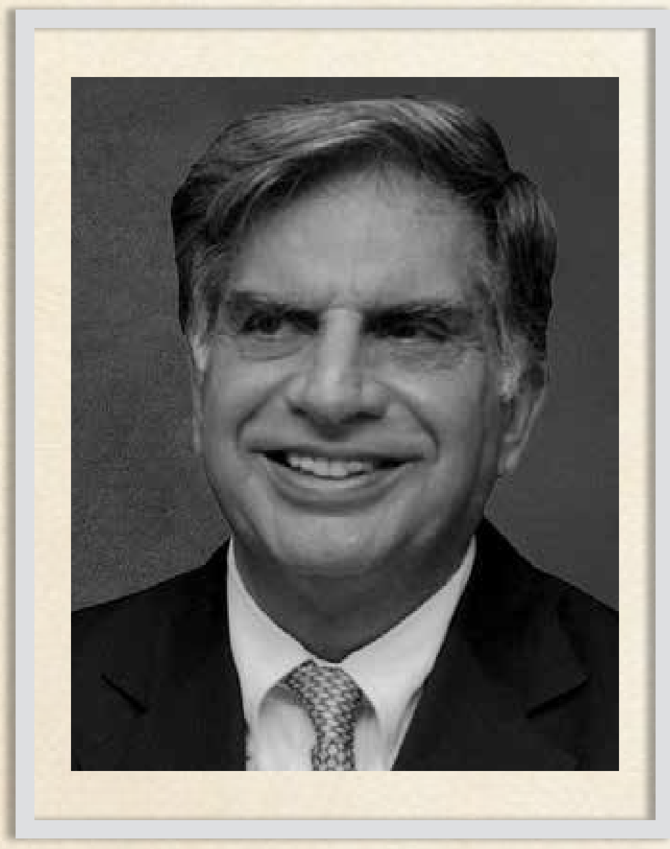

গুড্ডা থেকে গুন্ডা

রোহিত বল (প্রয়াণ : ১ নভেম্বর)

শুভ সরকার

পদ্ম আর ময়ূর। রোহিত বলের দুই দুর্বলতা। নাকি আকর্ষণ বলব? তাঁর করা বিভিন্ন পোশাকের ডিজাইনেও ঘুরেফিরে কখনও এসেছে পদ্ম, কখনও ময়ূর। জলাশয়ে ফুটে থাকা পদ্মের মধ্যে সারল্যের গন্ধ খুঁজে পেতেন। আর ময়ূরের মধ্যে দর্প। রোহিতকে যা যা আকর্ষণ করত, তাদের মধ্যে যতখানি বৈপরীত্য, ঠিক ততখানিই ফারাক ধরা পড়বে ভারতের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির এই তারকার জীবনের শিকড় খোঁজা হলে, আর ফ্যাশনের দুনিয়ায় তাঁর রাজপাটের বিবরণ দিতে গিয়ে।

কাশ্মীরি পণ্ডিত পরিবারে জন্ম। ভারতের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁকে গুড্ডা বলে চিনতেন অনেকে। কিশোর বয়সেই কাশ্মীরের শিকড় উপড়ে চলে এসেছিলেন দিল্লিতে। রক্ষণশীল পরিবারের প্রথা ভেঙে বেছে নিয়েছিলেন পোশাকশিল্পীর জীবিকা। তখন, যখন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাহীন ওই পেশায় আসার ঝুঁকিও নিতেন না। পরিবারের বাধা পেরিয়ে রোহিত সেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। দেশের এক নম্বর পোশাকশিল্পী হয়ে দেখিয়েছিলেন রোহিত বল, ওরফে গুড্ডা।

অল্পবয়সি লম্বা চুলের রোহিত, অথবা বয়স্ক সোনালি চুলের রোহিত, ইন্টারনেট ঘাঁটলেই যে যে ছবি স্ক্রিনে ভেসে ওঠে, তা দেখে বলাই যায়, নিজে মডেল হলে অনেক বড় বড় নাম চাপাই পড়ে যেত রোহিত-ছটায়। তাঁর ডাকনাম, গুড্ডা, মানে পুতুল। নিজে পুতুল নয়, লম্বা, অত্যন্ত সুদর্শন, ক্যারিশমাটিক রোহিত একটা সময় গোটা দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকেই নিজের হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেছিলেন। পড়াশোনা করেছিলেন ইতিহাস নিয়ে। তাও আবার দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস-এর মতো কলেজ থেকে। তারপর ফ্যাশন নিয়ে পড়াশোনা। নিফট থেকে পাস করার পর বছর ত্রিশেক বয়সেই নিজস্ব ব্র্যান্ড লঞ্চ করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও ফ্যাশনের দুনিয়ায় রোহিতের হাতেখড়ি আরও আগেই। ১৯৮৬ সালে ভাই রাজীব বলের সঙ্গে মিলে জামাকাপড় রপ্তানি করার একটি কোম্পানি খুলে ফেলেন। তারপর ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে রোহিতের রাজপাট।

এই তো কয়েক মাস আগেকার কথা। রোহিত তখন যেন বৃদ্ধ সম্রাট। অসুখবিসুখ থাবা বসিয়েছে শরীরে। ডাক্তারদের হাজারো রকম বারণ, নিষেধাজ্ঞা। সেসবকে সপাটে ছুড়ে ফেলে হল রোহিতের প্রত্যাবর্তন। তাঁর ডিজাইন করা পোশাকে র‌্যাম্পে হাঁটলেন অনন্যা পান্ডে। কালো পোশাকের উপর বড় বড় লাল গোলাপ। সূক্ষ্ম কারুকাজে তার সঙ্গে ফুটে উঠেছিল পাইন ফল আর হরিণ-হরিণীর মোটিফ। সেদিন অনন্যার কালো লেহেঙ্গায় লাল গোলাপ বারবার সমালোচকদের মনে করিয়ে দিয়েছে রোহিতের শিকড়ের কথা। কাশ্মীরের কথা। সেই ফ্যাশন ইভেন্টের নাম দিয়েছিলেন ‘কায়নাত’। মানে দুনিয়া। ঠিকই তো, রোহিতের কাজ তো আর কেবল ভারতের মানচিত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একসময় পুরুষ সমাজের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া উমা থারম্যান থেকে শুরু করে পামেলা অ্যান্ডারসন, রোহিতের ফ্যাশন দুনিয়ার ‘নাগরিক’ ছিলেন অনেকেই।

গুড্ডা নয়, ফ্যাশন নিয়ে চলতি ধ্যানধারণা তছনছ করে দিয়ে রোহিত হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির ‘গুন্ডা’।

মানবিকতার মুখ, অন্য দিগন্ত

রতন টাটা (প্রয়াণ : ৯ অক্টোবর)

সৌভিক সেন

নেটিজেনরা বলে, বাকিরা ‘বিজনেসম্যান’, রতন নাকি ‘ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট’। ফারাকটা কী? ফারাক নাকি দৃষ্টিভঙ্গিতে। সকলের জন্য ভাবতেন রতন। এই যেমন, নিম্নমধ্যবিত্তদের চারচাকায় ঘোরার সাহস দেখিয়েছিল তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত ‘ন্যানো’। ধনীদের তালিকায় ওপরের দিকে ছিলেন না বটে, তবে শীর্ষের মুকেশ আম্বানি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন, রতনই তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা।

এক ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে দরজার সামনে অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল পথকুকুর। কখনও সিঁড়িতে বসছে, কখনও আবার অতিথিদের গা ঘেঁষছে। শতাব্দীপ্রাচীন হোটেলে এটা রোজদিনের ছবি। অবলাদের যত্ন নেওয়া হয় সেখানে। এটাও কিন্তু সেই প্রবাদপ্রতিমের ইচ্ছে।

বরাবর প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা পছন্দ ছিল। বিয়ে করেননি। কাজ অন্তপ্রাণ রতনের শেষ বয়স পর্যন্ত সঙ্গী তাঁর সহযোগী তরুণটি। উইলে যাঁর বিদেশে পড়াশোনার খরচ বরাদ্দ করে যেতে ভোলেননি। তাঁর অবর্তমানে যেন প্রিয় পোষ্যের খেয়াল রাখা হয়, সেই ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন। একবার রতন জানতে পারেন, তাঁর সংস্থারই এক পুরোনো কর্মী ২ বছর ধরে গুরুতর অসুস্থ। শয্যাশায়ী প্রাক্তন কর্মীর খবর শুনে পৌঁছে যান তাঁর বাড়ি। ওই ব্যক্তির চিকিৎসা আর সন্তানদের পড়াশোনার খরচের ভার তুলে নেন নিজের কাঁধে। প্রচারবিমুখ রতন নিজে কাউকে সেই কথা না জানালেও যোগেশ দেশাই নামে এক ব্যক্তি ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনেন। ফের মুগ্ধ হয় নেটদুনিয়া।

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য- প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহযোগিতার হাত। ক্যানসারের চিকিৎসায় আর্থিকভাবে দুর্বলদের বড় ভরসা টাটা ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার। তাঁর আমলে টাটা গ্রুপ আইআইটি বম্বেকে ৯৫০ মিলিয়ন দান করেছিল। যা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে রেকর্ড। সেই অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা হয় টাটা সেন্টার ফর টেকনলজি অ্যান্ড ডিজাইন। একই বছরে টাটা ট্রাস্ট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিইউট অফ সায়েন্স-এর সেন্টার ফর নিউরোসায়েন্সে ৭৫০ মিলিয়ন দান করে অ্যালজাইমার্স নিয়ে গবেষণার জন্য।

রতন শুধু দেশের গণ্ডিতে আটকে ছিলেন না। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী রতন পরবর্তীতে ওই প্রতিষ্ঠানের একাধিক খাতে আর্থিক সহযোগিতা করেন। তাঁরই সাহায্যে নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়া এলাকায় পানীয় জলের মানোন্নয়নে কাজ করে। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার স্বার্থে দান করে গিয়েছেন তিনি। করোনাকালে টাটা গ্রুপের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

জামশেদপুরের পত্তনের কাহিনী রূপকথার চেয়ে কম নয়। ১৯০৮ সাল নাগাদ সাকচিতে একদল মানুষ এসেছিলেন চোখে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে। যে শহর তখন তৈরিই হয়নি, সেখানে ঘর বাঁধার দুঃসাহস ছিল প্রত্যেকের মনে। বর্তমানের জামশেদপুরের ভাবনা শুরু হয় টাটা স্টিল প্ল্যান্ট গঠনের মধ্য দিয়ে। একঝাঁক তরুণ-তরুণী নতুন জীবন শুরু করেন ভারতের প্রথম পরিকল্পিত শহরে এসে। রতন টাটার নেতৃত্বে টাটা স্টিলের কারবার প্রসারিত হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সংস্থার আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়নের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির পায়ের তলার মাটি আরও মজবুত হয়।

১৯৯১ সালে জেআরডি টাটা নিজের উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁকে। তারপর দীর্ঘ ২১ বছরের যাত্রাপথ। ওইসময়ে টাটা গ্রুপের রাজস্ব ৪০ গুণ এবং লাভের পরিমাণ প্রায় ৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় শিল্পে রতনের প্রভাব গভীর, কিন্তু তাঁর অবদান ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের বাইরেও সুপ্রসারিত। সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং পরোপকারের প্রতি তাঁর উৎসর্গ স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

> শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য- প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহযোগিতার হাত। ক্যানসারের চিকিৎসায় আর্থিকভাবে দুর্বলদের বড় ভরসা টাটা ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার। তাঁর আমলে টাটা গ্রুপ আইআইটি বম্বেকে ৯৫০ মিলিয়ন দান করেছিল।

চিঠি আসে না আর

পঙ্কজ উধাস (প্রয়াণ : ২৬ ফেব্রুয়ারি)

অনিমেষ দত্ত

তাঁর ঠিকানায় আর চিঠি আসে না। আসে না গানের অনুরোধ। অমন স্নিগ্ধভাবে ‘চিঠঠি আয়ি হ্যায় আয়ি হ্যায় চিঠঠি আয়ি হ্যায়’ গায় না কেউ। ডাকবাক্সগুলোও যেমন খালি, তেমনই এবছর ২৬ ফেব্রুয়ারি ৭২ বছর বয়সে সুরের দুনিয়া শূন্য করে চলে গিয়েছেন পঙ্কজ উধাস।

এ ধরাধাম শুনেছে মেহেদি হাসানকে, শুনেছে জগজিৎ সিংকে। অনুপ জলোটা কিংবা ‘মালিকা-এ-গজল’ বেগম আখতারে মোহিত হয়েছে বিশ্ব। তাঁদের পাশেই এক আসনে বসে গিয়েছিলেন পঙ্কজ। গজল গাইয়ে হিসেবে খ্যাতির এভারেস্টে পা রাখতে পেরেছিলেন এই পদ্মশ্রীপ্রাপক।

সময়টা আটের দশক। ‘অ্যাংরি ইয়াং ম্যান’-দের রমরমা। সেই জমানাতেও মৃদু কণ্ঠের পঙ্কজ মেহেদি, জগজিৎ, গুলাম আলিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঢুকে পড়েছিলেন গজলের প্রশান্ত মহাসাগরে। ভারী গলার অধিকারী ছিলেন না পঙ্কজ। তাঁর কণ্ঠ কানে আরাম দিত। তাঁর গান প্রশান্তি ছড়াত, সোজা আঘাত করত বুকের ভিতর। আট-নয়ের দশকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন হার্টথ্রব।

পরিপাটি চুল, টিপটপ পোশাকে হারমোনিয়ামে আঙুল ছুঁয়ে মাইকে মৃদুভাবে গাইতেন, ‘অউর আহিস্তা কিজিয়ে বাতে, ধড়কন কোই সুন রাহা হোগা’। সেই সময়ে যাঁরা বড় হয়েছেন, আজও তাঁদের বেশিরভাগের স্মৃতিতে খোদাই করা রয়েছে উধাসের ওই প্রতিচ্ছবি।

মধ্যবিত্তদের গজল কনসার্টে যাওয়ার ‘চিন্তা’ দূর করতে চিত্রহার তখন সবে সবে মিউজিক ভিডিও বানানো শুরু করেছিল। আর তাতেই কেল্লা ফতে। সিডি-ডিভিডি’র মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল পঙ্কজের কণ্ঠে- ‘ও পরদেশ কো জানে ওয়ালে, লৌট কে ফির না আনে ওয়ালে।’

মূলত গজল ঘরানার হলেও বাস, ট্রাক, অটো কিংবা রিকশায় পঙ্কজের আওয়াজ পৌঁছেছিল বলিউডে পা রাখার সুবাদেই। মহেশ ভাটের ‘নাম’ ছবিতে লক্ষ্মীকান্ত-প্যায়ারেলালের সুরে তাঁর গাওয়া ‘চিঠঠি আয়ি হ্যায়’ তাঁকে অমর করে দিয়েছে। পূরব না জাইয়ো, পশ্চিম না জাইয়ো, চান্দি জ্যায়সা রঙ্গ হ্যায় তেরা, সুনি হো গয়ি শহর কী গলিয়া’ আজও প্লে-লিস্টে শামিল।

আমরা যারা নাইনটিজ কিড, তাদের কাছে আবার পঙ্কজ পরিণত, অভিজ্ঞ, শিক্ষকসম। ‘আজ ফির তুম পে প্যায়ার আয়া হে’... চূড়ান্ত রোম্যান্স, আবার ‘সাজন’ ছবির ‘জিয়ে তো জিয়ে ক্যায়সে...’ মন ভারাক্রান্ত করে দেওয়া গানগুলিতে তিনি কীভাবে যে হিল্লোল তৈরি করতেন, তা আজও রহস্য। অমন ‘সাধারণ’ গায়কি ভঙ্গিতেও তাঁর গাওয়া ‘মহরা’ ছবির ‘না কাজরে কি ধার’ আজও আমাদের সফরসঙ্গী। তাঁর ‘নশা’, ‘পয়নামা’, ‘হসরত’, ‘হমসফর’ অ্যালবামগুলি আজও অনেকের নিঃসঙ্গ দুপুরের মেলডি, প্রেমে ছ্যাঁকা খাওয়া তরুণের আরাম। প্রশ্নটা যদি এমন হয়, ভারতের সংগীতজগৎ কেন মনে রাখবে পঙ্কজকে? কিংবা আমরা মানে আমআদমিই বা কেন স্মরণ করব তাঁকে? জটিল এমসিকিউয়ের মতো যে কোনও একটা উত্তরে টিক দেওয়া মুশকিল। ভালো গাইয়ে, সুরেলা কণ্ঠ, একের পর এক হিট অ্যালবাম, সংগীত সাধনায় নিবেদিত প্রাণ, বিদেশে খ্যাতি, ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার এসব তো থাকবেই। তবে আট-নয়ের দশকে তরুণদের মধ্যে গজল জনপ্রিয়করণে তাঁর যে অবদান, শুধুমাত্র এটার জন্যই তিনি ভারতের সংগীত-সমুদ্রে আগামী কয়েক যুগ অনায়াসে ভেসে থাকতে পারবেন।

মৃত্যুর আগের কয়েক বছর তিনি গজল ঘরানা নিয়ে খানিকটা চিন্তিত ছিলেন। এর কারণ তিনি নিজেই কয়েকটা সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর সময়ে বলিউডে যে ধরনের ছবি হত, আর এখন যেমন ছবি হয়, তার মধ্যে অনেক ফারাক। আর এই ফারাকটাই গজলের ঘরে সিঁধ কেটেছে। পঙ্কজের পরে গজল সাধনায় জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার মতো শিল্পী এখনও পর্যন্ত খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। বর্তমান তরুণ প্রজন্ম পঙ্কজের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে কি না বলা মুশকিল।

তবে এসবের মাঝেও ২০২৪ সুরের জগতে বিষাদের বছর। সাতের দশকে অল ইন্ডিয়া রেডিওয় গানের সফর শুরু হয়েছিল পঙ্কজের। সেই সফর এবছর থেমে গিয়েছে। তবু তিনি আছেন। থেকে যাবেন। যতদিন গজল থাকবে, ততদিন উচ্চারিত হবে পঙ্কজের নাম।

> ‘আজ ফির তুম পে প্যায়ার’... চূড়ান্ত রোম্যান্স, আবার ‘সাজন’ ছবির ‘জিয়ে তো জিয়ে ক্যায়সে...’ মন ভারাক্রান্ত করা গানে তিনি কীভাবে যে হিল্লোল তৈরি করতেন, তা আজও রহস্য।

রংদার রোববার

কানুপ্রিয়ার রক্ত ও হৃদয়

হর্ষ দত্ত

আঁকা : অভি

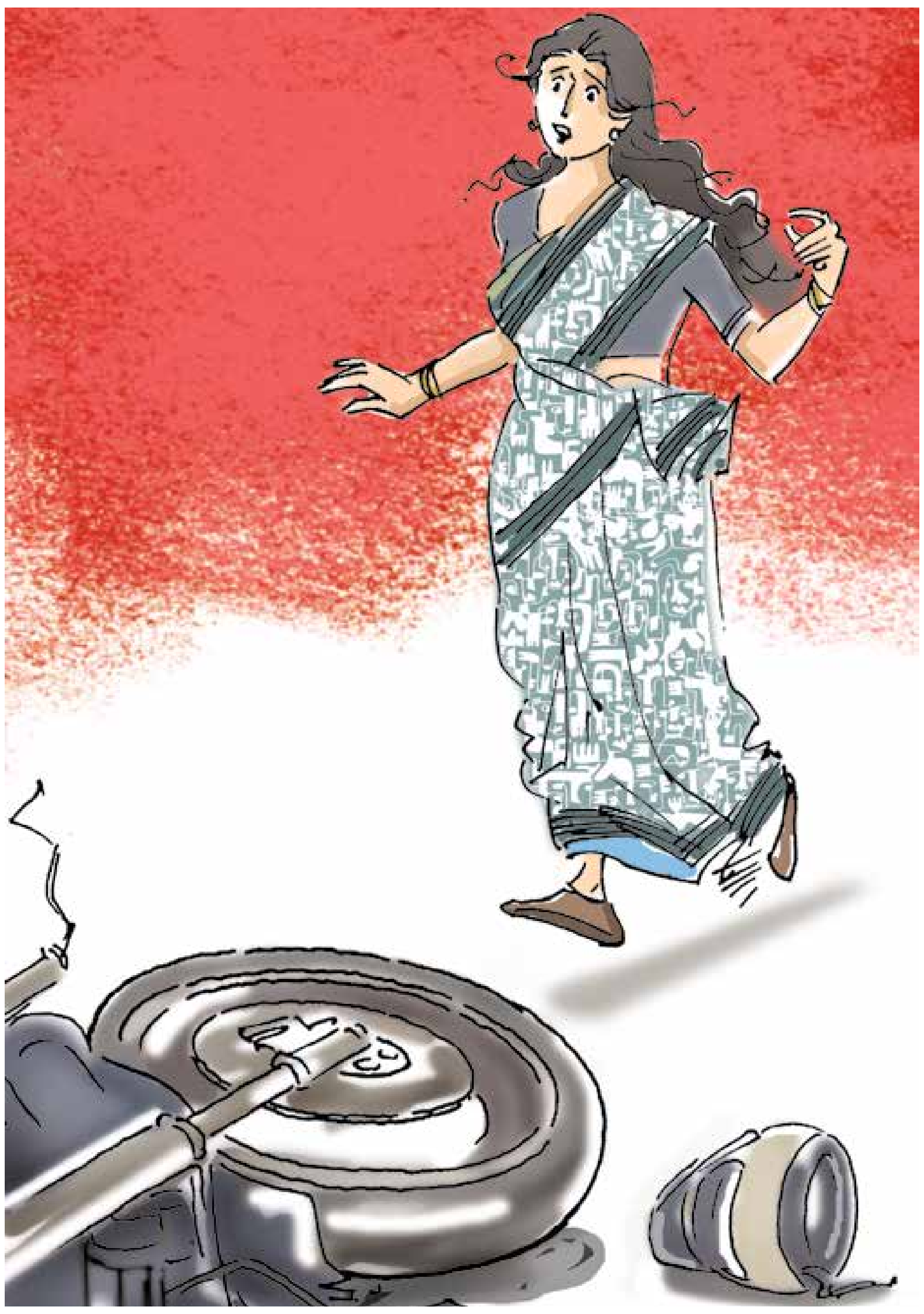

ইস্টবেঙ্গল হকার্স মার্কেটে, অরেঞ্জ পিকো নামের একটা জনপ্রিয় চা পাতা কিনতে এসেছে কৌশিক। দোকানদার জহরলালই প্রথম খবরটা জানাল, শুনেছ গুপ্তদা, শিশিরের মেয়ে কানুপ্রিয়ার নাকি আবার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

চমকে উঠল কৌশিক, বলিস কি রে! আবার কানুর বিয়ে! শিশিরের মাথাটা কি পুরো খারাপ হয়ে গেছে? নিন্দা-মন্দ যা কিছু তা তো অনেকটা থিতিয়ে গেছে।

ঠোঁট ওলটাল জহরলাল, দাদা, তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

শিশিরের জন্যে এক এক সময় বুকটা ভার হয়ে যায়। একটা মাত্র মেয়ে, কিন্তু ও কানুকে মানুষ করতে পারল না। যৌবনের শুরুতেই মেয়েটা বিগড়ে গেল। তখন শুনতাম কানু প্রেমপাগলিনী হয়ে গেছে। এর-তার সঙ্গে সম্পর্ক। কার সঙ্গে যে ভালোবাসা আর কার সঙ্গে যে সঙ্গদানের খেলা, তা কেউই নাকি ধরতে পারত না। মনমরা মানুষের মতো বললেন কৌশিক।

আরে বাবা, পাড়া-বেপাড়ার ছেলে-ছোকরাদের মতো সোজাসাপটা বলো--বাসনা আর বিছানা। ...কানুপ্রিয়া কোনও অপশন রাখেনি।

না, ভাই জহর, শিশিরের মেয়েকে নিয়ে এসব আলোচনা করা ঠিক হচ্ছে না। বেচারি এমনিতেই মরমে মরে আছে।...তোর মেয়ের বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর আগে। নাতির মুখ এই গত বছর দেখলি। আর আমার ছেলে ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করতে গিয়ে এক তেলুগু কলিগের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে রেখেছে। আমরা বেঁচে গেছি, কী বলিস!

তা যা বলেছ। দেখেশুনে বিয়ের ঝক্কি আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, গুপ্তদা। সবসময় ভাবতাম, পাত্র ঠিকঠাক তো! বাইরে ঝকমকে, ভেতরে হয়তো মরচে পড়া। ঠকে যাওয়ার ভয় আমাকে জাপটে ধরেছিল।

হেসে ফেললেন কৌশিক। জহর বুকনি ঝাড়তে ওস্তাদ। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে, এপাশ-ওপাশ দেখে কৌশিক নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাবী বরকে কি কানুই জুটিয়েছে, নাকি শিশিরের উদ্যোগ?

এতটা ডিটেলে জানি না দাদা। জহর চোখ নাচাল, সেই যে বলে না, হরিণও ছুটেছে, বাঘও ছুটেছে। এক্ষেত্রে কে কাকে ধরে ফেলেছে বলা মুশকিল।

ধ্যাৎ, তোর যত সব বাজে কথা। কৌশিক চোখ বড় বড় করে বললেন, কানুর সম্পর্কে এত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও, শিশির যে মেয়েটাকে একটা জায়গায় থিতু করার চেষ্টা করছে, সেটাই বড় কথা।

মাথা নীচু করে জহর বলল, হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিক বলেছ গুপ্তদা। তোমার সঙ্গে তো সকলেরই ভালো সম্পর্ক। তা তুমি একবার শিশিরকে জিজ্ঞেস করতে পার। খবরটার সত্যি-মিথ্যে জানতে তোমার এক মিনিট লাগবে।

কৌশিক গুপ্ত মাথা নাড়লেন, আমাকে শিশির বলবেই-- এতটা সিওর হচ্ছিস কেন বাপু? পারিবারিক ব্যাপার, পাবলিকের মাথা গলানো আইনবিরুদ্ধ।...আচ্ছা, আসি। কোনও নতুন সংবাদ পেলে তোকে জানাব।

দাঁত চেপে জহর বলল, খবর আমার কাছে চলে আসবে, দাদা। ওসব নিয়ে ভাবছি না। কিন্তু শিশিরের মুখ থেকে তুমি কী শুনলে, সেটাই আসল।

স্বল্প হাসির বিভা ছড়িয়ে কৌশিক বাড়ি ফিরে এল। ঠিকে কাজের মেয়ে শচীকে দিয়ে চা পাতার প্যাকেটটা রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিতে পারত, কিন্তু কৌশিক নিজেই মালঞ্চর কাছে এসে বলল, এই নাও তোমার চা। ...শুনছ, মনটা আনন্দে ভরে গেল।

মালঞ্চ বেশ অবাক, আনন্দ! কেন গো? ডিয়ার লটারির টিকিট কেটেছিলে নাকি!

না, না। এ কথা তো স্বীকার করবে, কারও দুঃখ মুছে যাওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। জহরের কাছ থেকে শুনলাম, শিশির নাকি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। উড়নচণ্ডী কানুকে নিয়ে ওর অস্বস্তির সীমা নেই। অথচ এমন একটা নিউজ...

মালঞ্চ বাঁকা হেসে বলল, হ্যাঁ, শচীর কাছ থেকে খবরটা আগেই শুনেছি। অবিশ্বাস্য লেগেছে। ব্যাপারটা নিয়ে চলছে কানাঘুষো, হাসিঠাট্টা। তোমাকে কেউ বলেনি?

না। না। জহরের কাছ থেকে আজ প্রথমবার শুনলাম!

অবজ্ঞা ঝরিয়ে মালঞ্চ বলল, আমি তোমাকে জানাইনি এইজন্যে যে, শিশিরদাকে নিয়ে তোমার ভেতরে একটা সফট কর্নার আছে।

সামান্য বিরক্ত হয়ে কৌশিক বলল, আছেই তো! কানুর মতো ডোন্টকেয়ার টাইপের মেয়ের মা হলে বুঝতে, কষ্টের গভীরতা কতদূর। অপলকে মালঞ্চ কিছুক্ষণ কৌশিকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি অমানুষ নই। কিন্তু মেয়েটার সেই কুকীর্তি ভুলিনি। জগদ্দল না ইছাপুর, কোথাকার একটা ছেলের সঙ্গে মাস এগারো বর-বৌ, বৌ-বর খেলে বাড়ি ফিরে এল। ওর মা-বাবাও তেমন! নষ্ট মেয়েটাকে দিব্যি বাড়িতে ঢুকিয়ে নিল। ছিঃ, ছিঃ...। কানুপ্রিয়া অন্য কোনও ধান্দায় এসব রটাচ্ছে।

কথায় কথা বাড়বে। কোনও মানুষ সম্পর্কে হাফ বা কোয়ার্টার জেনে কিংবা কিছুই না জেনে, তাকে নিয়ে মন্তব্য করা, পাড়ার লোকের স্বভাব। শুধু পাড়া কেন, পালকের মতো নানা উৎসবে, পার্বণে, জলসায় মেতে থাকা ষাট ভাগ বাঙালির মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এ তো সীমানা ছাড়িয়ে নিজেদেরই নিন্দা করছি নিজেরাই! এইসব ভাবতে ভাবতে কৌশিক ধীর পায়ে দোতলায় উঠে এল। চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্টের পর কেটে গেল প্রায় আড়াই বছর। এই অখণ্ড অবসরই কি কৌশিককে এমন অনুভবী করে তুলছে?

দুই

“শাস্ত্র বলেছে, যৌবনে কুকুরীও ধন্য”---এই শব্দগুলো শিশিরদের ভাড়া বাড়ির দেওয়ালে, চুন দিয়ে কেউ লিখে দিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা নিয়ে বেশ হইচই হল। কানুপ্রিয়া সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিল, আমি জীবনটাকে যেমন খুশি ভোগ করব। তোদের বাপের পয়সায় তো করছি না...।

শ্যামলা রং, সুশ্রী ও শরীরী আবেদনে পূর্ণ কানুর সম্পর্কে লোকের মনোভাব যাই থাক না কেন, এমন অভব্যতা সমগ্র পাড়া মেনে নেয়নি। অনেকের মতো, কৌশিকও মুখে মুখে প্রতিবাদ করেছিলেন। সম্ভবত আইন কিংবা থানা-পুলিশের ঝুটঝামেলার ভয়ে, দু'দিন পরেই বাক্যটি উধাও হয়ে যায়। কানু নিজেরমতো বহমান জীবনে ফিরে গেছিল। কিন্তু আজ অন্য কানুপ্রিয়ার কথা শুনছেন কৌশিক।

সকালে শিশিরকে মোবাইলে বলেছিলেন, তুমি কি আজ সন্ধেবেলায় একটু ফ্রি আছ?

হ্যাঁ, দাদা। রিটায়ার্ড পার্সন। কোথায় আর যাব? বড় জোর কোনও মন্দির বা পার্কে বা তাসের আড্ডায়। শিশির কোনও বিস্ময় বা জিজ্ঞাসা ছাড়াই খোলামেলা গলায় উত্তর দিয়েছিল।

বেশ। তাহলে শ্যাম পার্কে সাড়ে ছ'টা নাগাদ এসো। তোমার সঙ্গে একা কথা বলব, গল্প করব।

ছোটগল্প

বাসস্টপে থাকা কেউ হয়তো কাছাকাছি হসপিটালেই ফোন করেছিল। কেননা মিনিট দশেকের মধ্যে ওই হাসপাতালেরই অ্যাম্বুল্যান্স এসে যুবকটিকে তুলে নিয়ে যায়। অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মীরা কানুকে সঙ্গে যেতে বলেন। কানু নির্দ্বিধায় গাড়িতে উঠে পড়ে।

আরিত্তারা! কৌশিকদা, তুমি আমাকে এতটা প্রায়োরিটি দিচ্ছ, ভাবতেই পারছি না।... আমার সঙ্গে ভালোভাবে কেউ মেশে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনিময় করে না দু-চারটে কথা। অঞ্চলের মানুষ এমন ব্যবহার কেন করে, তা তুমি জান। আমার মেয়ে আর পাঁচজন মেয়ের মতো ভালো নয়। কিন্তু নিজের সন্তানকে তো আর রাস্তায় বের করে দিতে পারি না।

কৌশিক চুপ করে শুনেছেন। কোনও মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন, দেরি করবে না। টাইমলি চলে এসো।

বিরাট বড় পার্কের এক নির্জন কোণে পেতে রাখা বেঞ্চে, শিশিরের প্রায় গা ঘেঁষে বসে, কৌশিক কোনও মুখবন্ধ ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর-তার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি, তুমি নাকি আবার কানুর বিয়ে দিচ্ছ? নিউজটা কি সত্যি, না রটনা !

অস্থির না হয়ে, চমকে না উঠে শিশির শান্ত গলায় উত্তর দিয়েছে, ঠিকই শুনেছ, কৌশিকদা। তবে এখানে আমার ভূমিকা সামান্য। কানু নিজেই ছেলেটিকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে।

শিশিরের কথাগুলো যেন ধোঁয়াশা মাখা। মনে মনে বিরক্ত হয়ে কৌশিক বলেছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পরিষ্কার করে বলবে কি?

ম্লান হেসে শিশির উত্তর দিয়েছে, একবছর দু'মাস আগের একটা ঘটনা। আমি খানিকটা সংক্ষেপে বলছি। বাইপাসের ধারে একটি নামী হসপিটালে ভর্তি ওর এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখে, কানু উলটোদিকের বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। মাথায় ছাতা। বর্ষাকাল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। গড়িয়ার দিক থেকে নানাধরনের গাড়ি নির্ধারিত স্পিডে বা স্পিড টপকে আসছিল। সেই সঙ্গে বাইকের স্রোত। কানুর মুখে শুনেছি, বাসস্টপ নিমেষে পার হয়ে একটা বাইক, অ্যাক্রোব্যাটিক স্কিলের মতো হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। তারপর চরকির মতো তিন পাক ঘুরে, সজোরে আছড়ে পড়ল মেট্রো রেলের একটা আন্ডারকনস্ট্রাকশন পিলারের গায়ে। আরোহী ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। হেলমেটবিহীন মাথা থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্তস্রোত। বয়সে তরুণ ছেলেটির শরীরটা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। বাসের জন্যে অপেক্ষারত যাত্রীরা এমন দুর্ঘটনা দেখে ভীত, উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত। অথচ কাঠপুতুলের মতো সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তবে, আমার বাজে মেয়েটা ছাতা ফেলে দিয়ে, ‘অ্যাম্বুল্যান্স’ ‘অ্যাম্বুল্যান্স‘ বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে গেছিল। বাসস্টপে থাকা কেউ হয়তো কাছাকাছি হসপিটালেই ফোন করেছিল। কেননা মিনিট দশেকের মধ্যে ওই হাসপাতালেরই অ্যাম্বুল্যান্স এসে যুবকটিকে তুলে নিয়ে যায়। অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মীরা কানুকে সঙ্গে যেতে বলেন। কানু নির্দ্বিধায় গাড়িতে উঠে পড়ে। কিন্তু আর কেউ এগিয়ে আসেনি। তখনও নাকি আহত মানুষটার ঠোঁট কাঁপছিল।

এমন একটা দুর্ঘটনা এবং সেটার সঙ্গে কানুর জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, ওর এমন মানবিক মুখটির কথা তুমি কাউকে বলনি কেন?

কী আর বলব! ফিকে হাসল শিশির, লোকজন যে মেয়েকে ‘ছেলেধরা’ বা ‘ঘাঁটা মাল’ বলে আওয়াজ দেয়, তার সম্পর্কে নতুন কিছু...। জানেন গুপ্তদা, দুর্ঘটনার খবরটা কোন কোন কাগজে যেন বেরিয়েছিল! কিন্তু কোথাও কানুর নাম ছিল না। লেখা হয়েছে-- এক তরুণী। বাদ দিন, ওসব বাদ দিন। ...যা বলছিলাম, মরণাপন্ন ছেলেটিকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়ার পর, হাসপাতালের স্টাফরা কানুকে বসিয়ে রাখে। কিছু পরে পুলিশ আসে। ভয়ংকর আহত যুবকটির হিপপকেট থেকে ওয়ালেট পাওয়া যায়। ওয়ালেটের মধ্যে রাখা এটিএম কার্ড, কিছু বিল ও অন্যের ভিজিটিং কার্ডের সূত্রে ছেলেটির নাম ও অন্যান্য পরিচয় পুলিশ বের করে ফেলে। এরই মধ্যে কানুপ্রিয়ার দেহ থেকে এক্সচেঞ্জ অফারে, বিক্রমের জন্যে এক ইউনিট রক্ত নেয় হাসপাতাল। ... না, ছেলেটিকে বাঁচানো যায়নি। বিক্রমের বাড়ির লোকজন দুঃসংবাদ পেয়ে চলে আসেন। সেইসময় পুলিশ কয়েকটা বিষয়ে কানুর সঙ্গে এনকোয়ারি করে। তারপর ওর নাম, বাবার নাম, বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি লিখে নিয়ে, ওকে চলে যাওয়ার পারমিশন দেয়। তবে বিক্রমের বিহ্বল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কানু কথা বলার সুযোগ পায়নি।

কৌশিক তীব্র বিরক্তিতে বললেন, সে কী? ওঁদের সঙ্গে কানুর কোনও আলাপই হল না!

না দাদা। তবে আমার অমন ডানপিটে মেয়ে, দিন পনেরো শোকে-দুঃখে চুপচাপ হয়ে গেছিল। আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম। তবে একসময় কানু স্বাভাবিক হয়ে গেল। ...সবচেয়ে অকল্পনীয় ব্যাপারটা ঘটল প্রায় দশমাস পরে। সকালবেলায় কানুর মোবাইলে একটা কল এল, ‘হ্যালো, এটা কি কানুপ্রিয়া ঘোষের নম্বর?’ কানু হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের মানুষটি বলেছিলেন, ‘তোমার বাবাকে একটু দেবে? তুমি আমাকে চিনবে না।’ আমি চা খাচ্ছিলাম। কানু ভুরু কুঁচকে মোবাইলটা দিতেই বললাম, ‘শিশির ঘোষ বলছি। আপনি?’ ভারী গলায় উত্তর পেলাম, ‘আমি রামাদিত্য ভৌমিক। অকালমৃত বিকু মানে বিক্রমাদিত্যর বাবা। পুলিশের কাছ থেকে আপনার মেয়ের নাম্বার পেতে দেরি হল।...ছেলেটাকে সংসারী করার যখন চেষ্টা করছিলাম তখনই বিকু স্মৃতি হয়ে গেল। এখন এই পরিস্থিতিতে আমার একান্ত ইচ্ছে, আমার ছোট ছেলে বাপ্পা--বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে কানুপ্রিয়ার বিয়ে হোক। ...আর কিছুই না থাক, আপনার মেয়ের হৃদয় আছে। হৃদয়বতী বলেই রক্ত দিতে পেরেছে। আমি ওই হৃদয়টুকু ভিক্ষে চাইছি। ‘একটু থেমে রইল শিশির। তারপর ভেজা ভেজা গলায় বলল, বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে মুখোমুখি বসে কানু কয়েকদিন কথা বলেছে। ... দুজনেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি। এরপর আমি আয়োজনে নেমেছি। সংগোপনে করলেও, সত্যিটা অবশ্য চাউর হয়ে গেছে ।

শিশিরের দুটি চোখ জলে ভরে আসছে। ওর মাথা নীচু হয়ে এল। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে কৌশিক হতচকিত, স্তম্ভিত। একই সঙ্গে চমৎকৃত। মালঞ্চ মন্তব্য করেছিল-- অবিশ্বাস্য! সত্যিই তাই। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না কৌশিক!

এডুকেশন ক্যাম্পাস

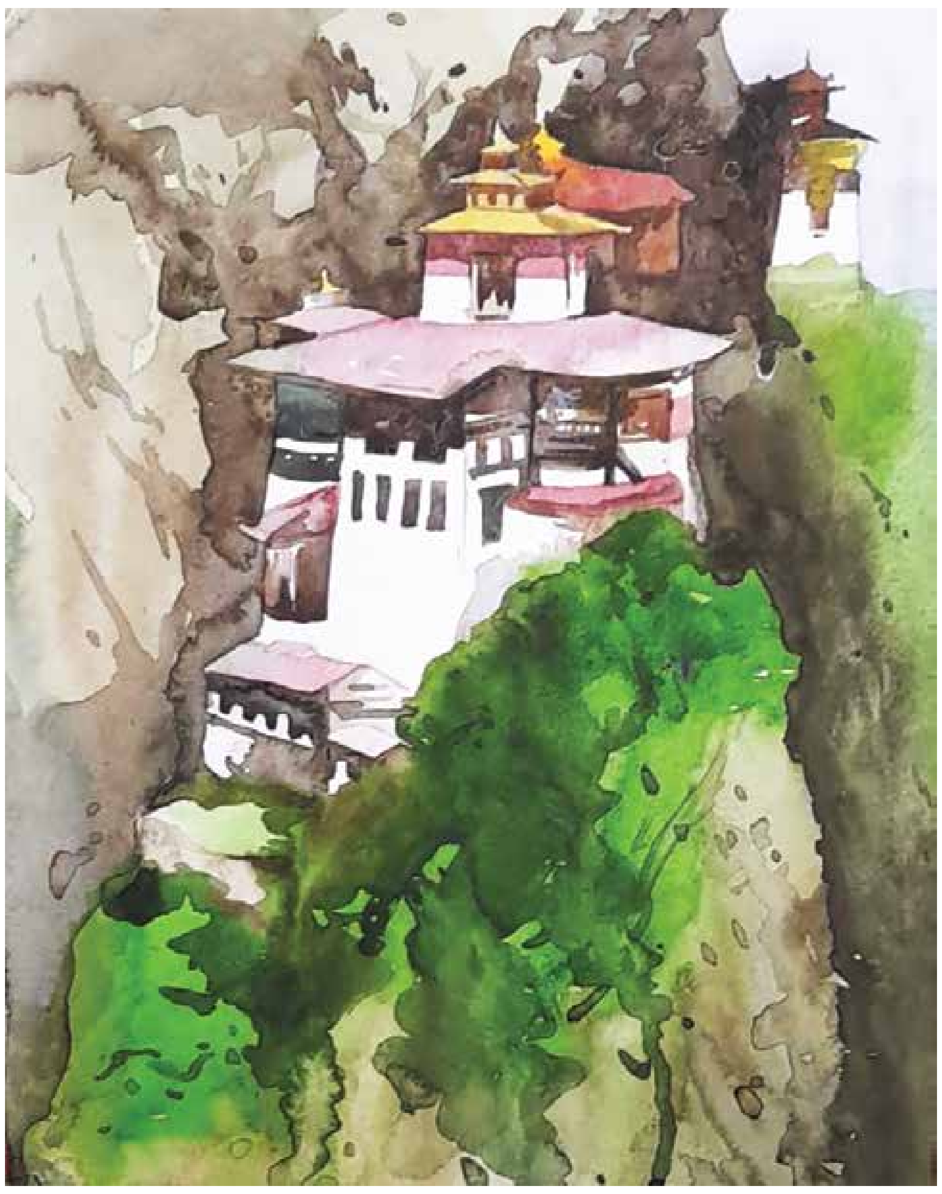

সৌমিল সাহা, নবম শ্রেণি, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

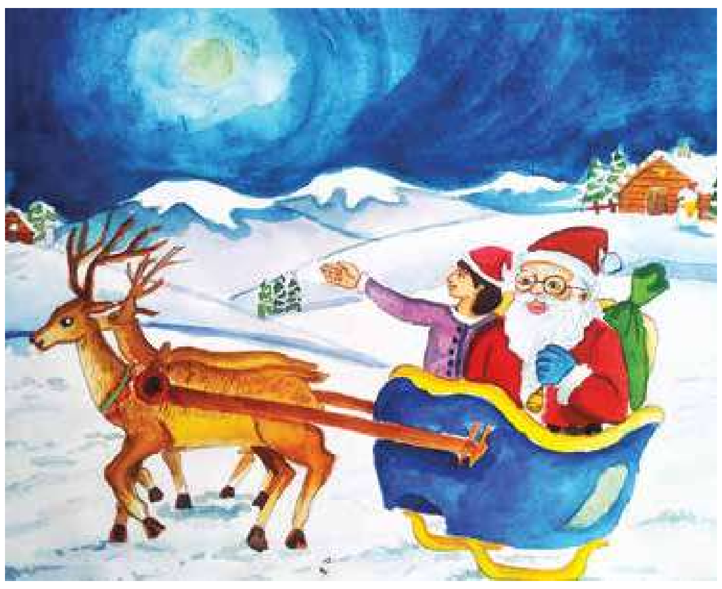

অনুষ্কা বসু মজুমদার, ষষ্ঠ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

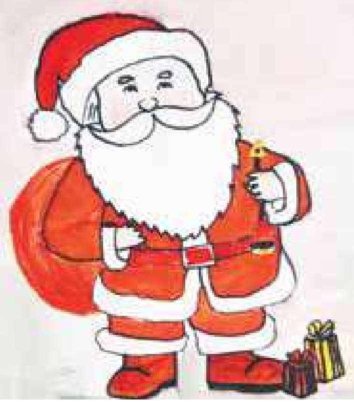

অদ্রিজ বর্মন, অষ্টম শ্রেণি,
মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কোচবিহার।

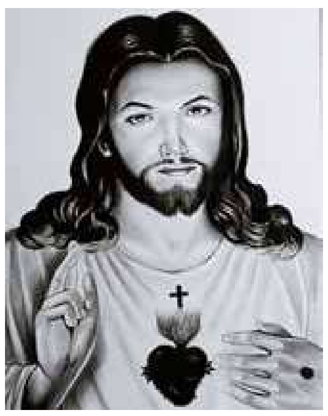

সুমন ভৌমিক, চতুর্থ সিমেস্টার,
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

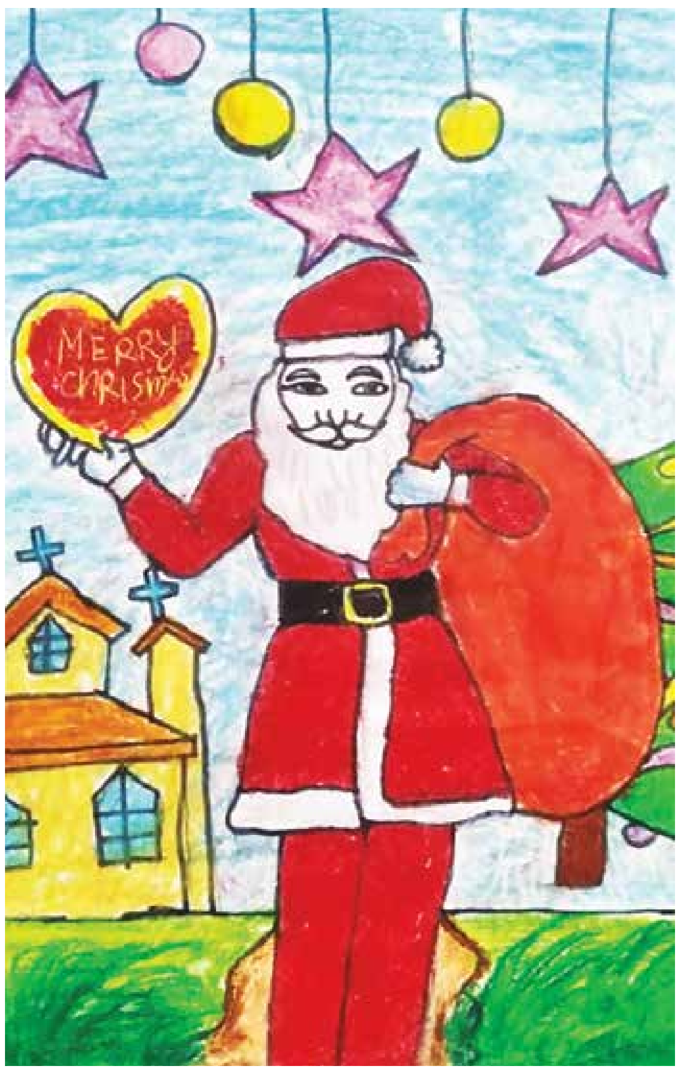

অদ্রিজা দাস, তৃতীয় শ্রেণি, নিবেদিতা অ্যাকাডেমি, কলেজপাড়া, কালিয়াগঞ্জ।

সুবোধ সরকারের ১০ কবিতা

যিশু ও একটি বৃশ্চিক

যিশু যখন নাজারেথ ছেড়ে জেরুজালেম যাচ্ছিলেন
সে বড় কষ্টকর পথ ছিল
চল্লিশদিন পথে কোনও খাদ্য ছিল না
জল ছিল না কোথাও কোথাও।
একদিন পথের মাঝখানে তাকে একটি বৃশ্চিক কামড়াল।

যিশুর বারোজন বিশ্বস্ত শিষ্যের মধ্যে যে ছিল
সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সেই তো চিনিয়ে দেবে যিশুকে, ধরিয়ে দেখে যিশুকে
একটি ছুরি বের করে দ্বিখণ্ডিত করতে গেল বৃশ্চিক।
যিশু বললেন, মেরো না
ও আসলে বৃশ্চিক নয়, একটি মানুষ, কয়েকটা দিন লুকিয়ে আছে।
মানুষ যেমন লুকিয়ে থাকে প্রাণীর ভেতর
প্রাণীও তেমনি লুকিয়ে থাকে মানুষের ভেতর।
বৃশ্চিক জেরুজালেমে পৌঁছে জামাকাপড় পরে মানুষের ভিড়ে মিশে যাবে।

তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল যিশুর
যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সে-ই ধরিয়ে দেবে যিশুকে, সে তিন ক্রোশ পেরিয়ে
এক বাটি জল নিয়ে এল, যিশুকে দিল, দিয়ে বলল
কোনও কোনও সময় নিজের জল নিজে না খেয়ে অন্যকে দিতে হয়
যিশু বাঁচলে আমি বাঁচব।

পরের দিন সকালে আবার সেই বৃশ্চিক যিশুর পায়ে কামড়াল
সবাই মিলে তাড়া করল বৃশ্চিককে
যিশু বললেন ছেড়ে দাও
ওকে পাঠানো হয়েছে আমাকে কামড়ানোর জন্য।
না কামড়ালে ও নিজেই নিজের বিষে মারা যাবে।

কী আশ্চর্য যখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোকটি যে যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল
যাকে যিশুর পাশেই ক্রুশবিদ্ধ করা হল
সেদিন অভূতপূর্ব বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে লোকটা জানতে চেয়েছিল
জিসাস, তুমি কি বৃশ্চিকটিকে ক্ষমা করতে পেরেছ?

যিশু বললেন, বৃশ্চিক কখনও মানুষকে কামড়ায় না
মানুষ মানুষকে কামড়ায়।
বৃশ্চিকের ভেতরে কে আছে, সেটা জানতেই আমি
পৃথিবীতে এসেছিলাম।

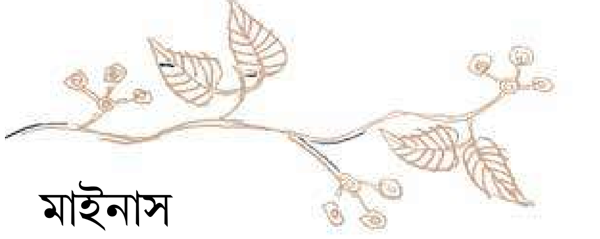

মাইনাস

নয়ন যতটা পারে নয়নের জল কিন্তু তত অসহায়
ঝিনুক তুমি কী জানো জাহাজ কখন আসে বিলীন বন্দরে?
যেসব পুরুষ বেশি মহত্ত্ব দেখায় তারা পুরুষত্বে কম
ঝিনুক তুমি কি জানো কারা এসে বসেছিল তোমার অন্দরে?

সে যদি এমন করে চলে যায় আমি তবে কাকে নিয়ে থাকি?
যে মেয়েটি নগ্ন হতে চেয়েছিল বনপথে অপরাহ্ন তলে
সে আজ স্প্যানিশ বলে মেক্সিকোর গেরিলার গুপ্ত মেহফিলে
কবিতা লিখতে চাও, থেকে দেখো মাইনাস শীতল কন্দরে।

ফিরছি আমি ডাকাতি করে

এসেছিলাম বাসনাপুর
মর্মরিয়া ঘোড়ায় চড়ে
লেখক হয়ে এসেছিলাম
ফিরছি আমি ডাকাতি করে।

আমায় যদি প্রশ্ন করো
করেছি কী কী ডাকাতি?
ডাকাতি নয়, ডাকাতি নয়
করেছি বজ্জাতি।

সব মোহর আমার হাতে
নিয়ে গেলাম আমি
এবার থেকে সব প্রেমিক
আমার অনুগামী।

বই

ট্রেন আসে, ট্রেন চলে যায় বহু দূরে
কেউ নেই আজ বই ফেলে যায় ট্রেনে
কেউ নেই আজ সে বই কুড়িয়ে নেয়
ফেসবুক আছে এ-ওকে কত না চেনে।

ট্রেনে উঠে আমি বই খুলে বসতাম
বিতর্ক ছেড়ে বিতর্ক করতাম
একটি মেয়ের হাতে বই জানলায়
দূর থেকে আমি তাকেই তো পড়তাম।

এই তো সেদিন ট্রেনে উঠে হতবাক
মোবাইল শুধু মোবাইল হাতে হাতে
কারও মুখে নেই কিঞ্চিত ভালোবাসা
কারা ছাই দিল বাঙালির বাড়া ভাতে?

একদিন এসে দাঁড়াবে একটা ট্রেন
ট্রেন থেকে শুধু বই নেমে আসবেন।

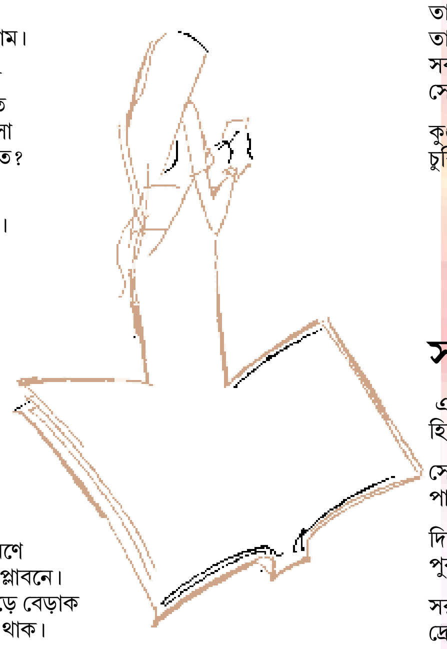

অতর্কিতে

অতর্কিতে যে বৃষ্টিতে নেমেছি যে যে কারণে
কী আসে যায় ভালোবাসায় নয়নে নাকি প্লাবনে।
ফুটুক তারা উঠুক হাত আকাশে হাত উড়ে বেড়াক
জনবিহীন তরঙ্গিণী মানুষ পথে থাক না থাক।

অতর্কিতে যে বৃষ্টিতে নেমেছি যে যে কারণে
মরতে আমি পাই না ভয় ভালোবাসার শ্রাবণে।

প্লাস

বিশ্বাস করে না লোকে আমার একান্নপিঠ উত্তরবঙ্গে।
এই যে লাইন এর কোনখানে ছন্দভুল হলো বলবেন?
শেষে কেউ যুক্তাক্ষর রাখে? অতিবাম গাজোয়ারি আর নয়
অক্ষরবৃত্ত কোনও ছন্দ নাকি? একই চাঁদে অমাবস্যা হয়।

বিশ্বাস করে না লোকে আমার একান্নপিঠ নেই আর সঙ্গে
উত্তর আমার চোখ উত্তর আমার জল, গরিব বাবা-মা
আমি যদি আর্টেমিস তুমি কি উর্বশী তবে? বলুন বিষ্ণু দে
সুদখোর ভালো জানে এ পৃথিবী মধুময় দুধে আর সুদে ।

কুঞ্জবনে

আমি তোমার চুলের মুঠি ধরে আদর করি।
নতুন করে জন্ম নেয় সোহাগ শর্বরী।

সূর্য ছিল আকাশে, লাজে ডুবে গেলেন জলে
এরপরে কি সূর্য নিয়ে ঠাট্টা করা চলে?
বারংবার পারি
কখনও কবি কখনও হঠকারী।
আমার জল ফুটতে থাকে তোমার ভরা স্রোতে
কেন বলেছ অসংযত হতে?
কেন আমাকে শিখিয়েছিলে
ঝিনুক থেকে কী করে ঢেলে করতে হয় পীযূষ পান
আজকে রাতে পৃথিবী যদি না হয় খান খান
তাহলে আমি ভালোবাসিনি
তাহলে আমি তোমার কাছে চলে আসিনি।
সবাই করে রাত্রে চুরি, আমি তো দিনে ডাকাতি করি
সোহাগ শর্বরী।

কুঞ্জবনে ধুন্ধুমার করেও ফিরে আসি
চুরি-ই করি ডাকাতি করি আসলে ভালোবাসি।

সাংঘাতিক

একটা ভালো লিখে দেখাও লেখার হাত আছে।
হিরো হয়েছ প্রতিষ্ঠান বিরোধীদের কাছে।

সেখানে থাকো, এখানে কেন পাতা কুড়োতে এলে
পাতা কুড়োতে পাতা কুড়োতে মহৎ কিছু পেলে?

দিনের বেলা স্পার্টাকাস রাতের বেলা ধান্দাবাজ
পুরস্কার লোভী।

সরকারের মঞ্চে ওঠা
দ্রোহকালীন কবি।

নমস্কার খুরে প্রণাম তোমরা হলে এমন এক জাতি
বাইরে থেকে যায় না বোঝা কতটা সাংঘাতিক।

কফিতে চুমুক দিয়ে

কফিতে চুমুক দিয়ে, ঠোঁটের ফেনা টিসু পেপারে মুছে,
কানের ওপর থেকে বিকেল সরিয়ে তুমি বললে,
আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখবেন না?
আমি বললাম, লিখব, তর্জনী থেকে একটা আলো নির্গত হয়,
কবিতা লেখার সেই আলোটা আসছে না।

কিন্তু আমি কাল সারারাত স্বপ্নে দেখলাম
তোমার ঠোঁটের ফেনা আমি আমার ঠোঁট দিয়ে মুছিয়ে চলেছি
এক রাত্রি দুই রাত্রি তিন রাত্রি
যেন আমি তিন ভুবনের আধার ও ঐশ্বর্য দিয়ে
আমি তোমার ঠোঁটের ফেনা মুছিয়ে চলেছি।

তুমি আজ স্বর্ণচাপা গাছের নীচে নক্ষত্র নামিয়ে এক এক করে
খুলে রাখছ তোমার জামা
তোমার ইনার
তোমার জুতো।
যেসব নক্ষত্র মারা গেছে তারাও নেমে এল তোমার অসামান্য স্তন দেখে।
তোমার ঠোঁটের থেকে এক বিন্দু ফেনা
ঝরে পড়ল তোমার নাভিতে
নাভি হল সেই প্রবালদ্বীপ যেখানে একটা বাসনা মাছ ঘুমিয়ে থাকে।

কফিতে চুমুক দিয়ে ঠোঁটের ফেনা মুছে তুমি বলেছিলে
আমাকে নিয়ে কবিতা লিখবেন না?
লিখব কী করে তুমি আমার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছ
যে আগুন কেউ নেভাতে পারবে না।

এক রাত্রি দুই রাত্রি তিন রাত্রি তিন ভুবনের রাত্রি দিয়ে
আমি তোমার ঠোঁটের ফেনা মুছিয়ে চলেছি
যা একটা টিস্যু পেপার পারে তা একটা মানুষ পারে না।

কেউ দেখবে না কেউ জানবে না দাও আমাকে
তোমার একটা নুড়ি দাও আমাকে
আমি তাকে স্বর্ণচাপা করে
তোমাকে ফেরত দিয়ে যাব।

ধুলো

হাসপাতালে এসে আমার এটাই মনে হল
বাঁচতে হলে জানলা দুটো খোলো।

হাসপাতালে এসে আমার এটাই হল মনে
মানুষ যদি থাকত নলবনে।

জেলখানায় আসি বিকেল হলে
খাবার নিয়ে এসেছি, যাব চলে।

পালিয়ে আসি, পালানো আছে মানা
নিজের বাড়ি সেও তো জেলখানা।

কবরে আসি। মৃতের পাশে বসি
আকাশে চাঁদ। গগনে নেই শশী।

কবরে বসে বুঝতে পারি আমার ভুলগুলো
রাজা-ই হই, ভিখিরি হই, আমি তো সেই ধুলো।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

লাল মাটির নারায়ণগড়ে দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি

পূর্বা সেনগুপ্ত

লাল মাটির পথ, সরু থেকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে চলে। বাঁয়ে নারায়ণগড়ের হাট দেখে বোঝার উপায় নেই, এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিরাট এলাকা নিয়ে আজও একটি রাজার গড় বা রাজবাড়ি পথিকের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

জায়গাটির নাম হাঁন্দল। তাই এই রাজবাড়ি হান্দোল রাজবাড়ি নামেও খ্যাত। কিছুদিন আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি করেছিলেন অন্য কোনও মন্দিরের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল, এই দাবি কোনও কোনও মন্দির কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। আবার এমন প্রাচীন মন্দির আমরা পাই, যে মন্দির দেখে প্রথমেই মন বলে উঠবে, আরে! এ যে একেবারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের মতো!

হাঁন্দল রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠিত দেবী ব্রহ্মাণীর মন্দির একেবারেই সেইরকম অনুভূতির জন্ম দেবে। দেবী প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিশ্চয়ই চমকপ্রদ, কিন্তু তার থেকেও বিস্মিত হতে হবে এই বংশপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানলে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে জাতীয় সড়ক বুক চিরে চলতে চলতে খড়্গপুর শহরকে ছাড়িয়ে এগোতে হবে। খড়্গপুরের থেকে কুড়ি মাইল দূরে হাঁদলা বা হান্দোল নামক স্থানে রয়েছে এক গড়বাড়ি। পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়িও তাদের নির্মিত গড় এখনও দর্শনীয় স্থানগুলির একটি।

এই হান্দোল অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার রূপকার হেমচন্দ্র কানুনগো। স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী, অনুশীলন সমিতির প্রাণপুরুষ হেমচন্দ্র ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। বাংলার ১২৬৪ সাল, সেই সময় গন্ধর্ব পাল নামে এক ব্যক্তি, জাতিতে সদগোপ, বর্ধমান জেলার অমরাবতী গ্রাম থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। ভিন্নমতে বর্ধমানের দিগনগর গ্রাম থেকে, আরও একটি মতে দাঁতন অঞ্চল থেকে হান্দোলে এসেছিলেন। কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, নারায়ণগড়ের ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানের মোঘলমারির পূর্ব নাম ছিল অমরাবতীপুর।

গন্ধর্ব পাল সেই অঞ্চল থেকেই নারায়ণগড়ে এসেছিলেন। সুতরাং তিনি মেদিনীপুরেরই আদিবাসী ছিলেন। গন্ধর্ব পাল নাকি উড়িষ্যার খুরদা অঞ্চলের এক রাজার কাছ থেকে শ্রীচন্দন উপাধি ও জমিদারি লাভ করে এই নারায়ণপুর অঞ্চলে চলে এসে এখানেই জমিদারির পত্তন করেন। কিন্তু তাঁর শ্রীচন্দন উপাধি লাভের কালটি নিয়ে সংশয় আছে। এটি আলোচনার আগে এই বংশের আদি গৃহদেবীর কথা উল্লেখ করতেই হবে।

আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগেকার কথা। গন্ধর্ব পাল স্বপ্নাদেশে একটি শিলা লাভ করেন। সেই শিলাকেই তিনি দেবী ব্রহ্মাণী রূপে পুজো করতে থাকেন। কেন তিনি শিলাকে ব্রহ্মাণী রূপেই চিহ্নিত করলেন তার ইতিহাস জানা যায় না। কিন্তু এই শিলাবিগ্রহই তিনি নতুন জমিদারি প্রতিষ্ঠা করার পর নারায়ণপুরে নিয়ে এসেছিলেন। তার জন্য মন্দির হয়েছিল। গন্ধর্ব পালের স্ত্রী মধুমঞ্জরী একটি বিরাট বাঁধ বা পুকুর খনন করান যার নাম হয় 'রানী সাগর'। পরবর্তীকালে পঞ্চরত্ন বিরাট মন্দির তৈরি হয়। যা একেবারে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের মতোই। পার্থক্য শুধু এই মন্দির এখন পরিত্যক্ত।

এই গড়বাড়ি কেলেঘাই নদীর তীরে, বনজঙ্গলে আবৃত ছিল। গন্ধর্ব পালের কাহিনী বলে উড়িষ্যার তৎকালীন রাজা তাঁকে 'শ্রীচন্দন' উপাধি প্রদান করেন এবং এই শ্রীচন্দন উপাধির ইতিহাস খুব চিত্তাকর্ষক। শোনা যায়, সেই সময় উড়িষ্যা যাওয়ার পথ ছিল এটি। এই অঞ্চল দিয়ে যে দর্শনার্থীরা নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনে যেতেন, তাঁদের নাম এই রাজবাড়িতেই

নথিভুক্ত করতে হত এবং নথিভুক্ত করার সময় তাঁদের দেবী ব্রহ্মাণীর নামে চন্দনের ছাপযুক্ত একটি সিলমোহর দেওয়া হত। এই সিলমোহরের প্রকৃত রূপ কেমন ছিল তা কিন্তু সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু কাহিনী বলে শ্রীচৈতন্যদেব যখন উৎকল যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি এই পথ অতিক্রম করেছিলেন। যখন তিনি অতিক্রম করেছেন তখন এই পরিবার থেকেই দেবী ব্রহ্মাণীর নামাঙ্কিত চন্দনের সিলমোহর শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেন তিনি।

তিনি সিলমোহর নিয়েছিলেন, না তাঁর অঙ্গে চন্দন প্রদান করা হয়েছিল সে ব্যাপারটি খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ঘটনাকে স্মরণ করে উড়িষ্যার রাজা নারায়ণগড়ের পালবংশকে 'শ্রীচন্দন' উপাধি

পর্ব - ২৭

প্রদান করেন। আবার বলা হচ্ছে এই উপাধি নিয়েই গন্ধর্ব পাল জমিদারির পত্তন করেন। এমনকি নীলাচলের মন্দিরে জগন্নাথ দেবের আরাধনার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলি যে গ্রন্থে লিখিত আছে, সেই 'মাদলাপঞ্জী'তে এই ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু গন্ধর্ব পাল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৬৪ -তে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১২৯৬-এ। এদিকে শ্রীচৈতন্য প্রথম পুরী যান ১৫১০-এ। তাহলে বংশ প্রতিষ্ঠার কয়েক প্রজন্ম পর এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় এ তথ্যটি মানতে হবে। কারণ, গন্ধর্ব পাল কী করে এই উপাধি নিয়ে আসবেন যদি তা শ্রীচৈতন্য অঙ্গে চন্দন স্পর্শের জন্য হয়ে থাকে? তিনি তো গিয়েছিলেন অনেক পরে! তবে এই অঞ্চল দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের যাওয়া স্থানটির মধ্যে বিশেষ জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, এ কথা সত্য। শোনা যায় এইস্থান অতিক্রম করার সময় শ্রীচৈতন্যদেব নারায়ণগড়ের 'ধলেশ্বর' শিব মন্দির দর্শন করেন। কেশব সামন্ত নামে এই অঞ্চলের এক জনৈক ধনী ভূস্বামী তখন শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত হয়েছিলেন। ভবানী শঙ্কর ও বীরেশ্বর সেন নামে দুই ব্যক্তি মহাপ্রভুর ভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুরী যান। কেবল এই দুজন নয়, আরও অনেকেই এই শ্রীচৈতন্যদেবের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। গন্ধর্ব পাল মারা যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী মধুমঞ্জরী সহমরণে যান। অর্থাৎ এই অঞ্চলেও সতীদাহ প্রথা ভালোভাবেই বলবৎ ছিল।

গন্ধর্ব পালের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণবল্লভ পাল প্রথম নারায়ণগড়ের রাজা রূপে অধিষ্ঠিত হলেন। গন্ধর্ব পাল যখন এই স্থানে আসেন তখন জায়গাটির নাম ছিল নারায়ণপুর। কিন্তু নারায়ণ বল্লভ পাল সেই স্থানের নামকরণ করেন 'নারায়ণগড়'। তিন বিঘা জমির গভীর পরিখা দিয়ে ঘিরে নিয়ে রাজভবনকে গড়ে পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। নারায়ণগড়ের চারদিকে তখন চারটি দ্বার ছিল। উড়িষ্যা যাওয়ার রাস্তাটির দিকে ছিল প্রধান দ্বার। এই দ্বারের নাম যমদুয়ার বা 'ব্রহ্মাণী দরজা'।

এখানে পুরী যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র নিতে হত। বিরাট একটি দরজা ছিল সেখানে। এছাড়া 'সিদ্ধেশ্বর দরজা', কেলেঘাই নদীর দিকে 'জলদুয়ার' নামে দরজা। আরেকটি ছিল মাটির তৈরি 'মেটে দরজা'। নথিতে আছে মোটামুটি ১৩০০ সনে এই স্থানের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নারায়ণ বল্লভ পালের মৃত্যু হয় ১৩১৩-তে। এর আগেই তিনি স্থানটির নাম পরিবর্তন করেন এবং নতুন রাজবংশের কুলদেবতা রূপে 'ভুবনমোহন জীউ' নামে এক কৃষ্ণ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সেটি হল, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তির একত্র সমাবেশ। যখন বাংলার ধর্মজগতে শাক্ত, শৈব,বৈষ্ণবদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক বজায় রাখা হয়েছিল। তখনই কিন্তু এই বংশের ধারাপথে এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। নারায়ণগড়ে পালবংশ রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে দেবতা অধিষ্ঠিত হন তিনি হলেন 'ভুবনমোহনজীউ' -একটি রাধাকৃষ্ণ যুগল বিগ্রহ। যদিও মূল গৃহদেবী হলেন ব্রহ্মাণী।

নারায়ণবল্লভ পালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র দেবীবল্লভপাল। তখন ১৩২৯ খ্রিঃ। এরপর, হৃদয়বল্লভ পাল। ভবানীবল্লভ পাল, ভৃগুরাম পাল, শোভারাম পাল, কিশোরবল্লভ পাল, জগন্নাথবল্লভ পাল, গোবিন্দবল্লভ পাল, শেখরবল্লভ পাল, গোপীবল্লভ পাল, ১৬১৩ পর্যন্ত এতজন পালরাজা রাজত্ব করেছিলেন। মোট ২৬ জন রাজার মধ্যে প্রথম কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল মাত্র। ১৩২৯ থেকে ১৬১৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই শ্রীচৈতন্য দেব এই পথ অতিক্রম করেছেন এবং পালবংশ শ্রীচন্দন উপাধি লাভ করেছেন।

আরও একটি বিষয় আছে, রাজাদের নামগুলির মধ্যম নাম হল বল্লভ। এই বল্লভের সঙ্গে শ্রীচন্দন উপাধিটিও তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এর সঙ্গে আরেকটি উপাধি সংযুক্ত হয়েছিল, সেটি হল 'মাড়ী সুলতান'! এই মাড়ী সুলতান কথাটির অর্থ হল পথের রাজা। এই বংশের সঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক কাহিনী যুক্ত আছে। দিল্লিতে তখন মোগল সাম্রাজ্য। মসনদে আসীন আকবর-পুত্র জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের পুত্র খুররম বা পরবর্তীকালের শাহজাহান নিজ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এইসময় তিনি এই অঞ্চলে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। একদিন এই বংশের রাজার মাধ্যমে গোপনে এক রাত্রের মধ্যে স্থানত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। এরই দু'বছর পর দিল্লির মসনদে বসে তিনি পালবংশের রাজাকে 'মাড়ী সুলতান' উপাধি প্রদান করেন। এরপর থেকে রাজবাড়ির প্রতি সদস্য তাঁদের নামের পিছনে শ্রীচন্দনের সঙ্গে মাড়ী সুলতান শব্দটিও সংযোজন করেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছিল ১৬২৭-এ। অর্থাৎ, গোপীবল্লভ পাল ১৬১৩-তে মৃত্যু হলে তার পরবর্তী রাজা শ্যামবল্লভ পালের আমলেই শাহজাহানের কাছ থেকে এই রাজবংশ মাড়ী সুলতান উপাধি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই বংশের ইতিহাসও বলে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহজাহান খুররম সমগ্র বাংলা নিজের অধীনে নেওয়ার জন্য এই এলাকা থেকে উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করতে থাকেন।

কিন্তু পিতার প্রতি বিদ্রোহী হয়েছিলেন বলে জাহাঙ্গীর সেনা প্রেরণ করেন। এর ফলে শাহজাহান পরাজিত হন। তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সৈন্য ঘেরা অঞ্চল দিয়ে পালাবেন কী করে? সেই সময় পালবংশের রাজা শ্যামবল্লভ পাল রাতের অন্ধকারে শাহজাহানকে পালাতে সাহায্য করেন। সাল তখন ১৬২৮, শাহজাহান নারায়ণগড় থেকে পালিয়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে যান।

১৭৬৭ সালে রাজা পরীক্ষিৎ বল্লভের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রাজবল্লভ সিংহাসনে বসেন। ১৭৮২-তে অপুত্রক অবস্থায় রাজবল্লভের মৃত্যু হলে তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণবল্লভ রাজ পদে আসীন হন। রাজবল্লভের স্ত্রী রানি অভয়া খুব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগামী ছিলেন। তিনি রাজবাড়িতে পৃথক আরেকটি মন্দির তৈরি করে 'ব্রজনাগর' নামে এক কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ হল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় কুলদেবতা। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে এই রাজপরিবার রাজারূপে শাসন করেছেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন পৃথ্বীবল্লভ শ্রীচৈতন্য মাড়ী সুলতান পাল। এভাবেই তাঁরা নিজেদের নাম লেখেন।

বর্তমানে এই গড়বাড়ি একেবারেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যেই রয়েছে দুটি পরিত্যক্ত শিব মন্দির, বিরাট ব্রহ্মাণী মন্দির আজ জঙ্গলে ঢাকা, আর দুটি কৃষ্ণ বিগ্রহ আজ রাজবাড়ির একটি ঘরে আরাধিত হন। আর রাজবাড়ির সামনেই রানি সরোবর। তার সম্মুখে ব্রহ্মাণী দেবীর মন্দির। একটি দোচালা বাড়ি। সামনে নাট মন্দির টিনের চাল দেওয়া। আর চারপাশে মাটির ছোট ছোট ঘর মনে করিয়ে দেবে দক্ষিণ ভারতের কোনও গৃহস্থ বাড়ির ছাদকে। একদম সেইরকম। পরিবারের দুর্গাপুজো খুব ধুমধাম করে এই মন্দিরে দেবী ব্রহ্মাণীকেই প্রতীক করে অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাইরে থেকে আগত আত্মীয়স্বজনেরা এই মাটির ঘরগুলোত বাস করেন। প্রতি শনি- মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পুজো হয়, আর হয় বলি।

স্থানীয় জনপদে এই মন্দিরের মান্যতা অনেক। বলির দিনগুলিতে পাঁচ-ছয়টা বা তারও বেশি বলি হতে দেখা যায়। দেবীর শিলা মূর্তির পিছনে তিন দেবী মূর্তি। ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী ও রুদ্রাণী। দেবী রূপকে নির্ণয় করেছে সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে শোনা যায়, প্রাচীনকালে কোনও একটি বলি দেওয়া ছাগল অর্ধেক অংশ ঝুলিয়ে রাখা হত মন্দিরের পাশে এক গাছের ডালে। সেই মাংস গভীর রাতে বাঘের আহার্য হত। ঠিক বাঘ এসে তাকে নিয়ে যেত। এখন তা গল্প।

মন্দির দর্শন করলে তার দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সাদৃশ্য বিস্ময় সৃষ্টি করবে নিশ্চিত। তবে পরিত্যক্ত মন্দির আরও কষ্ট দেবে, কারণ এই মন্দির সংরক্ষণ করলে তা এক দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠত নিশ্চিত।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

কোচবিহার
১১°
দিনহাটা
১১°
মাথাভাঙ্গা
১১°

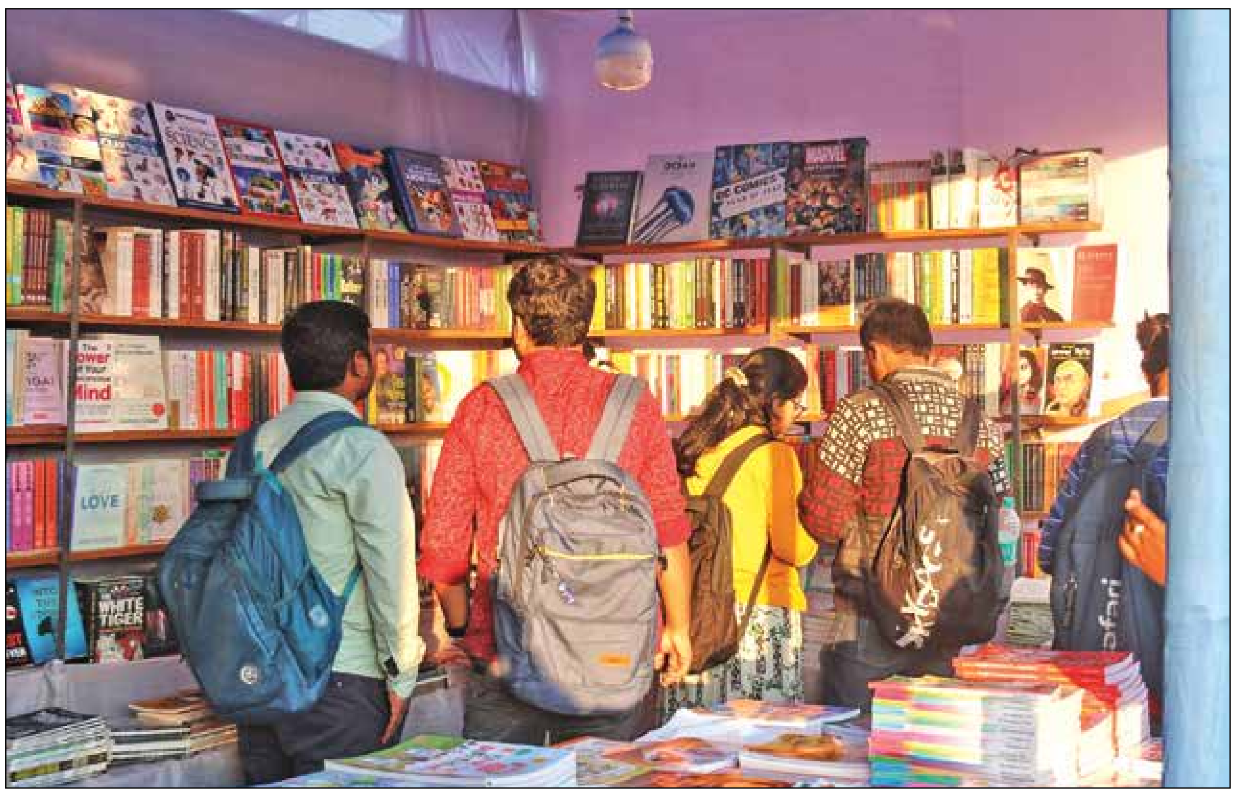

কোচবিহার বইমেলায় পড়ুয়াদের ভিড়। শনিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ডিজিটাল না ছাপা বই?

বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন একেবারে পালটে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। সেইসঙ্গে বদলে গিয়েছে তার ভাব প্রকাশের ধরনও। বদল এসেছে হাজার বছর ধরে চলে আসা পাঠের অভ্যাসে। বিশাল বইয়ের আলমারি এখন পকেটে। কাগজে ছাপা বইয়ের চিরচেনা জগৎকে কি নাড়িয়ে দিচ্ছে ডিজিটাল যুগ? উত্তর খুঁজল **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**।

অস্বীকার করা যাবে না

লোকমান হাকিম, গবেষক, দিনহাটা : বর্তমান সময়ে পুরো জগৎ মুঠোফোনে চলে এসেছে। আর তাই এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কখনোই ডিজিটাল আর্কাইভের মতো প্ল্যাটফর্মকে অস্বীকার করতে পারি না। অবশ্য চিরাচরিত গ্রন্থাগারে থাকা বইয়ে হাত বুলিয়ে দেখে এবং পড়ে যে আলাদা উপলব্ধি রয়েছে, তা যেমন অস্বীকার করা যায় না, ঠিক তেমনি ডিজিটাল আর্কাইভের মতো প্ল্যাটফর্মকেও মান্যতা দিতেই হবে। আসলে দুটোই একে অপরের পরিপূরক, একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ করে আমরা যারা গবেষণা করি তাদের তো নয়ই। কেননা গবেষণার তথ্যের জন্য চিরপরিচিত বইয়ের বাইরেও অনেক সময় তথ্যের প্রয়োজনে ডিজিটাল আর্কাইভের শরণাপন্ন হতে হয়। তাই আমার মনে হয়, বই হাতে নিয়ে পড়ার পাশাপাশি ডিজিটাল আকার্‌ইভে নজর রাখলে নবীন প্রজন্ম উপকৃতই হবে।

সময়ের দাবি মেনে দুইই থাকবে

পাপড়ি গুহ নিয়োগী, লেখক, কোচবিহার : ব্যস্ততার যুগে মানুষ যখন প্রায় যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে সেই সময় দাঁড়িয়ে বসে বসে বই পড়াটা প্রায় আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। আগে যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করত, হাত-পা ছড়িয়ে বসবাস, আলাদা আলাদা বসার ঘর, পড়ার ঘর, শোবার ঘর। সেখানে আজ এক বা দু'কামরার ফ্ল্যাট। পরিবারের সবারই একসঙ্গে জায়গা হয় না, সেখানে বুক সেলফ অনেক সময়ই স্বপ্ন। ইন্টারনেট বিপ্লবের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে একটা মোবাইলেই প্রায় একটা গোটা বুক সেলফ এঁটে যায়। এছাড়া রেল, বাস, মেট্রো যাত্রার মাঝে অনলাইনে বই পড়াটাও অত্যন্ত সহজ। বিনামূল্যে পিডিএফ ভার্সন পাওয়াতে এর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। তবে আলো-অন্ধকার যেমন পাশাপাশি চলে, পুরোনো সবকিছুই সেভাবে নতুনকে বয়ে আনে। কাগজের বই তো থাকবেই, তবে সময়ের দাবি মেনে ডিজিটাল মাধ্যমও জনপ্রিয়তা পাবে।

এখনও বিকল্প নয়

কৃষ্ণকুমার মণ্ডল, তুফানগঞ্জ জয়হিন্দ ক্লাব লাইব্রেরির ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক : ডিজিটাল লাইব্রেরি কখনোই ছাপা বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। নীরব পরিবেশে টেবিলে বই খুলে রস আস্বাদন করার যে অনুভূতি তা কখনোই মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকের সংখ্যা দিন-দিন তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। শুধু যে প্রযুক্তির ছোঁয়াতেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এমনটা নয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতাও কিছুটা দায়ী। বর্তমানে রাজ্যের অন্য জেলার লাইব্রেরিগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মী থাকলেও, আমাদের জেলায় নেই। কর্মীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসনগুলি পূরণ করা হলে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানো সম্ভব হত। একইসঙ্গে পাঠকরাও বইমুখী হতেন। বেশ কয়েক বছর আগে 'বই ধরো বই পড়' প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল, বিশেষ স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে রাজ্যের যে কোনও জায়গা থেকে বই তুলতে পারবেন পাঠকরা। প্রকল্পটি শুরু হলে তরুণ প্রজন্ম ডিজিটালের স্বাদ পেত।

ঝক্কি নেই, সুবিধা বেশি

খুশি রায়, ছাত্রী, মেখলিগঞ্জ কলেজ : এখন ডিজিটাল যুগ। মোবাইল, ট্যাবলেট বা কিন্ডলে বই পড়ার মজাই আলাদা। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট থেকে প্রচুর বই বিনামূল্যে ডাউনলোড করে পড়া যায়। বই কেনা একদিকে যেমন খরচসাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনই সেই বই রাখার জন্যও জায়গা প্রয়োজন। বাড়ি বা লাইব্রেরি, বই যত্নে না রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। ব্যস্ততার এই সময়ে তা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অন্যদিকে ডিজিটাল মাধ্যমে একবার ডাউনলোড করে নিলে সেই বই বা ডকুমেন্ট আজীবন থেকে যাবে। পুরোনো দিনের বহু বই কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু সেগুলি ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকলে শুধু এখন নয়, আগামী প্রজন্মও খুব সহজে ব্যবহার করতে পারবে। বই হাতে নিয়ে পড়ার মধ্যে একটা আলাদা আবেগ রয়েছে সেটা মানি। কিন্তু আধুনিক প্রজন্ম প্রযুক্তিকে গ্রহণ করবেই। হয়তো তাই লাইব্রেরিতে ভিড় কমছে।

স্ক্রিনে দীর্ঘক্ষণ চোখ নয়

বিপ্লব সরকার, শিক্ষক, মাথাভাঙ্গা : আমি ব্যক্তিগতভাবে চিরকালই বই বুকে নিয়ে ঘুমাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। অর্থাৎ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার মনে হয়, হাতে বই নিয়ে পড়ার সুখ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ ডিজিটাল স্ক্রিনে চোখ রাখলে মাথা ধরে যায়। রাতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু হাতে বই থাকলে স্বাধীনভাবে নেড়েচেড়ে দেখা ও পড়ার মধ্যে যে ভালোবাসা জন্মায় তার কোনও বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে চটজলদি কিংবা মুচমুচে স্বাদ নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু সেখানে বৃহৎ সাহিত্য কখনোই সম্ভব নয় বলে আমার মনে হয়। সুতরাং টেকনলজি যতই ক্রমবর্ধমান হোক না কেন, নতুন কাগজের গন্ধে বিভোর হবার সময়টুকু আমি নিজের জন্য চিরকাল রাখতে পছন্দ করব। তাছাড়া, বই একটি শিল্প। এখন জেলায় বইমেলা চলছে, কিছুদিন পর কলকাতা বইমেলা শুরু হবে। মানুষ বই হাতে নিয়ে পাঠাভ্যাস হারিয়ে ফেললে এই মহৎ শিল্পটির কী হবে? আর বইকে ব্যবহারিক গড়ে তুললে তা ডিজিটালের মতোই চিরস্থায়ী হতে বাধ্য।

পুরসভার গুচ্ছ অনুষ্ঠান

মাথাভাঙ্গা, ২৮ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা ঝংকার ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার মাথাভাঙ্গা ছবিরুন্নেসা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। এদিন সমবেত প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্লাবের প্রবীণ সদস্য ব্রজগোপাল পাল, মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক, ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা, পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দ্রশেখর রায় বসুনিয়া। অনুষ্ঠান সূচনার আগে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রতন টাটা এবং জাকির হুসেনের প্রয়াণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এদিন আবৃত্তি, সংগীত, ছড়ার নৃত্য, রবীন্দ্রনৃত্যের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান এবং নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। মাথাভাঙ্গা ঝংকার ক্লাবের সম্পাদক প্রীতম কুণ্ডু জানান, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে পুষ্প প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আগামী রবিবার মাথাভাঙ্গা এ টিম মাঠে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ছাড়াও ওইদিন বেলা ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

ভবঘুরেকে সাহায্য

মেখলিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : তিনদিন ধরে মেখলিগঞ্জ বাজারের ফুটপাথে পড়ে ছিলেন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি নিজের নামঠিকানা কিছুই বলতে পারেননি। তাঁকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়েও আসেননি। এবার সেই ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করতে এগিয়ে এল মেখলিগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নর্থবেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি। বৃহস্পতিবার রাতে যৌথ উদ্যোগে তাঁরা সেই ভবঘুরের হাতে কম্বল ও খাবার তুলে দেন। এরপর শুক্রবার সেই ভবঘুরেকে স্নান করিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নামঠিকানা বলতে পারলে তাঁকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। অন্যথায় তাঁর থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে নর্থবেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির তরফে জানানো হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ভোলাপ্রসাদ সাহা বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ওই ভবঘুরে সম্পর্কে খবর পাই। এরপরেই ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাধেশ্যাম লাখোটিয়া ও নর্থবেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁকে কম্বল ও খাবার তুলে দিই।'

ইঞ্জিনিয়ার বদলি

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : বদলি হলেন পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সরকার। সুরজিৎবাবুকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের যুগ্ম সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর কাজকর্ম দেখার জন্য পিডব্লিউডির কোচবিহার ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথকে বলা হয়েছে।

রাস্তা তৈরি নিয়ে বিতর্ক মাথাভাঙ্গায়

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৮ ডিসেম্বর : বেহাল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারের বদলে ফাঁকা মাঠে রাস্তা তৈরিতে মাথাভাঙ্গায় বিতর্ক ছড়িয়েছে। পুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালগামী একাধিক রাস্তা রীতিমতো বেহাল অবস্থায় রয়েছে দীর্ঘদিন। ওয়ার্ডে রয়েছে কয়েকটি সরকারপোষিত ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বন বিভাগের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিস। শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ রাস্তাগুলি ব্যবহার করে থাকেন। সংস্কারের অভাবে বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী। অভিযোগ, সেগুলির সংস্কারের বদলে ওয়ার্ডের হাসপাতাল সংলগ্ন একটি ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি সাড়ে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ৩টি বাড়ির জন্য পুরসভা পেভার্স ব্লকের একটি রাস্তা তৈরি করেছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ে থাকলেও ফাঁকা মাঠে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও পুরসভা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষও কাউন্সিলার এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ।

প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার তথা দলের মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটির নেতা জয়ন্ত সাহার অভিযোগ, 'প্রচুর মানুষ ও যানবাহন যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে সেই রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ মাত্র তিনটি বাড়ির জন্য ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করল পুরসভা!' মাঠের জমির দাম বাড়ানোর লক্ষ্যেই এধরনের কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএম নেতার। একই অভিযোগ প্রাক্তন কাউন্সিলার ও বিজেপি নেতা দিলীপকুমার মণ্ডলের। তাঁর মতে, ৭ ওয়ার্ড ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পুর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি। সেগুলির সংস্কার না করে ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি করলে অভিযোগ ওঠা স্বাভাবিক। দিলীপ বলেন, 'আমাদের স্থির বিশ্বাস ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার যে রাস্তায় যাতায়াত করেন সেই রাস্তাও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।' দিলীপের প্রশ্ন, 'কোন স্বার্থে ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হল?' তাঁর দাবি, এই অভিযোগ সহ পুর এলাকার নানা সমস্যা নিয়ে নতুন বছরের শুরু থেকেই আন্দোলনে নামবে বিজেপি।

তবে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভময় সরকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'ওয়ার্ডের পিচ রাস্তা সংস্কার এবং পেভার্স ব্লকের রাস্তার এস্টিমেট ভেটিং করে পাঠানো হয়েছে। প্রথমে পেভার্স ব্লকের রাস্তার অর্থ অনুমোদন হওয়ায় ওই রাস্তা তৈরি হয়েছে। পিচ রাস্তা সংস্কারের অর্থ এলে সংস্কার করা হবে।' কাউন্সিলারের দাবি তিনটি নয়, ছ'টি পরিবারের জন্য রাস্তাটি তৈরি হয়েছে।

ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও। পেশায় শিক্ষক শিবেন্দ্র দে বলেন, 'কান্দুরা মোড় থেকে মাথাভাঙ্গা হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাটি দিয়ে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ এবং হাসপাতালগামী রোগীদের যাতায়াত। সেই রাস্তা সংস্কার না করে ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি করলে তো প্রশ্ন উঠবেই।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী মলয় সাহা বলেন, 'বাড়ির সামনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দু'বছর ধরে বেহাল। কাউন্সিলারকে বারবার জানানো সত্ত্বেও সংস্কার হচ্ছে না। অথচ কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে।'

মাথাভাঙ্গার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে এই রাস্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। - সংবাদচিত্র

নেতার নামে নালিশ

মেখলিগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে অশালীন আচরণ করায় তৃণমূল কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রাক্তন যুব নেতার নামে থানায় অভিযোগ করল মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ দেখানোয় তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে বলে দাবি ওই তৃণমূল নেতা শাহিন আলি সরকারের। তবে ঘটনা যাই হোক, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সরগরম মেখলিগঞ্জ। পুলিশের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার মাঝরাতে। ওই রাতে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার জয়দীপ রায় জানান, রাতে একটি শিশুকে হাসপাতালে আনা হলে তিনি শিশুটিকে দেখার পর হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাননি। তাঁদের দাবি, শিশু চিকিৎসককে আসতে হবে। তিনি তাঁদের জানান, শিশুটিকে ভর্তি করা হলে প্রয়োজনে শিশু চিকিৎসক এসে দেখে যাবেন। কিন্তু পরিবারের লোকজন ভর্তি করাতে না চাওয়ার তিনি বাধ্য হয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র লিখে দেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই শাহিন আলি সরকার নামে একজন হাসপাতালে জরুরি বিভাগে এসে গালিগালাজ ও অশালীন আচরণ করে। এরপর সহকারী সুপারকে এবং পুলিশকে জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই তাঁরা চলে যান। শনিবার বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার ডাক্তার তাপসকুমার দাস জানান।

অন্যদিকে শাহিন জানান, শুক্রবার রাতে পানিশালা এলাকার মহম্মদ রাসেল তাঁর সন্তানকে হাসপাতালে এনে সঠিক পরিষেবা না পাওয়ায় তাঁকে জানান। ওই রাতে তিনি এসে কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছে জানতে চান দুই বছরের শিশু গুরুতর অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন অন ডিউটি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আসবেন না। এছাড়া হাসপাতালের পরিষেবার মান নিয়ে তিনি লাইভ করেন। এছাড়া বেহাল পরিষেবার বিষয়ে বিভিন্ন মহলে জানাবেন বলেও জানান। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

কোচবিহারে আবর্জনায় বেসামাল পুরসভা, ভোগান্তি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : দু'দিন আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রশাসন সাগরদিঘিতে সাফাই অভিযান চালালেও শহর সাফাই হচ্ছে কই? ঘড়িতে তখন আড়াইটা পেরিয়েছে। বিশ্বাসপাড়ার দিঘি চত্বর তখন আবর্জনায় ভরা। ওষুধের দোকানের বিভিন্ন জিনিস থেকে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, হোটেলের অব্যবহৃত জিনিসপত্র সবই পড়ে রয়েছে সেখানে। আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। একই পরিস্থিতি ব্রাহ্ম মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। দুপুর পেরিয়ে গেলেও সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, বোতল, থালা সহ বিভিন্ন আবর্জনা।

শহরের ভারত ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় দুপুর পেরিয়ে গেলেও রাস্তার ওপরেই ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে কলা গাছ, প্লাস্টিক সহ নানা ধরনের আবর্জনা। রাস্তার একাংশজুড়ে আবর্জনা ফেলায় যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। বিষয়টি নিয়ে এক পড়ুয়ার মন্তব্য, 'শহরকে পরিষ্কার রাখতে একদিকে যখন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হচ্ছে, অপরদিকে তখন শহরের বেশ কিছু রাস্তায় আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকছে। এ নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।'

এখানেই শেষ নয়। রাসমেলা মাঠে গত কয়েকদিন ধরে বইমেলা হচ্ছে। মেলায় প্রবেশের মুখেই মাঠের একাংশে ফেলে রাখা হয়েছে বিভিন্ন আবর্জনা। অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের একাংশ মেলার মাঠে এভাবে আবর্জনা ফেলে রাখছেন। গত কয়েকদিন ধরে আবর্জনাগুলি এভাবে পড়ে থাকলেও কেন বিষয়টি নিয়ে কারোরই হেলদোল নেই। এদিকে, শহরের জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু জায়গাতেও একই পরিস্থিতি। দিনের পর দিন স্কুল সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা ফেলবার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার নজরদারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

শহরের বেশ কিছু দিঘি এখন আবর্জনা ফেলবার জায়গায় পরিণত হয়েছে। দু'-একটি দিঘি বাদ দিলে বেশিরভাগ দিঘিরই একই পরিস্থিতি। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কিছু অসচেতন ব্যক্তি দিঘিগুলিতে আবর্জনা ফেলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে পুরসভার তরফ থেকে লাগাতার অভিযানেরও দাবি জানিয়েছেন অনেকে। শহরের স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ মজুমদারের মন্তব্য, 'শহরকে নিয়ে প্রশাসনের আরও ভাবা দরকার। একদিনের অনুষ্ঠান করে নয়। কীভাবে শহরের আরও সৌন্দর্যায়ন হবে, শহরকে পরিষ্কার রাখা যাবে, এবিষয়েও তাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন।'

এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছে না বিরোধীরাও। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর ক্ষোভ, 'শহর পরিষ্কার রাখার কর্তব্য পুরসভা এমনকি প্রশাসনের। কিন্তু এ বিষয়ে তাদের নজরদারির পুরোপুরি অভাব রয়েছে। একটা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের পর আদৌ মানুষ সচেতন হল কি না, সেটা নিয়েও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। শহরের এই পরিস্থিতিতে লোকদেখানো অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আদৌ কতটা?'

সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে সবার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।' পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মন্তব্য, 'মানুষ সচেতন না হলে এটা খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা যতই প্রচার করি বা শহর পরিষ্কার রাখতে বাড়িতে বাড়িতে বালতি দিই! তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। সরকারিভাবে জরিমানার আইন থাকলেও আমরা এখনই জরিমানা প্রয়োগ করতে চাইছি না। মানুষকে বোঝাতে আমরা আরও সময় দিতে চাইছি। আশা করছি শহরকে পরিষ্কার রাখতে এবার থেকে মানুষ সচেতন হবেন।'

বিশ্বাসপাড়ায় ভরদুপুরেও জমে থাকা জঞ্জাল। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

ভরদুপুরে মাতৃমার সামনে পড়ে থাকা জঞ্জাল। শনিবার।

সলিল স্মরণে

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করল সলিল চৌধুরী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির কোচবিহার শাখা। শনিবার কোচবিহার সাহিত্য সভায় নাচ, গান সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী রাজু বল এবং অরিজিৎ ঘোষ। জেলা শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সম্পাদক নিরুপম দত্ত বলেন, 'অনুষ্ঠানে ভালো সাড়া মিলেছে। সেখানে বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল কোচবিহার ও মেখলিগঞ্জে। শনিবার হরিশ পাল চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় এক সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল, বুদ্ধদেব রায়, রুপালি সরকার প্রমুখ। মেখলিগঞ্জের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরিয়ার আলম, ব্লক সভাপতি নিলু হক, সম্পাদক রেজ্জাক সরকার ও অন্য সদস্যরা।

ঝুঁকি কম, রিটার্ন বেশি

লগ্নি করুন পিএসইউ ফান্ডে

কৌশিক রায়

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি তো অনেকেই করেন। কিন্তু সঠিক ফান্ড বাছাই না করলে আপনার লগ্নির সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এই মুহূর্তে বাজারে বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে। প্রতিটি অন্যের থেকে চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন। পাশাপাশি ঝুঁকি এবং রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও আলাদা হয়। যে কোনও লগ্নির লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করেই ফান্ড বাছাই করতে হয়। যাঁরা ঝুঁকি কম, কিন্তু ভালো রিটার্ন দেবে এমন ফান্ড খুঁজছেন, তাঁদের জন্য 'পিএসইউ' ফান্ড আদর্শ হতে পারে।

পিএসইউ ফান্ড কী?

পিএসইউ ফান্ড হল এক ধরনের ওপেন এন্ডেড ডেট ফান্ড। বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি স্বীকৃত পিএসইউ (পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং)-তে বিনিয়োগ করে। এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি অনেকটাই কম হয়। এখন বাজারে পিএসইউ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডেও বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। এই ফান্ডগুলি এক ধরনের ওপেন এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

যাঁরা বেশি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, কিন্তু ব্যাংক জমা বা ডাকঘর জমা প্রকল্পের তুলনায় বেশি রিটার্ন চাইছেন, তাঁদের জন্য পিএসইউ ফান্ড আদর্শ হতে পারে। অনেক পিএসইউ ফান্ডের মেয়াদ ১-২ বছর হয়। তাই যাঁরা স্বল্প মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্যও পিএসইউ ফান্ড আদর্শ হতে পারে।

পিএসইউ ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ এই ফান্ড মূলত বিভিন্ন ধরনের বন্ড, ডিবেঞ্চার এবং ডিপোজিটরি সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করে।

■ মোট তহবিলের ৮০ শতাংশ পিএসইউ সংস্থা, ব্যাংক এবং সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে।

■ পিএসইউ ফান্ডে ঝুঁকি একেবারেই কম।

■ অনেক পিএসইউ ফান্ডের লক ইন পিরিয়ড ১-২ বছর হয়।

■ রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রায় নিশ্চিত রিটার্ন দেয়।

পিএসইউ ফান্ডের সুবিধা

■ এই ধরনের ফান্ডে লিকুইডিটি অনেক বেশি হয়।

■ যখন সুদের হার কমে যায়, তখনও এই ফান্ডগুলি বেশি এবং স্থিতিশীল রিটার্ন দেয়।

■ শেয়ার বাজারের অস্থিরতা এই ধরনের ফান্ডে প্রভাব ফেলে না। তবে পিএসইউ ইকুইটি ফান্ড ঝুঁকিপূর্ণ।

■ ব্যাংক ডিপোজিট বা ফিক্সড ডিপোজিটের তুলনায় পিএসইউ ফান্ড বেশি রিটার্ন দেয়।

■ ফিক্সড ডিপোজিটের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই পিএসইউ ফান্ডের মেয়াদ কম হয়।

পিএসইউ ফান্ডের অসুবিধা

■ এই ধরনের ফান্ডে রিটার্নের হার সীমিত হয়।

■ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য পিএসইউ ফান্ড উপযুক্ত হয়।

■ ডায়নামিক বন্ড ফান্ড সহ আরও কয়েকটি পিএসইউ ফান্ডের ঝুঁকি বেশি।

বিনিয়োগের আগে জানতে হবে

যে কোনও বিনিয়োগের আগে বিনিয়োগের সেরা বিকল্প খুঁজে বের করাই লগ্নিকারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব। পিএসইউ ফান্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই লগ্নির আগে পর্যালোচনা করতে হবে—

■ **আর্থিক লক্ষ্য** : আপনি কী লক্ষ্যে বিনিয়োগ করছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। স্বল্প মেয়াদে নিশ্চিত রিটার্ন পেতে এই ফান্ডে লগ্নি করা যেতে পারে।

■ **ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স** : অতীতে ফান্ডের পারফরমেন্স বিচার করে বিশেষত অর্থনীতির ভালো এবং খারাপ সময়ে ফান্ড কী ধরনের রিটার্ন দিয়েছে তা পর্যালোচনা করা জরুরি।

■ **ফান্ড ম্যানেজার** : যে ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন তার ফান্ড ম্যানেজার কে এবং তাঁর অতীতে পারফরমেন্স কী তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

■ **খরচ** : যে কোনও ফান্ডে বিনিয়োগ করলে লগ্নিকারীদের নির্দিষ্ট কিছু ফি দিতে হয়। এই খরচ পর্যালোচনা করে তবেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পিএসইউ ফান্ড কি কর যোগ্য?

এটি যেহেতু ডেট ফান্ড, তাই এই ধরনের ফান্ড কর যোগ্য। যদি লগ্নির সময় তিন বছরের বেশি হয়, তবে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ বিবেচনায় ২০ শতাংশ কর ধার্য হয়। বিনিয়োগের সময় তিন বছরের কম হলে লগ্নিকারীর আয়ের সঙ্গে তা যুক্ত হবে এবং সেই অনুযায়ী আয়করের স্ল্যাব নির্ধারণ করা হয়।

পিএসইউ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

নামে মিল হলেও পিএসইউ ফান্ডের তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের হয় পিএসইউ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ড হল ওপেন এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড। থিমেটিক ফান্ডের শ্রেণিতে পড়ে এই ধরনের ফান্ড। শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত বিভিন্ন পিএসইউ সংস্থা ও ব্যাংকের শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয় এই ফান্ডের তহবিল। পিএসইউ ইকুইটি ফান্ড ঝুঁকিপূর্ণ এবং এতে রিটার্নের হারও বেশি। করোনা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পিএসইউ শেয়ার অভাবনীয় রিটার্ন দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সংশোধনে সেইসব সংস্থার শেয়ারদরে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সংশোধন হয়েছে। এই সময়ে পিএসইউ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করলে তা ভবিষ্যতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে বড় রিটার্ন দিতে পারে। পিএসইউ ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে লক ইন পিরিয়ড সাধারণত ৫ বছরের হয়। এই ধরনের ফান্ড যেহেতু থিমেটিক, তাই প্রত্যাশিত থিম অনুযায়ী পারফরমেন্স করে।

কয়েকটি জনপ্রিয় পিএসইউ ইকুইটি ফান্ড

নাম	৫ বছরে রিটার্ন (%)
এসবিআই পিএসইউ ফান্ড	৩৫.৬১ শতাংশ
ইনভেসকো ইন্ডিয়া পিএসইউ ইকুইটি	৩৪.৪১ শতাংশ
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ পিএসইউ ইকুইটি	৩০.০১ শতাংশ

কয়েকটি জনপ্রিয় ব্যাংকিং ও পিএসইউ ডেট ফান্ড

নাম	১ বছরে রিটার্ন (%)
ইউটিআই ব্যাংকিং অ্যান্ড পিএসইউ ডেট ফান্ড	৭.৪৯ শতাংশ
আইসিআইসিআই অ্যান্ড পিএসইউ ডেট ফান্ড	৭.০১ শতাংশ
কোটাক অ্যান্ড পিএসইউ ডেট ফান্ড	৬.৮০ শতাংশ
এইচডিএফসি অ্যান্ড পিএসইউ ডেট ফান্ড	৬.৬৭ শতাংশ
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ অ্যান্ড পিএসইউ ডেট ফান্ড	৬.৬৭ শতাংশ

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বিগত সপ্তাহে সেনসেক্স ও নিফটির পতন হয়েছিল যথাক্রমে ৪০৯১.৫৩ এবং ১১৮০.৮ পয়েন্ট। চলতি সপ্তাহে সেই পতনের ধাক্কা সামাল দিয়ে সামান্য স্থিতিশীল হয়েছে দুই সূচক। সপ্তাহ শেষে দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৬৫৭.৪৮ এবং ২২৫.৯ পয়েন্ট এবং থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৮৬৯৯.০৭ এবং ২৩৮১৩.৪০ পয়েন্টে। সূচক স্থিতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত দিলেও বিপদ যে কেটে গিয়েছে, তা বলার সময় এখনও আসেনি। লগ্নিকারীদের তাই সতর্ক থাকতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। সংশোধনে আতঙ্কিত না হয়ে একে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে নিজের পোর্টফোলিওকে। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা নিয়ে গুণগত মানের ভালো শেয়ারে ধাপে ধাপে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে ভারতের এই শেয়ার বাজার।

২০২০-র করোনা মহামারির সময় ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। তারপর টানা চার বছর নাগাড়ে উঠেছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত বহু শেয়ারের দাম কয়েকগুণ বেড়েছে। কয়েকটি সংস্থা বাদ দিলে বাকি সংস্থাগুলির ব্যবসা বৃদ্ধি সেই অনুসারে হয়নি। তাই বর্তমানের এই সংশোধন একেবারে প্রত্যাশিত ছিল। নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু হবে। প্রথমসারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে ফের স্বমহিমায় ফিরবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। আর ফল প্রত্যাশিত না হলে চলতি সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে।

বিগত কয়েক বছরে শেয়ার বাজারের এই বুল রানে বড় ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। গত অক্টোবর থেকে তারা এদেশ থেকে লগ্নি সরিয়ে নিচ্ছে। রওনা হয়েছে চিনের দিকে। ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহে তারা ফের ক্রেতার ভূমিকায় নামলেও তারপর থেকে ফের টানা শেয়ার বিক্রি করছে। আগামী বছরে শেয়ার বাজারের ওঠানামায় এদের বড় ভূমিকা থাকবে। এর পাশাপাশি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫-এ সুদের হার কতটা কমায় বা জাপান জানুয়ারিতে সুদের হার বাড়ায় কি না, এই বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারের ওঠানামায় প্রভাব ফেলবে।

আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠানামায় বড় ভূমিকা নেবে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াও। ডিসেম্বরের ঋণনীতিতে সিআরআর কমানো হলেও সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছিল শীর্ষ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারির ঋণনীতিতে সুদের হার কমলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার, জিডিপি বৃদ্ধির হার, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম, ব্যাংকগুলির পারফরমেন্স ইত্যাদিও শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলবে। ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লগ্নিকারীদের সেই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা পূরণ হলে ফের স্থিতিশীল হতে পারে শেয়ার বাজার।

টানা উত্থানের পর গতি হারিয়েছে সোনা ও রুপোর দামও। আগামী দিনে ফের মহার্ঘ হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ** : বর্তমান মূল্য-৬১৭.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭৩/৪৯৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৫৯০-৬১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৮৭৪৩, টার্গেট-৭৪২।

■ **লিখিথা ইনফ্রা** : বর্তমান মূল্য-৩৫৫.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৭/২৩০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩৩০-৩৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০১, টার্গেট-৪৮৫।

■ **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** : বর্তমান মূল্য-১০২.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮/৯৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯২-১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৬৮০১, টার্গেট-১৭৫।

■ **এনএইচপিসি** : বর্তমান মূল্য-৮০.৩৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৮/৬৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭৫-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০৬৯১, টার্গেট-১৩০।

■ **ওয়েস্টার্ন ক্যারিয়ার** : বর্তমান মূল্য-১২০.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৭/১১০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১১০-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২২৩, টার্গেট-১৬৮।

■ **রেপকো হোম** : বর্তমান মূল্য-৪১১.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৯৫/৩৬৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৮৫-৪০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৫৭৬, টার্গেট-৫৬০।

■ **টাটা পাওয়ার** : বর্তমান মূল্য-৩৯৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৫/৩২০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৩৯৭, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৭৪৯৪, টার্গেট-৪৯০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : মাদারসন

● **সেক্টর** : অটোমোবাইল ● **বর্তমান মূল্য** : ১৫৭ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ** : ৯৭/২১৬ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ১,১০,৪৮৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ১ ● **বুক ভ্যালু** : ৩৭.২১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ০.৫১ ● **পিই** : ২৯.১৯ ● **ইপিএস** : ৫.৩৮ ● **পিবি** : ৪.২২ ● **আরওই** : ১১.৮ শতাংশ ● **আরওসিই** : ১৩.৭ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ২১০

একনজরে

■ মাদারসন দেশের বৃহত্তম গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাতা। এক্সটিরিয়র রেয়ার ভিউ মিরর নির্মাণে বিশ্বের বৃহত্তম এই সংস্থা।

■ মাদারসনের পণ্য তালিকায় রয়েছে ওয়্যারিং হারনেস, ভিসন সিস্টেম, মডিউলস, পলিমার প্রোডাক্টস ইত্যাদি।

■ ৪১টি দেশে ২৭০টি শাখা রয়েছে এই সংস্থার। উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে জার্মানি, আমেরিকা, চিন, ফ্রান্স এবং মেক্সিকোয়।

■ ক্লায়েন্ট তালিকায় রয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জ, অডি, ভোকসওয়াগন, পোর্শে, বিএমডব্লিউ, মারুতি, রেনো ইত্যাদি বিশ্বের প্রথম সারির সংস্থা।

■ ২০২৫-এর মধ্যে সংস্থাটি ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

■ এরোস্পেস, লজিস্টিক সলিউশনস, হেল্থ অ্যান্ড মেডিকেল ব্যবসায় পা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে এই সংস্থার।

■ মাদারসন নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়।

■ সংস্থায় ৫৮.১৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৯.৯৩ শতাংশ এবং ১৩.৪৭ শতাংশ শেয়ার।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৮.৭৮ শতাংশ বেড়ে ২৭,৬৭০ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩৩৬ শতাংশ বেড়ে ৮৭৯ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সংস্থার নেতিবাচক বিষয়গুলি হল ঋণ বৃদ্ধি, গত তিন বছরে রিটার্ন অন ইকুইটি বৃদ্ধির হার মাত্র ৮.৫১ শতাংশ ইত্যাদি।

■ শেয়ারদর সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে। এই সংশোধন লগ্নিকারীদের জন্য লগ্নির সুযোগ এনেছে।

■ মতিলাল অসওয়াল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

২০২৪-এ ৯ শতাংশের ওপর রিটার্ন সেনসেক্স এবং নিফটির

বোধিসত্ত্ব খান

২০২৪-এর দ্বিতীয় ভাগে বেশ কিছুটা সংশোধন সত্ত্বেও এটা বলতে বাধা নেই যে, ভারতের বিভিন্ন সেক্টরের অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানিতে দারুণ র‍্যালি এসেছে। যদি বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলি দেখতে হয় তাহলে ২৭ ডিসেম্বর অবধি নিফটি ৯.৫৮ শতাংশ র‍্যালি করেছে, সেনসেক্স ৮.৯৪ শতাংশ, নিফটি আইটি ২৩.১১ শতাংশ, নিফটি ব্যাংক ৬.২৫ শতাংশ, নিফটি অটো ২৪.০৭ শতাংশ, বিএসই স্মল ক্যাপ ২৯ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ ২৫.৭৫ শতাংশ, বিএসই মেটাল ৮.১৮ শতাংশ, বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ২৮.২৩ শতাংশ, বিএসই হেলথ কেয়ার ৪১.৪৯ শতাংশ। বিএসই এফএমসিজি গোটা বছরে সেই অর্থে কোনও পরিবর্তনই দেখেনি। বৃদ্ধি এসেছে মাত্র ০.৮০ শতাংশ। দারুণ করেছে ক্যাপিটাল গুডস সেক্টর। সার্বিকভাবে মার্কেট ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪.৩৯ শতাংশ। টেলিকম সেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩.৬৫ শতাংশ।

তবে যে সেক্টরগুলি মোটেই ভালো করতে পারেনি, তার মধ্যে রয়েছে কেমিক্যালস (২.৮৮ শতাংশ), এগ্রিকালচার (৬.২৬ শতাংশ), অয়েল অ্যান্ড গ্যাস (২.৬১ শতাংশ)। মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট (-৭.৮৯ শতাংশ) নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে। ফুটওয়্যার সেক্টর বিনিয়োগকারীদের সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেনি। খুবই খারাপ পারফরমেন্স ছিল ডায়মন্ড এবং জুয়েলারি সেক্টরে। যেখানে বিনিয়োগকারীদের সম্পদ (-২৯.৬৩ শতাংশ) ক্ষয় হয়েছে। ২০২৫-এর শুরুতেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট বিনিয়োগকারীদের জন্য অপেক্ষা করবে। প্রথমত, ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ২০ জানুয়ারি। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট। আগের বছরগুলির মতো এবার সাধারণ মানুষের লক্ষ্য থাকবে ট্যাক্সের ওপর। মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে তেমন টাকা নেই। ফলে তারা টাকা খরচ করবে হাত খুলে, এমন অবস্থা নেই। সেই চাপ টের পাচ্ছে বিভিন্ন কনজিউমার ডিসক্রেশনারি কোম্পানিগুলি।

26.417
20.556
06.381

বিভিন্ন নামী-দামি এফএমসিজি কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়ে ফেলেছে। হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, নেসলে, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বেলস, এশিয়ান পেন্টস সবাই কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ডিফেন্স, রেলওয়েজ, বিভিন্ন পিএসইউ ব্যাংক গত কয়েক বছরে দুরন্ত র‍্যালির পর ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ অবধি সংশোধন দেখেছে। ২০২৫-এ তারা নতুনভাবে ফিরে আসবে কি না তাও একটা বড় প্রশ্ন তো বটেই। এই ব্যাপারে যেটা লক্ষণীয় তা হল, ভারতের পরিকাঠামোগত উন্নতির দিকে সরকারের সুতীব্র নজর বজায় থাকবে কি না। এছাড়া রিনিউয়েবল এনার্জি, ইলেক্ট্রিক ভেহিকল, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি, ট্যুরিজম, সেমিকনডাক্টর, ইনফর্মেশন টেকনলজি, কুইক কমার্স—এই সেক্টরগুলি সবার নজরে থাকবে। অপেক্ষা থাকবে মূল্যবৃদ্ধি কম হওয়ার জন্য। যদি পরপর কয়েকমাস মূল্যবৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাংকের স্বস্তির মধ্যে থাকে তাহলে ইন্টারেস্ট রেট কমানোর কথা হয়তো বা তারা ভাবলেও ভাবতে পারে। সেক্ষেত্রে যত রেট সেনসেটিভ সেক্টর যেমন অটো, অটো অ্যানসালারিস, রিয়েল এস্টেট, ফিন্যান্সিয়ালস—এরা সবাই নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

২০২৫-এ কোন সেক্টরগুলির ওপর নজর

তবে ভারতের যে বিষয়টি ক্রমশ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে, তা হল টাকার সাপেক্ষে ডলারের ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠা। এখন প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৮৫.৫০ টাকা করে। শুক্রবার তা সর্বকালীন নিম্নস্তর ছোঁয় ৮৫.৮২ টাকাতে। ডলারের চাহিদা গত তিন মাসে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এফআইআই যেভাবে শেয়ার বিক্রি করে টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তাদের ডলারের প্রয়োজন পড়ছে। ডলারের চাহিদা রয়েছে সেইসব কোম্পানির যারা ভারতে আমদানি করে থাকে। চাহিদা রয়েছে বিভিন্ন তেল কোম্পানিগুলির তরফেও। কিন্তু ভারত যেহেতু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট দেশ, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাই যত ডলারের দাম বৃদ্ধি হবে ভারতের পকেট থেকে অর্থও তত বেশি খরচ হবে।

শুক্রবার বহু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতম স্তর ছুঁয়ে ফেলে। তার মধ্যে রয়েছে এশিয়ান হোটেলস, ক্যাপলিন ল্যাবস, জুবিল্যান্ট ফুড, ওবেরয় রিয়েলটি, শক্তি পাম্পস প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অ্যাস্ট্রাল লিমিটেড, কেপি এনার্জি, পি অ্যান্ড জি, পাওয়ার গ্রিড ইনভিট, প্রিন্স পাইপস, উৎকর্ষ ব্যাংক, উত্তম সুগার প্রভৃতি। তবে ২০২০-র পর থেকে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার, সেটা ২০২৫-এ বজায় থাকবে কি না তা বলা কঠিন। সার্বিকভাবে বাজারে যে সেক্টরগুলির ওপর সরকারের নজর থাকবে, সেগুলির সাফল্যের সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ধূলিসাৎ গর্ব
(১৭ ডিসেম্বর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঘা যতীনের স্মৃতিধন্য শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনে আজকাল দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। নেশা, জুয়ার পাশাপাশি চলে মহিলাদের লক্ষ্য করে কটূক্তি।

চিনের নজর
(১৭ ডিসেম্বর)

মালদার আম কাঠের তৈরি প্লাইউড ক্রমেই চিনে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমের জেলায় তৈরি প্লাইউড দিল্লি, মুম্বই হয়ে পড়শি দেশে পাড়ি দিচ্ছে। ব্যবসার সম্ভাবনাও বাড়ছে।

সলিলসমাধি
(১৭ এবং ২০ ডিসেম্বর)

পুকুর ও নদীতে পড়ে একই পরিবারের চারজন এবং তিন শিশুর মৃত্যু। কোচবিহারের কালজানি কুড়ারপার ও জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

শহরে শুটআউট
(১৮ ডিসেম্বর)

শীতের সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরের সমাজপাড়ার যৌনপল্লিতে গুলিতে মৃত্যু প্রৌঢ়ার। পরে গণপিটুনিতে পেশায় গৃহশিক্ষক এক তরুণের মৃত্যু।

ক্রাইম
ক্রাইম
ক্রাইম
ক্রাইম

@কোচবিহার

শিবশংকর সূত্রধর

উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের গুরুত্ব অনেকটাই। পড়াশোনা থেকে পর্যটন, এই জেলা রাজ্যের এই প্রান্তকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করে। গৌরবান্বিতও। সেই জেলায় ইদানীং হঠাৎ করেই নৃশংস ঘটনার ঘনঘটা।

শীতের সকাল। মিঠে রোদ। অন্যান্য বছরের তুলনায় কুয়াশা কম থাকলেও ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ডাওয়াগুড়ি বাজারে একটি ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে গরম পেয়ালায় ঠোঁট ডোবালেন এক বৃদ্ধ। এক চুমুক চা মুখে দিয়ে খবরের কাগজটা হাতে নিলেন। প্রথম পাতাতেই চোখ আটকে গেল। হঠাৎ করে তাঁদের পাড়ায় পুলিশ আর সাংবাদিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আর হবেই বা না কেন! এই গ্রামেরই ‘সিরিয়াল কিলার’ প্রণবকুমার বৈশ্যের সৌজন্যে এখন গোটা রাজ্যে ডাওয়াগুড়ি একটি চর্চিত নাম। প্রণবের বিরুদ্ধে তার দাদা ও বাবাকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশের বড় বড় অফিসার রোজই গ্রামে আসছেন। আসছেন সাংবাদিকরাও। নিয়মিত খবর লিখছেন তাঁরা। কাগজে সেরকমই এক খবর দেখে খানিকটা আফসোসই করলেন চায়ের দোকানে বসে থাকা ওই বৃদ্ধ। পাশে পরোটা খেতে থাকা এক তরুণকে বললেন, ‘ঠিক কতটা পাষণ্ড হলে নিজের বাবা, দাদাকে এরকম নৃশংসভাবে মারা যায় বলতো?’ ওই তরুণ কোনও উত্তর দিতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। যেখানে লেখা রয়েছে, কীভাবে মারা হয়েছিল প্রণবের বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়কে।

হ্যাঁ, ঠিকই। এরকম নৃশংসভাবে খুন করতে হলে ঠিক কতটা ‘পাষণ্ড’ হতে হয়, তা নিয়ে চায়ের ঠেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এরকম পাষণ্ডের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। প্রণবের বিরুদ্ধে দুটি খুনের অভিযোগ রয়েছে। তবে গত বছর শীতলকুচিতে যে ঘটনা ঘটেছিল তা শুনলে আপনি আরও অবাক হতে বাধ্য। একজন, দুজন না। একসঙ্গে তিনজনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল ‘প্রেমিক’ বিভূতিভূষণ রায়ের বিরুদ্ধে। ভাবছেন এরকম একজনের নামের আগে ‘প্রেমিক’ শব্দটা ব্যবহার কেন? খোলসা করেই বলা যাক। বিভূতির প্রেমের সম্পর্ক ছিল শীতলকুচিরই এক তরুণীর সঙ্গে। কিন্তু ওই তরুণীর মা-বাবা সেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি। সেই রাগে গত বছর ৭ এপ্রিল প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা, মা ও দিদিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। রাগে, ক্ষোভে প্রেমিকাকেও আক্রমণ করে। ততক্ষণে অবশ্য প্রতিবেশীরা এসে গণপিটুনি দিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ওই চায়ের দোকানের বৃদ্ধের কথাগুলি মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক কতটা ‘পাষণ্ড’ হলে প্রেমিকার বাবা, মা, দিদিকে কুপিয়ে খুন করা যায়?

কোচবিহারের নৃশংস ঘটনাগুলির তালিকায় প্রথম দিকেই থাকবে কালজানির দশম শ্রেণির নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা। ২০২৩ সালের ১৮ জুলাই নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। যেই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে কোচবিহার। কোচবিহারে যে খুনগুলি হয় তার মধ্যে পরকীয়া সম্পর্কিত কারণই তুলনামূলক বেশি দেখা যায়। অবশ্য এই সমস্যা সর্বত্রই। যেমন, পুণ্ডিবাড়ির একটি ঘটনাই ধরা যাক। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রী তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঘর বাঁধেন নতুন প্রেমিকের সঙ্গেই। সেই রাগে স্ত্রীর প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকেই কুপিয়ে খুন করেছিলেন এক ব্যক্তি। সেখানেই শেষ নয়, রক্তমাখা দা নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গত ২৩ নভেম্বর হাড়-হিম করা ঘটনাটি ঘটেছিল পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কালারায়েরকুঠি এলাকায়। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে, স্রেফ এরকম সন্দেহ থেকেই ৪ এপ্রিল রাতে মারুগঞ্জ বাজার এলাকায় এক তরুণকে খুন করেছিলেন এক ব্যক্তি। পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। গত নভেম্বরেই তুফানগঞ্জের বালাভূত এরকম আরও একটি ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। পরকীয়ায় লিপ্ত থাকার সন্দেহে মহিলার পরিবারের লোকজন এক তরুণকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ।

নৃশংস ঘটনার উদাহরণ দিতে শুরু করলে সহজেই তা শেষ হওয়ার নয়। তবে পরকীয়ার সৌজন্যে মৃত্যু ‘উপহার’ পাওয়ার উদাহরণ আপাতত থাক। শুরুর দিকে ডাওয়াগুড়ির ঘটনাটি বলেছিলাম, যেখানে প্রণব তার বাবাকে মেরেছে বলে অভিযোগ। এখন আরেকটি ঘটনা বলছি। যেখানে বাবাই খুনি! ঘটনাস্থল সেই তুফানগঞ্জ। সেখানকার শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছেলেকেই খুন করার অভিযোগ উঠেছিল বাবার বিরুদ্ধে। চায়ের দোকানের ওই বৃদ্ধের কথা আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। হায় রে ‘পাষণ্ড’। অন্য আরেকটি ঘটনায় আসি। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়ার হিরণবালা বর্মন কোনওদিনই হয়তো ভাবেননি, যে ছেলেকে ছোটবেলায় হাত ধরে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন, নিজে না খেয়ে যে ছেলেকে পেটপুরে খাইয়েছিলেন, যে ছেলের মন খারাপ হলে কপালে হাত বুলিয়ে ভরসা জুগিয়ে দিতেন। সেই ছেলের হাতে কুড়ুলের কোপে নিজের প্রাণটা দিয়ে দিতে হবে। মদ্যপ অবস্থায় মাকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল সেই ছেলে প্রদীপ বর্মনের বিরুদ্ধে।

এরকম ‘পাষণ্ড’দের তালিকা অনেক লম্বা। একদিকে যখন চন্দ্রচূড় সেনের মতো ছেলেরা মাধ্যমিকে প্রথম স্থান দখল করে কোচবিহারের নাম উজ্জ্বল করছে। গীতা বর্মন পদ্মশ্রী পেয়ে ভারতজুড়ে কোচবিহারের নাম তুলে আনছেন। সেখানে কিছু পাষণ্ডের কীর্তিতে মাথা হেঁট হচ্ছে সুশীল সমাজের।

সতর্কতা।। ডাওয়াগুড়িতে খুনের ঘটনাস্থল সিল করছে পুলিশ।

টাকা পড়ে টাপুরটুপুর

স্বরজিৎ মিশ্র

বৃষ্টির মতো করে টাকা পড়ছে। মালদার হবিবপুর ব্লকের ছাতিয়ানগাছি এলাকায়। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার আশায় অনেকে রোজকার কাজে যাওয়া বন্ধ করে আকাশ থেকে টাকা পড়ার অপেক্ষায়। কোনও দুষ্টচক্রের কাজ বলে বিজ্ঞানমনস্কদের ধারণা।

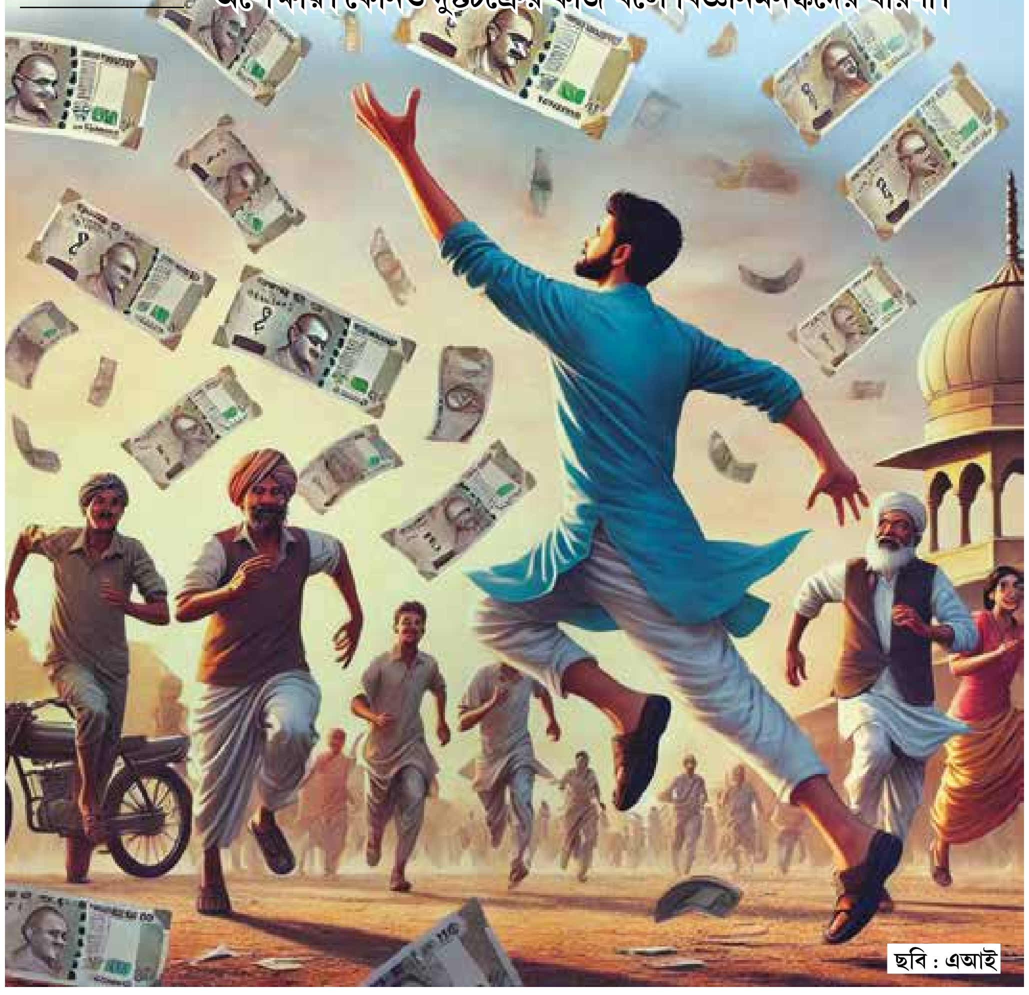

ছবি : এআই

আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টির কথা আমরা সকলেই শুনেছি। কিন্তু এ যে টাকার বৃষ্টি! ১ টাকা, ২ টাকা, ১০ টাকা, এমনকি ১০০, ২০০ টাকার নোটও। মাটিতে আম কুড়োনোর মতো করে চলছে টাকা, পয়সা কুড়োনো। হ্যাঁ, সম্প্রতি এমনই তাজ্জব কাণ্ডের সাক্ষী মালদার হবিবপুর ব্লকের ছাতিয়ানগাছি এলাকা। মালদা শহর থেকে ছাতিয়ানগাছির দূরত্ব প্রায় ২৬ কিলোমিটার। বুলবুলচণ্ডী যাওয়ার পথে পড়ে একটি রেল ব্রিজ। তার আগেই মূল সড়ক থেকে একটি ছোট রাস্তা ঢুকে গিয়েছে বাঁদিকে। সেই রাস্তায় ২০০ মিটার গেলেই পড়বে একটি ছোট সেতু। কংক্রিটের হলেও ‘কাঠ ব্রিজ’ নামে পরিচিত ওই ব্রিজ সংলগ্ন এলাকাতেই সম্প্রতি এমন তাজ্জব ঘটনা ঘটল।

টানা চারদিন এক এলাকায় হঠাৎ হঠাৎ টাকাপয়সা পড়ল। অনেকেই সেই টাকা দিয়ে দিব্যি জিনিস কিনল। ছোটরা কিনে খেল চকোলেট, বিস্কুট। সবই ভালো। কিন্তু টাকা আসছে কোথা থেকে, এই উত্তর কারও কাছে নেই। অবাক পুলিশ, প্রশাসন। গ্রামবাসীর চোখে এ কোনও অলৌকিক ভূত, জিন কিংবা পরির কামাল হয়তো। কিন্তু বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীদের চোখে তা চক্রান্ত। কেউ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এভাবে কালো টাকা ছড়াচ্ছে। কিন্তু গাছে লুকিয়ে রাখা ধন নয়, উঁচু ঢিপি বা বড় ভবন থেকেও পড়ছে না টাকা। তবে টাকা পড়ছে কোথা থেকে? সঠিক উত্তর নেই কারও কাছেই।

আইহো পঞ্চায়েতের অধীন ছাতিয়ানগাছির জনসংখ্যা প্রায় ১৩০০। এলাকায় স্কুল-কলেজ পড়ুয়া রয়েছে। কম হলেও সরকারি চাকরিজীবী মানুষ রয়েছেন। তবে অধিকাংশ মানুষজনই কৃষিজীবী। এই এলাকায় এর আগে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। হঠাৎ করে টাকাপয়সার বৃষ্টি বদলে দিয়েছে জীবনশৈলীও। অনেকেই কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সাত থেকে সত্তরের চোখ শুধুই মোড়ের মাথায়, এই বুঝি টাকা পড়বে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কতদিন চলবে? রহস্য উদঘাটন না হলে তো সত্যি সত্যি এলাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। টাকার লোভে গ্রামে দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়তে পারে! টাকা কে নেবে তা নিয়ে ঝামেলার শঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু প্রশাসন ও বিজ্ঞানমঞ্চ কী করছে? গ্রামবাসীর উত্তর, পুলিশের সামনেই টাকা পড়েছে আকাশ থেকে। জেলা বিজ্ঞানমঞ্চের সভাপতি সুনীল দাস নিজে এলাকায় ঘুরেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘আমার সামনেও এক-দুজন টাকা পেয়েছে। কিন্তু আকাশ থেকে টাকা পড়তে আমি দেখিনি। আমার ধারণা, ভিড়ে থাকা গ্রামবাসীর মধ্যেই কেউ টাকাটা ফেলে এমন রহস্য তৈরি করছে।’ তাঁর সংযোজন, ‘কোনও অসাধু চক্র কাজ করছে। তাদের কালো টাকা এভাবে বিলিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি তদন্ত করে রহস্য উদঘাটন করব।’ কিন্তু চিন্তার কথা, বেশ কয়েকদিন হতে চলল, তবু এই টাকার বৃষ্টি এখনও থামল না। যখন কোনও ঘটনা হঠাৎ ঘটে বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে চক্রান্ত কিংবা রহস্য বলে চালানো যায়। কিন্তু সেই কাজ ক্রমাগত চলতে থাকলে অন্ধবিশ্বাস তৈরি হয়। সেই বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে দেবতার জন্ম হবে না তো?

এর সমাধান কোথায়? সচেতন নাগরিকদের একাংশ মনে করছেন, গ্রামে দফায় দফায় বিজ্ঞানমঞ্চের প্রচার চালিয়ে যাওয়া উচিত। এমন ঘটনার মধ্যে যে অলৌকিকতা নেই সেটাও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বোঝানো প্রয়োজন। একইসঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের নিয়মিত এলাকায় নজরদারি প্রয়োজন। বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধানদেরও এই কাজে সহযোগিতা করতে হবে। তবেই টাকার বৃষ্টির রহস্য উদঘাটন হবে।

মর্মান্তিক মৃত্যু
(১৮ ডিসেম্বর)

ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাসের উলটোদিকে একটি বিশাল গাছ থেকে বহু পাখির দেহ ছিটকে পড়ে। বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে এসে পাখিগুলি মারা গিয়েছে বলে আশঙ্কা।

আশায় আশায়
(২০ ডিসেম্বর)

গজলডোবার ভোরের আলোর মতো কোচবিহারেও একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে। রাজবাড়ি সংলগ্ন সেচ দপ্তরের জমিতে পরিবেশবান্ধব এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে।

বিড়াল বাঁচাতে
(২২ ডিসেম্বর)

শহর শিলিগুড়ির নানা সমস্যা নিয়ে ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে গৌতম দেবের কাছে প্রতিনিয়ত ফোন যায়। এবার বিড়াল বাঁচানোর দাবিতে মেয়রের কাছে ফোন গেল।

বইয়ে ডুব
(২৬ ডিসেম্বর)

সংসার সামলাতে গিয়ে অনেকেই ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারেননি। দিনহাটা-১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি গ্রামের এমন মহিলাদের অনেকেই পড়াশোনায় ডুবেছেন।

মার্কেটের মন খারাপ

ভাস্কর বাগচী

শহর শিলিগুড়ির সঙ্গে এখানকার ডিআই ফান্ড মার্কেট আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। কত স্মৃতি। কিন্তু সেসব ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার কোনও প্রশাসনিক তাগিদ নেই। একসময়ের দারুণ জমজমাট এই হাটের খুব মন খারাপ। আশপাশে যাঁদের বসবাস তাঁদেরও।

ডিআই ফান্ড মার্কেট। শহর শিলিগুড়ির ইতিহাসের এক অন্যতম অধ্যায়।

ঠিক কোন বছর এর সূচনা তা স্পষ্ট নয়। তবে পুরোনো দিনের মানুষের স্মৃতিচারণ, ব্রিটিশ আমলে ওই ডিআই ফান্ড মার্কেটে শহর সংলগ্ন চা বাগানগুলি থেকে কয়েকজন গোরুর গাড়িতে করে সবজি এনে এই বাজারে বিক্রি করতেন। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার এই হাট ঘিরে শহরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ছিল। সারাদিন বেচাকেনার পর সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ি ফেরা। হাট যেখানে বসত সেই জায়গাতেই এক কোণে একটা কাঠের বাড়ি ছিল। হাটবাবু সেখানেই বসতেন। পরবর্তী সময়ে সেই কাঠের বাড়ি ভেঙে অর্ধেক পাকা ও অর্ধেক টিন দিয়ে হাটবাবুর অফিস তৈরি হয়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত হাটবাবু নিয়মিত সেখানে বসলেও এখন অতীত। সম্প্রতি এখানে সেই কাঠের বাড়ির একাংশ পুড়ে যাওয়ায় ইতিহাস বিপন্ন।

এই এলাকা শুধু হাটের জন্যই যে বিখ্যাত তা নয়, আরও আছে। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেন্ট্রাল এক্সাইজ দপ্তরের একটি কাঠের বাড়িও এখানে রয়েছে। তবে তাতে কাঠের কাঠামো ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। শতবর্ষপ্রাচীন পাবলিক প্রাইমারি স্কুলটি কোনওমতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ‘অথচ একটা সময় কত ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসত!’ এলাকার ব্যবসায়ী মনোজিৎ সাহার মন বিষণ্ণ। মনখারাপের অবশ্য আরও কারণ আছে। এখানকার জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা এত বছরেও মেটেনি। পুরো মার্কেটটি এখন জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে থাকলেও জমিজট কাটেনি। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর কাছে দোকানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রটুকুও নেই। অনেক বাড়িঘর তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু পাট্টা ছাড়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় অনেকে জলের সংযোগটুকু নিতে পারেননি।

সম্প্রতি সেই হাটবাবুর অফিসের একটি অংশ পুড়ে যাওয়ার পর থেকে এখানকার ইতিহাস যেন বেশি করে সবার মধ্যে কথা বলা শুরু করেছে। বিক্রেতারা একটা সময় গোরুর গাড়িতে করে এখানে সবজি নিয়ে আসতেন, ক্রেতারাও গোরুর গাড়িতে সেসব কিনে বাড়ি ফিরতেন। ব্রিটিশ আমলে হাটবাবুরাই এই সব কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। বাজারে যাঁরা জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসতেন এখানকার অফিসে তাঁদের টাকা দিতে হত। হাটবাবুর অফিসের পাশেই যোগীন্দ্র রায়ের বাড়ি। তিনি হাটবাবুর অফিসে চাকরি করতেন। ‘একটা সময় বেশ জমজমাট ছিল এই হাট। হাটবারগুলিতে দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষকে যে এখানে আসতে দেখেছি তার ঠিকঠিকানা নেই’, যোগীন্দ্র-ঘরনি মনে কতই না স্মৃতি ভিড় করে আসে। বিকাশ সরকার, সুনন্দা রায়দের মতো অনেকেই স্মৃতির ঝাঁপি উপুড় করে দেন। বিকাশের কথায়, ‘শহর শিলিগুড়ি বাড়ছে। কত উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু এই জায়গাটায় তো সেভাবে কোনও উন্নয়ন দেখি না। আমরা সবসময় শহরের ইতিহাসকে আঁকড়ে রাখার কথা বলি। এখানে সেই ইতিহাস-সম্ভার আছেও। কিন্তু প্রশাসনিক উদ্যোগটাই নেই।’

সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ না থাকার থেকেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এলাকার বসবাসকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার বিষয়টি। জমির পাট্টা থাকায় সুবিধা বলতে বাসিন্দারা ঘর মেরামত করতে পারবেন কিন্তু প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করে বাড়াতে পারবেন না। এখানে ব্রিটিশ আমলে তৈরি ধোপাখানাও রয়েছে। ১৯৩৩ সালে এই ধোপাখানা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় ফরতুল্লি রজক, পরেশ রজকরা ধোপাখানা চালাতেন। আজও সেই কাঠের ঘর রয়েছে। রমেশ রজক, সেমন্ত রজকরা আজ এই ধোপাখানা চালান। কিন্তু কতদিন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহে রয়েছেন।

আর পাঁচটা জায়গার মতো এখানকার প্রশাসনও ইতিহাসকে ভালোভাবে ধরে রাখতে ঠিকই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনোজিৎ, রমেশদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ছবিগুলি তুলেছেন তপন দাস।

স্মৃতি ১।। ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেন্ট্রাল এক্সাইজ অফিস

পাবলিক প্রাইমারি স্কুল

স্মৃতি ২।। পাবলিক প্রাইমারি স্কুল।

স্মৃতি ৩।। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ধোপাখানা।

শীতের রাতে এসটিএফের সাফল্য, গ্রেপ্তার পাঁচ

অ্যাম্বুল্যান্সে গাঁজা পাচার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গাঁজা পাচারে ব্যবহৃত হচ্ছিল অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর অভিযানে ভেস্তে গেল পাচার। উদ্ধার হল ১০৫ কেজি গাঁজা। গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচজন। এগুলি কলকাতায় পাচার হচ্ছিল। এর বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

সূত্রের খবর, কোচবিহার থেকে আইসিইউ অ্যাম্বুল্যান্সে গাঁজা নিয়ে পাচারকারীরা কলকাতায় যাচ্ছিল। মাঝপথে মুর্শিদাবাদে সেই অ্যাম্বুল্যান্স আটকায় বেঙ্গল এসটিএফ'এর আধিকারিকরা। তল্লাশি চালিয়ে ভিতর থেকে থেকে ১০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। কোচবিহারের নানা জায়গা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে সেগুলি পাচার হচ্ছিল। বেঙ্গল এসটিএফ'র পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতের এই ঘটনায় চালক সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা প্রত্যেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

মুর্শিদাবাদে এই অ্যাম্বুলেন্স থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০৫ কেজি গাঁজা।

কোচবিহার গাঁজা পাচারকারীদের 'স্বর্গরাজ্য'। প্রায়ই এই জেলা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। কখনও জেলা পুলিশ আবার কখনও এসটিএফ অভিযান চালায়। তবে অ্যাম্বুল্যান্সে গাঁজা পাচার রীতিমতো নজিরবিহীন ঘটনা। এসটিএফ সূত্রে খবর, পুলিশের নজর এড়াতে কোচবিহার থেকে এক কুইন্টালেরও বেশি গাঁজা কলকাতার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনায় ধৃতরা হল খাইরুল মোল্লা, আজগর আলি মণ্ডল, প্রদীপ পাশি, অজয় সরোজ ও শ্যামল দলুই। খাইরুল, আজগর ও অজয় গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল।

প্রদীপ ও শ্যামল অন্য একটি ছোট গাড়ি নিয়ে তাদের কাছ থেকে গাঁজা সংগ্রহ করতে এসেছিল। এসময় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানা এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তাঁদের আটকে তল্লাশি চালানো হয়। সিসিইউ অ্যাম্বুল্যান্সের পাশাপাশি প্রদীপদের ছোট গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবিষয়ে বেলডাঙ্গা থানায় মামলা শুরু হয়েছে।

গাঁজা পাচারে আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে বেশকিছু চক্র যে সক্রিয় তা একপ্রকার নিশ্চিত গোয়েন্দারা। অতীতেও গাঁজা পাচারের সময় বহু পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। জেলা পুলিশ থেকেও নিয়মিত গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান সহ গাছ কাটা, চাষ নষ্ট করা হয়। তবুও মোটা টাকা মুনাফার লোভে গাঁজা পাচার অব্যাহত। পুলিশের নজর এড়াতে নিত্যনতুন উপায়ও বের করছে পাচারকারীরা। তবে অ্যাম্বুল্যান্সে পাচারের ঘটনায় বিস্মিত তদন্তকারীরা।

মৌলবি অপহরণে ধৃত দুই দুষ্কৃতী

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : চিকিৎসা করাতে এসে অপহৃত এক মৌলবি। রায়গঞ্জ শহর থেকে তাঁকে অপহরণ করে দুই লক্ষ টাকার মুক্তিপণ চাওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রায়গঞ্জের দু'জন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

ধৃতদের নাম উদারু মহম্মদ (২৬)ও শরিফুল মহম্মদ(২৫)। বাড়ি রায়গঞ্জের বড়ুয়া পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের শিয়ালতোড়ের বাসিন্দা রমজান আলি। পেশায় মৌলবি। শুক্রবার দুপুরে রায়গঞ্জ শহরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। সেসময় একটি কালো কাচের গাড়ি ওই মৌলবিকে জোর করে গাড়িতে তুলে নেয়। রাতভর তাঁর ওপরে চলে অকথ্য অত্যাচার। ওই মৌলবির ফোন থেকে অপহরণকারীরা দুই

মুক্তিপণ দাবি

লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে পরিবারের সদস্যদের কাছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মৌলবির পরিবারের সদস্যরা রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়।

অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে রায়গঞ্জ শহর থেকে ওই দুই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার জানান, বিচারক তাদের তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

এই প্রসঙ্গে অপহৃত রমজান আলির বক্তব্য, 'আমি রায়গঞ্জে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম। আচমকাই একটি কালো স্করপিও গাড়ি নিয়ে আমার রাস্তা আগলে ধরে সেখান থেকে অপহরণ করে কখনো রাজবিহারী মার্কেট, কখনও বড়ুয়া, কখনও গোয়ালপাড়ায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার ফোন থেকে মুক্তিপণ হিসেবে পরিবারের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা চায় দুষ্কৃতীরা। রায়গঞ্জ থানায় এদিন সকাল দশটা নাগাদ লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তের পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক।' তবে এই ঘটনার সঙ্গে একাধিক দুষ্কৃতী জড়িত রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

এলাকায় কটু গন্ধ, বিডিও'র বাড়িতে পুলিশ

কোচবিহার, ২৮ ডিসেম্বর : কোচবিহারের শিবযজ্ঞ এলাকায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় শনিবার রাতে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ভিড় জমে যায়। পুণ্ডিবাড়ি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছে থাকা চাবি দিয়ে বাড়ির গেট খুলে পুলিশ ভিতরে ঢোকে। তবে, ওই বাসিন্দার কাছে বাড়ির নীচতলা ও দোতলার কোনও ঘরের চাবি ছিল না। নীচতলার কিছু জানলা ভেজানো অবস্থায় ছিল। পুলিশ সেগুলির পাল্লা খুলে বাইরে থেকে যতটা সম্ভব পরীক্ষা করে দেখে। তবে সেখানে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। পুলিশ পরে বাড়ির পাশে ফাঁকা মাঠের মতো জায়গায় থাকা জঙ্গল ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখে। কিন্তু সেখানেও কিছু মেলেনি। পুলিশকর্মীরা রবিবার দিনেরবেলায় তাঁরা আবার এলাকায় আসবেন বলে আশ্বাস দিয়ে এলাকা ছাড়েন।

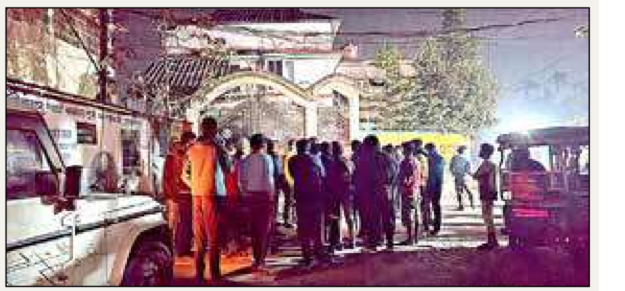

বিডিও'র বাড়ির সামনে উৎসুক জনতার ভিড়। শনিবার রাতে।

তবে পুলিশ এলাকা ছাড়লেও গন্ধ এলাকা ছাড়েনি। বাসিন্দারা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কমল দেবনাথ বললেন, 'এদিন বিকেল থেকে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রচণ্ড গন্ধ বের হতে শুরু করে। তিন-চারদিন আগে তিনি এই বাড়িতে এসেছিলেন। মাঝেমধ্যে বেশ কিছু লোকজনকে এখানে দেখা যায়। তবে তারা কারা জানি না।' কটু গন্ধের জেরে তাঁরা খুবই সমস্যায় পড়েছেন বলে স্থানীয় বাসিন্দা রকি খানের মতো অনেকেই জানালেন। পরে বিডিও'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'বাবা ও পরিবারের সদস্যরা আমার ওই বাড়িতে থাকেন। এছাড়া বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যও একজন রয়েছেন। যদি বাড়ি থেকে গন্ধ বের হত তাহলে তো তাঁরা আমাকে জানাতেন।' তাঁর বাড়ি থেকে কটু গন্ধ বের হওয়ার দাবি করা হলেও এর কোনও ভিত্তিই নেই বলে প্রশান্ত জানিয়েছেন।

প্রতিবাদে মুখর জলপাইগুড়ি

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়িতেও নেমেছিলেন। হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে সকলে যেভাবে সরব হয়েছিলেন একইভাবে দার্জিলিং মেল ইস্যুতেও জোরদার আন্দোলনে নামা হবে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, কেন্দ্র বরাবরই রাজ্যকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। দার্জিলিং মেলের সঙ্গে জলপাইগুড়ির গর্ব ও আবেগ জড়িয়ে আছে। ট্রেন তুলে নিলে নাগরিক আন্দোলনে শহরবাসীর পাশে পুরসভা থাকবে।

হলদিবাড়ি ব্লক মেখলিগঞ্জ বিধানসভার অধীন। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'দার্জিলিং মেলের ওপরে এই অঞ্চলের অনেক মানুষ নির্ভরশীল। এই ট্রেন তুলে নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কিছুই থাকবে না।'

অমৃত ভারত প্রকল্পে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ আধিকারিকরা কয়েক মাস আগে জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে এই স্টেশনকে হেরিটেজ স্টেশনের আদলে করার কথা বলে গিয়েছিলেন।

হলদিবাড়ির বাসিন্দা সুব্রত ঘোষ এদিন বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে করার দাবিতে আন্দোলনের সময় হলদিবাড়ির মানুষ জলপাইগুড়ির পাশে ছিলেন। এবার দার্জিলিং মেল তুলে নিলে রেল দেখবে গণজাগরণ কাকে বলে।'

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় অবশ্য এমন কোনও খবরের কথা জানেন না বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'দার্জিলিং মেলকে হলদিবাড়ি থেকে চালু করা ও পদাতিকের স্টপ রোড স্টেশনে করার বিষয়ে আমাকেই উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। এনজেপিকে উন্নতমানের স্টেশন করার প্রস্তাব লোকসভায় আমাকেই করতে হয়েছিল। আমি চাই না আমার লোকসভার মধ্যে একটা এলাকা সুবিধা পাবে, অন্য এলাকা বঞ্চিত হবে। এটা কখনোই হতে দেব না। তাছাড়া দার্জিলিং মেলকে তুলে নেওয়ার বিষয়ে রেল থেকে আমাকে কখনও এমন কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি। রেল কোনওকিছু করতে গেলে আমাকে না জানিয়ে করবে না, এই আত্মবিশ্বাস আমার রয়েছে।'

উত্তর দিনাজপুরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সতর্কতা

নজরে সব স্টেশন, চলবে যৌথ টহল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : অস্থির বাংলাদেশ। সেখানে সফট টার্গেট পড়শি দেশের সংখ্যালঘুরা। রাধিকাপুর স্টেশন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাংলাদেশের দিনাজপুর। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসার সম্ভাবনা প্রবল। তাই, উত্তর দিনাজপুরের গুরুত্বপূর্ণ সব স্টেশনে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নজরে থাকবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনেও।

অশান্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শনিবার বিএসএফ ও আরপিএফের পদস্থকর্তারা শনিবার বৈঠক করেন। বৈঠকে জেলার বিভিন্ন স্টেশনে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যৌথভাবে নজরদারি চালাবে বিএসএফ, আরপিএফ, জিআরপি। তাদের সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী।

এদিনের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে ঢুকে পড়েছে তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে বিএসএফ ও আরপিএফ। উত্তরবঙ্গের ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'বিএসএফের কর্তাদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সেই মোতাবেক কাজ করার আর্জি জানানো হচ্ছে। অফিসার ও জওয়ানরা যে ডিউটিতে রয়েছে, সেটা প্রমাণ করতে মোবাইলের লোকেশনের মাধ্যমে ছবি করে পাঠাতে হবে বিএসএফকে।'

৭২ নম্বর ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তা অমৃতমোহন প্রসাদ বলেন, 'কারও গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আরপিএফ, জিআরপি সহ গোয়েন্দা বিভাগ।'

বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে তা নিশ্চিত করতে নজরদারি চালাচ্ছেন জাওয়ানরা। বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার ১৮২ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে কিছু সীমান্ত রয়েছে অতিস্পর্শকাতর। সম্প্রতি বাংলাদেশের সীমান্তের কাঁটাতার টপকে ভারতে আসার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। বিএসএফের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে চারটি। চার মাসে বিএসএফের গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরের শীতের মরশুমে ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা যাতে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেটাও নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিএসএফের পাশাপাশি সীমান্তে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এসএসবিও। বাংলাদেশের জঙ্গিরা সীমান্ত টপকে উত্তর দিনাজপুরে ঢুকে ইসলামপুর দিয়ে খুব সহজেই নেপাল চলে যেতে পারে। সেখান থেকে ভুটান যাওয়ার একাধিক পথ রয়েছে। সেই কারণে এসএসবি জওয়ানরাও সতর্ক রয়েছে।

অশান্ত সীমান্ত

- রাধিকাপুর স্টেশনের কাছেই বাংলাদেশের দিনাজপুর
- শনিবার বিএসএফ ও আরপিএফের পদস্থকর্তারা বৈঠক করেন। জেলার বিভিন্ন স্টেশনে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- যৌথভাবে নজরদারি চালাবে বিএসএফ, আরপিএফ, জিআরপি। সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী।
- বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে ঢুকে পড়েছে তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে বিএসএফ ও আরপিএফ

দিনহাটার চওড়াহাট বাজারে বিক্রি হচ্ছে সুটকি মাছ। শনিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সৌধে সায়

প্রথম পাতার পর

এদিকে, মনমোহনের স্মৃতিসৌধ বিতর্কে ইতি পড়তে না পড়তেই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে শর্মিষ্ঠা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য কংগ্রেস যেভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছে প্রণবের ক্ষেত্রে সেটা করেনি বলে শর্মিষ্ঠার অভিযোগ। তিনি বলেন, 'বাবা যখন মারা যান কংগ্রেস শোকপ্রকাশের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। দলের এক নেতা আমাকে জানিয়েছিলেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতিদের জন্য এভাবে শোকপ্রকাশের রীতি নেই। কিন্তু এটা ঠিক নয়। বাবার ডায়েরি পড়ে জানতে পেরেছি রাষ্ট্রপতি কেআর নারায়ণের প্রয়াণের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বাবাই শোকপ্রস্তাবের খসড়া লিখেছিলেন।'

কিছুদিন ধরে শর্মিষ্ঠা গান্ধি পরিবার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন। তবে তাঁর এদিনের পোস্ট মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধ বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর নাতি সিআর কেশবনের একটি পোস্টও শর্মিষ্ঠা শনিবার শেয়ার করেন। ওই পোস্টে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাওয়ের প্রতি গান্ধি পরিবারের বঞ্চনা নিয়ে কেশবন সরব হয়েছেন। পোস্টটি শেয়ার করে তাঁর অবস্থানকে শর্মিষ্ঠা পরোক্ষে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

পুনর্বাসনের জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব সোনাপুরে

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৮ ডিসেম্বর : সলসলাবাড়ি-ফালাকাটা ৪১ কিমি মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে। প্রশাসনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনাও চলেছে। কয়েকটি এলাকায় ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে জায়গাও দেখা শুরু হয়েছে। কিন্তু এবার সেই পুনর্বাসন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুরে।

সোনাপুর চৌপথিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছিল প্রায় দু'বছর আগেই। এবার সেই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতি এবং সোনাপুর পূজারি সংঘ ক্লাবের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে এই ইস্যুতে ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের একাংশের তর্কাতর্কি বেঁধে যায়।

এদিন সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার বক্তব্য, 'ক্লাবের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। আমরাও ক্লাবের সদস্য। ওটা সরকারি জায়গা। প্রশাসন জানিয়েছে, ওই জায়গায় আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু ক্লাবের কয়েকজন সেটা মানতে চাইছেন না।' ব্যবসায়ী সমিতি জানাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ক্লাবের এই আপত্তির বিষয়টি তাঁরা জেলা প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের জানাবেন। অন্যদিকে, ক্লাব কর্তারা সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে নারাজ। পূজারি সংঘের সম্পাদক দীপু সেনের কথায়, 'যে জায়গা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, সেটা অনেকদিন ধরে ক্লাবের দুর্গাপুজো কমিটির দখলে রয়েছে। ক্লাব সরাসরি এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত নয়। ওই জমির কিছু জায়গায় পোস্টার লাগানো হয়েছিল। সেটা থেকে আরও বিতর্ক ছড়ায়।'

প্রায় দু'বছর আগে সোনাপুরে পুরোনো ফাঁড়ির পেছনে জেলা পরিষদের একটি জায়গায় সেখানকার ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। ব্যবসায়ীদের জন্য টিনের ছাউনি দিয়ে ৪০টি স্টলও তৈরি করা হয়। জানা গিয়েছে, এর আগে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে ওই জায়গায় জমিটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বলে পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল। পরে সেই পোস্টার সরিয়েও নেওয়া হয়।

সেই সময় মহাসড়কের কাজ থমকে যাওয়ায় ওই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আর এগোয়নি। এবার আবার ওই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিকে সোনাপুরে ১৫০ জনেরও বেশি ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙা পড়বে। স্বাভাবিকভাবে ৪০টি স্টলে এতজন ব্যবসায়ীর পুনর্বাসন দেওয়া যে সম্ভব নয়, সেটা পরিষ্কার।

যে জায়গায় স্টল তৈরি করা হয়েছে সেটার সামনের আরেকটি ফাঁকা জায়গায় ব্যবসায়ীদের জন্য আরও স্টল তৈরির দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও সেই জায়গাটি পরিদর্শন করে গিয়েছেন। ওই ফাঁকা জায়গাটি নিয়েও তৈরি হয়েছে জটিলতা। স্থানীয় ক্লাবের দাবি, ওই ফাঁকা জায়গা তাঁদের দখলে রয়েছে। আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও জয়ন্ত রায় বলেন, 'বিষয়টি নজরে রয়েছে। দু'পক্ষের বিবাদে আমাদের কিছু বলার নেই। আমাদের কাছে এলে জমির রেকর্ড দেখা হবে। সরকারি জমি হলে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দেওয়া যেতে পারে।'

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফের চিতা আসছে

ভোপাল, ২৮ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফের চিতা আসতে পারে এদেশে। মধ্যপ্রদেশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় আগামী বছর আরও ২০টি চিতা আনতে চাইছে ওই দেশ থেকে।

দুই পদস্থ সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে ২০টি চিতা আসতে পারে।

সূত্রের খবর, এবার চিতাগুলিকে কুনো জাতীয় উদ্যানে রাখা হবে না। তাদের গান্ধিসাগর জাতীয় উদ্যানে রাখা হতে পারে। সেজন্য জাতীয় উদ্যানের কিছুটা অংশকে চিতাদের পক্ষে উপযুক্ত করা হচ্ছে। ছাড়া হয়েছে চিতল হরিণের দল। জাতীয় উদ্যানের ৩৬৮ বর্গকিলোমিটার হবে চিতাদের মূল আবাসস্থল। ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার হবে বাফার জোন। চিতাদের পক্ষে গান্ধীসাগর জাতীয় উদ্যান কতটা উপযুক্ত তা বোঝার জন্য কুনো থেকে দুই শাবক সহ একটি চিতাকে রাখা হবে।

আফ্রিকান চিতা। -ফাইল চিত্র

এদেশে দুই পর্যায়ে ২০টি চিতা আনা হয়েছিল। আটটি এসেছিল আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসে ১২টি। তাদের রাখা হয়েছিল কুনো জাতীয় উদ্যানে। বিভিন্ন কারণে শাবক সহ তাদের অনেকগুলি মারা যায়।

সচেতনতায়

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর : যক্ষ্মা রোগ নির্মূলকরণ অভিযানের অংশ হিসেবে একটি সচেতনতা মিছিলের আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার রেলে হাসপাতাল। শনিবার মিছিলে সহযোগাতা করে ভারত স্কাউট এবং গাইড।

স্তূপে আগুন

আলিপুরদুয়ার, ২৮ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন ভোলারডাবরির নবীন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় শনিবার বিকেলে আবর্জনার স্তূপে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

জমি দখলে দুই বাংলা ভাই-ভাই

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২৮ ডিসেম্বর : এপার হোক বা ওপার, অপরের জমি দখলের ক্ষেত্রে কেউই কম যায় না। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের সাকাতি এলাকায় সম্প্রতি তারই প্রমাণ মিলেছে।

ভারতীয় বাসিন্দার জমি দখল করেছিল বাংলাদেশিরা। অভিযোগ পেয়ে সেই জমি উদ্ধার করে বিএসএফ। তাও আবার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আবহে। সেই জমি উদ্ধার করতে গিয়ে আশপাশের জমি জরিপ করতে হয়। তখনই সামনে আসে, বাংলাদেশের বেশকিছু জমি দখল করে রেখেছিলেন জনাকয়েক ভারতীয় বাসিন্দা। তখন সেই জমিও দখলমুক্ত করা হয়। ভারতীয়দের কাছে দখল হয়ে থাকা জমি উদ্ধার করে বাংলাদেশ। বিতর্কিত ওই জমি উদ্ধার করতে গিয়ে নতুন করে আরও দুটি সীমান্ত পিলার বসাতে হয়েছে বিএসএফকে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জমি উদ্ধারে বিএসএফকে সহযোগিতা করছে প্রশাসন। আন্তর্জাতিক সীমান্তে জমি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিএসএফের এক্তিয়ারভুক্ত বলে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন।

এপার বাংলার কৃষকের জমি বিগত ২০১৫ সাল থেকে দখল করে রেখেছেন ওপারের নাগরিকরা। দিব্যি সেখানে চলছিল চাষাবাদ। অবশেষে বিএসএফের দ্বারস্থ হয়ে দখল হয়ে যাওয়া সেই জমি ফিরে পান খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনবন্দরের বাসিন্দা আনন্দ সরকার।

কিন্তু সেই জমি উদ্ধার করতে গিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রায় দুই বিঘা জমি দখল করে চাষাবাদ করে আসছেন তিন ভারতীয় কৃষক। আনন্দ যেমন সাড়ে তিন বিঘা জমি ফিরে পেয়েছেন, তেমনই আবার তাঁকে এক বিঘা পরিমাণ বাংলাদেশি পতিত জমি ফেরত দিতে হয়েছে। আর সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরের দুই বাসিন্দা কৌশিক চক্রবর্তী পাঁচ শতক জমি ও প্রবীরকুমার রায় প্রায় এক বিঘা বাংলাদেশি জমি বেদখল করে চা বাগান তৈরি করেছিলেন। জরিপ করার সময় তাঁদেরও জমি ফেরত দিতে হয়েছে।

সীমান্ত নাগরিক সমিতির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাসের দাবি, ১৯৮৪ সালে ওই এলাকায় সীমান্তের জমি জরিপ করা হয়। সে সময় ওই এলাকার ৭৬১ নম্বর মেইন পিলারের দুটি সাব-পিলার মিসিং ছিল। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের তরফে বিতর্কিত জমিতে দুই দেশ যৌথ সমীক্ষা চালায়। তাতেই বিষয়টি সামনে আসে। তারপর নতুন করে ২৯ ও ৩৪ নম্বর সাব-পিলার বসানো হয়েছে।'

গভীর রাতে স্ত্রীকে ফোন, আজ বাড়িতে জয়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ ডিসেম্বর : মালদা থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জয় অধিকারীর খোঁজ মিলল মহারাষ্ট্রে। শুক্রবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের দাদর রেলস্টেশন থেকে জয় ফোনে যোগাযোগ করেন শিলিগুড়িতে স্ত্রী শ্রাবণী অধিকারীর সঙ্গে। ফোন পেতেই স্বস্তি ফেরে বাড়িতে। এরপর তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি ফেরার বিমানের টিকিট কেটে পাঠানো হয় তাঁকে। রবিবার বিমানে বাগডোগরায় পৌঁছানোর কথা জয়ের।

সূত্রের খবর, দুষ্কৃতীদের ফাঁদে পড়ে নিজের মোবাইল ফোন, টাকা খুইয়েছেন তিনি। তবে পরিবারের তরফে কেউই তাঁর নিখোঁজের কারণ নিয়ে মুখ খোলেননি। শনিবার জয়ের সঙ্গে দিনহাটার এক চিকিৎসকের ফোনে কথা হয়। এরপর তিনি ফেসবুকে জয়কে ট্যাগ করে একটি পোস্ট করেন। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'জয়ের সঙ্গে যা হয়েছে, সেই রোমহর্ষক কাহিনী সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে।'

গত মঙ্গলবার রাতে মালদা থেকে ট্রেনে চেপে ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার ওই কর্মীর শিলিগুড়িতে ফেরার কথা ছিল। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায় পরিবারের সঙ্গে ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন তিনি। আদতে জয়ের বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। স্ত্রীকে মেসেজ পাঠিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে শ্রাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোন রিসিভ করেননি। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের কথায়, 'শ্রাবণীর সঙ্গে কথা হয়েছে। জয় বাড়ি ফিরলে সবকিছু জানা যাবে।'

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে মালদা টাউন স্টেশনে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন জয়। জেনারেল কামরায় ভিড় বেশি থাকায় সেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। প্ল্যাটফর্মে বসে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় ছিলেন। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকায় খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাননি সেদিন। ভীষণ ক্লান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ৩ এবং ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তিস্তা-তোর্ষা ও কামরূপ এক্সপ্রেস পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। তখন জয় ভুলবশত তিস্তা-তোর্ষার বদলে হাওড়াগামী কামরূপের জেনারেল বগিতে উঠে পড়েন।

সেখানেই কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তাঁরা জয়কে রুটি খেতে দেন। রুটি খেয়েই নাকি ধীরে ধীরে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ওই বেসরকারি সংস্থার কর্মী। অভিযোগ, সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা জয়ের কাছ থেকে তাঁর মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ নিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারেন, ভুল ট্রেনে উঠেছেন তিনি। তখন মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না তাঁর। জয় যাতে ট্রেন থেকে না নামেন, সেই হুঁশিয়ারি দেয় দুষ্কৃতীরা। হাওড়া পৌঁছানোর আগে দুষ্কৃতীরা মোবাইল থেকে সিম কার্ড বের করে তাঁকে দেয়। টাকা নিয়ে ফেরায় মানিব্যাগ।

এরপর জয় হাওড়া থেকে মুম্বইগামী ট্রেনে ওঠেন। যাত্রাপথে অসচেতন অবস্থায় ট্রেনের মধ্যে পড়েছিলেন তিনি। মুম্বইয়ের আগে কোনও একটি রেলস্টেশনে একজন টিটি এসে তাঁকে দেখে যান। ট্রেনটি দাদর স্টেশনে থামার পর নেমে অনেকক্ষণ প্ল্যাটফর্মে পড়েছিলেন জয়। তারপর জিআরপি তাঁকে উদ্ধার করে। নিজের সিম কার্ডটি অন্য মোবাইলে ভরে শুক্রবার গভীর রাতে স্ত্রীকে ফোন করে গোটা ঘটনা তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি যে সংস্থায় তিনি কর্মরত, সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সংস্থার আধিকারিকরা মুম্বইয়ের এক হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন।

উত্তর-পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার প্রতিক্রিয়া, 'বিভিন্ন জায়গায় জয়ের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর খোঁজ পাওয়া স্বস্তির খবর।'

যেন সিনেমা

- ভুল ট্রেনে উঠে অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ
- তাদের দেওয়া রুটি খেতেই অচৈতন্য অবস্থা
- মোবাইল থেকে সিম খুলে ফেরায় দুষ্কৃতীরা, টাকা বের করে মানিব্যাগ
- হাওড়া পৌঁছে মুম্বইগামী ট্রেনে উঠে ফের অসচেতন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ
- জিআরপি তাঁকে উদ্ধার করে দাদর স্টেশন থেকে

শিলিগুড়ি থেকেই যাত্রা

প্রথম পাতার পর

বাধা বাগডোগরা রুটে ডাবল লাইন না থাকা, এমন যুক্তি রেলের। শিলিগুড়ি হকার্স কর্নারেই রয়েছে রেলের জমি জবরদখলের ঘটনা। এখানকার ব্যবসায়ী কাঞ্চন পাল মনে করেন, 'দার্জিলিং মেলের স্বার্থে ব্যবসায়ীরা জমি ছাড়তে রাজি হয়ে যাবেন। প্রয়োজন শুধু রেলের সদিচ্ছা।'

যেহেতু বাগডোগরা রুটে রাতে তেমন ট্রেন চলাচল করে না, তাই রেল চাইলে সিঙ্গল লাইনে বা বর্তমান পরিকাঠামোয় দার্জিলিং মেল চালাতে পারে বলে মনে করছেন সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই। তাঁর বক্তব্য, 'দলমতনির্বিশেষে যদি সকলে দার্জিলিং মেলের দাবিতে আন্দোলনে নামে, তবে রেলও বাধ্য হবে ট্রেনটিকে শিলিগুড়িকে ফিরিয়ে দিতে।'

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য মনমোহনের

নয়াদিল্লির নিগমবোধ ঘাটে মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য চলছে। শনিবার।

মনমোহন সিংয়ের শেষযাত্রায় কাঁধ দিলেন রাহুল গান্ধি।

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের। জ্যেষ্ঠ কন্যা উপিন্দর সিং প্রয়াত পিতার চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন। যথোচিত নিয়ম মেনে গুরবানির শ্লোক পাঠ করেন শিখ পুরোহিত এবং পরিবারের সদস্যরা।

শনিবার সকালে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ শায়িত রাখা হয়। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অন্য রাজনীতিকরা। কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ নিয়ে আসা হয় যমুনা নদীর তীরে পূর্বনির্ধারিত নিগমবোধ ঘাটে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর দেহ কাঁধে তুলে নিতে দেখা যায় রাহুল গান্ধিকে। এরপর ২১টি গান স্যালুট সহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষশ্রদ্ধা জানানো হয় মনমোহনকে।

নিগমবোধ ঘাটে শনিবার তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা ভদরা, মল্লিকার্জুন খাড়্গে সহ কংগ্রেসের শীর্ষস্তরের নেতা-নেত্রীরা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং অন্য বিজেপি নেতারাও সেখানে হাজির ছিলেন। তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মলয় ঘটক সকালে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। এছাড়া তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, সমাজবাদী পার্টির শীর্ষনেতা অখিলেশ যাদব প্রমুখ।

ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, মরিশাসের বিদেশমন্ত্রী ধনঞ্জয় রামফুল সহ একাধিক বিদেশি অতিথি এসেছিলেন মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানাতে। থিম্পু সংলগ্ন একটি বৌদ্ধগুম্ফায় বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে ভারতে সমস্ত দূতাবাস এবং উপদূতাবাসে ভুটানের পতাকা শনিবার থাকে অর্ধনমিত। মরিশাস সরকারও এদেশে তাদের দূতাবাস এবং উপদূতাবাসগুলিতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

শেষকৃত্য কোথায় হবে, তা নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের। নিগমবোধ ঘাটে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যের সিদ্ধান্তে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল কংগ্রেস। তারা চাইছিল, যমুনার তীরে রাজঘাটের আশপাশের কোনও জমিতে মনমোহনের শেষকৃত্য হোক, যেখানে ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি, অটলবিহারী বাজপেয়ীদের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এর আগে দেশের কোনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য এই শ্মশানে হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য হলেও ওই স্থান স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উপযুক্ত নয়। তারা চাইছিল এমন কোনও জায়গায় শেষকৃত্য হোক, যেখানে স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে অসুবিধা হবে না।

এই বিতর্কের আবহে বৃহস্পতিবার রাতেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্র জানায়, মনমোহনের স্মৃতিসৌধ তৈরির জন্য জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় কিছুটা সময় লাগবে। মনমোহনের শেষকৃত্য এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র।

চেতনাকে ফেরাতে আকুতি মায়ের

‘কালেক্টরের মেয়ে হলে কি এমন হত’

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর : ১২০ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ৭০০ ফুট গভীর কুয়ো থেকে উদ্ধার করা যায়নি রাজস্থানের বছর তিনেকের শিশু চেতনাকে। শিশুটির নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কুয়োর প্রায় ১৭০ ফুট গভীরে আটকে রয়েছে শিশুটি। ২০ ফুট দূরে কুয়োর সমান্তরালে ১৭০ ফুট গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এবার উদ্ধারকারী দল পৌঁছোনোর চেষ্টা করছে শিশুটির কাছে। শনিবার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তিন জওয়ান অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সেই সুড়ঙ্গে নেমেছেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছেন তাঁরা।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা লাগবে শিশুটিকে উদ্ধার করতে। শিশুটি যাতে ১৭০ ফুট থেকে আরও নীচে চলে না যায়, তার জন্য আগেই ‘জে’ আকৃতির হুক এবং ‘আমব্রেলা বেস’ তৈরি করে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে উদ্ধারকারী দল। সময় যত গড়াচ্ছে আশঙ্কা ততই বাড়ছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন এত দেরি, উদ্ধারকাজে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নেই কেন? কেন এত উদাসীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

চেতনার মা ঢোলি দেবীর শারীরিক অবস্থাও খারাপ। সোমবার থেকে নাওয়াখাওয়া ভুলেছেন তিনি। এদিন তিনি তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রশাসনের উদ্দেশে। তাঁর প্রশ্ন, ‘ছ’দিন হয়ে গেল। এখনও মেয়েটা ওই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। এই যদি সে কালেক্টরের মেয়ে হত তাহলে কি এতটা উদাসীন হতে পারত প্রশাসন?’ সরকারের উদ্দেশে তাঁর করজোড়ে আর্তি, ‘আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। ওকে দেখতে না পেলে আমি বাঁচব না।’

জেলা কালেক্টর কল্যাণ আগরওয়াল এদিন জানিয়েছেন, ‘মায়ের কষ্ট বুঝছি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি চেতনাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার। দুই এনডিআরএফ জওয়ান ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গে নেমে ম্যানুয়াল ড্রিলিং করছেন। আমরা ক্যামেরার মাধ্যমে তাঁদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছি। নীচ থেকে যন্ত্রপাতি চাওয়া হলে তা দ্রুত পাঠানো হচ্ছে। আমরা আশাবাদী।’ অন্যদিকে চেতনাকে সুস্থ অবস্থায় ফেরাতে পুজো-প্রার্থনা ও যজ্ঞ শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা।

তুষারে ঢাকল ভূস্বর্গ, বাতিল উড়ান

বিপন্ন পর্যটকরা মসজিদের দরজা খুলল কাশ্মীর

টানা তুষারপাতে স্তব্ধ কাশ্মীর। ডাল লেক থেকে শ্রীনগরের রাজপথ, সব ঢেকেছে সাদা চাদরে। শনিবার।

শ্রীনগর, ২৮ ডিসেম্বর : কাশ্মীরে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারার মতো হচ্ছে তুষারপাত। এর জেরে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে শনিবার প্রায় সব বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাতে আটকে পর্যটকরা। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।

ইতিমধ্যে ‘অতিথিদেবো ভব’-র আদর্শ উদাহরণ তৈরি করেছেন অতিথিবৎসল কাশ্মীরিরা। শ্রীনগর-সোনমার্গ হাইওয়ের গুন্ড এলাকায় তুষারপাতের কারণে আটকে পড়া পর্যটকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার পঞ্জাব থেকে আসা জনা বারো পর্যটক সোনমার্গ থেকে ফেরার পথে তুষারপাতে আটকে গেলে তাঁদের আশ্রয় দিতে স্থানীয় মসজিদের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা বশির আহমেদ বলেন, ‘মসজিদে একটি হামাম রয়েছে যা রাতে উষ্ণ থাকে। সেখানে থাকতে পর্যটকদের অসুবিধা হবে না।’ পর্যটকদের মসজিদে থাকার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কাশ্মীরিদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ এক পর্যটক বলেন, ‘বরফে গাড়ি আটকে ভালোই ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। সেখান থেকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পাব ভাবতে পারিনি। আরেকজন বলেন, ‘কাশ্মীরের নিসর্গ শোভা নয়, এখানকার প্রাণোচ্ছল বাসিন্দাদের দেখার জন্যই সবার কাশ্মীরে আসা উচিত। কেন যে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়, এতদিনে বুঝলাম।’

কাশ্মীরিদের মানবিকতার প্রশংসা করেছেন হুরিয়ত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ উমর ফারুক। তিনি বলেন, ‘তুষারপাতের মধ্যে পর্যটকদের জন্য মসজিদ ও বাড়ির দরজা খোলার এই উদ্যোগ কাশ্মীরের দীর্ঘকালীন আতিথেয়তার ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে।’

উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে ভারী তুষারপাত হয়েছে। ভারী তুষারপাতের কারণে কাশ্মীরের শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক এবং মোগল রোড বন্ধ। এই দু’টি রাস্তাই কাশ্মীরে যাতায়াতের অন্যতম প্রধান সড়ক। ফলে কাশ্মীরের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অবশিষ্ট এলাকার। শনিবারের ৮০ শতাংশ উড়ান বাতিল করেছেন শ্রীনগর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ঘন কুয়াশায় শ্রীনগরে দৃশ্যমানতা তলানিতে। তার ওপর রানওয়েতে জমেছে বরফ। তাই ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। যাত্রীদের বিমান সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ট্রেন পরিষেবাও বিপর্যস্ত কাশ্মীরে। বানিহাল-বারামুলা বিভাগে বরফের স্তূপ ভেঙে ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরেই শ্রীনগর এবং সংলগ্ন এলাকায় নাগাড়ে তুষারপাত চলছে। শুক্রবার বরফ পড়েছে সমতলেও। শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কে দু’হাজারের বেশি গাড়ি দাঁড়িয়ে। তাতে অন্তত ১০ হাজার পর্যটক রয়েছেন। রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে প্রাথমিকভাবে বড় গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যটকদেরও উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা।

তুষারপাতের জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে রাজ্যজুড়ে। ৩৩ কেভি স্তরের ৪১টি এবং ১১ কেভি স্তরের ৭৩৯টি ফিডার বিকল হয়েছে। বেশিরভাগ ফিডার পুনরায় চালু করার জন্য কাজ চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শুক্রবার জম্মু থেকে শ্রীনগরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে লিখেছেন, ‘আজ আমি জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে এসেছি। বানিহাল থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত টানা তুষারপাত হয়েছে। পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। টানেল এবং কাজিগুন্ডের মধ্যে প্রায় ২,০০০ গাড়ি আটকে আছে। আমার অফিস দক্ষিণ কাশ্মীরের প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। তুষার পরিষ্কার করা হয়েছে, তবে রাস্তা এখনও খুব পিচ্ছিল। ভারী যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং বাকি আটকে থাকা যানবাহন সরানোর চেষ্টা চলছে।’

তুষার-দুর্যোগের কারণে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ পরে জানানো হবে। তবে বরফ পেয়ে খুশি পর্যটকদের একাংশ। আনন্দে মেতেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। দীর্ঘ শুষ্ক মরশুমের পর এই তুষারপাত কৃষি ও বাগান চাষের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। অন্যদিকে তুষারপাতের মধ্যেই পর্যটকদের শ্রীনগরের বিভিন্ন স্থানে ছবি তুলতে ও খেলা করতে দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে গত ৪৮ ঘণ্টায় তুষারপাতে জেরবার হিমাচলপ্রদেশও। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, তুষারপাতের জেরে কুলু, মানালি এবং শোলাং উপত্যকায় আটকে থাকা ১০ হাজার পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই এলাকায় ২ হাজার আটকে পড়া গাড়িকে নিরাপদে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুষারঝড়ের জেরে আকস্মিকভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং বিপদে পড়েন পর্যটকরা। স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং কুলু পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা জানান, সমস্ত পর্যটক ও যানবাহনকে নিরাপদে সোলাং নালার তুষারাচ্ছন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে মানালির নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রূপান্তরকামী শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে

বেঙ্গালুরু, ২৮ ডিসেম্বর : কর্ণাটকের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন এক রূপান্তরকামী। রেণুকা পূজর নামে ওই ব্যক্তি চলতি মাসে শ্রী কৃষ্ণদেবরায়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নান্দিহাল্লি ক্যাম্পাসের কন্নড় বিভাগে গেস্ট লেকচারার হয়েছেন। সাফল্য মেলায় রেণুকা জানিয়েছেন, লড়াইটা কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছে। কৃষক পরিবারের সন্তান মা, বাবার কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছেন। ২০১৭ সালে দ্বিতীয় বর্ষের পড়া চলাকালীন তিনি রূপান্তরকামী হন। স্নাতক হন ২০১৮ সালে। স্নাতকোত্তর ২০২২-এ।

শোকবার্তা বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর : ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তাঁকে ‘প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক’ ও ‘জনগণের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ’ বলে বর্ণনা করেছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার শোকবার্তায় তিনি মনমোহনকে দয়াশীল ও নম্র ব্যক্তি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। বাইডেন বলেছেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমেরিকার আজ যে অভূতপূর্ব সহযোগিতা গড়ে উঠেছে, তা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সাহস ছাড়া সম্ভব হত না।’ বাইডেনের উদ্ধৃতি দিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত বার্তায় বলা হয়েছে, ‘জিল ও আমি প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি, তাঁদের তিন সন্তান ও ভারতের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই কঠিন সময়ে আমরা মনমোহন সিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রাখছি।’

‘এরা শুভাকাঙ্ক্ষী নয়’, সুপ্রিম ক্ষোভ

কৃষক নেতার অনশন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দালেওয়ালের অনশন ও স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে পঞ্জাব সরকার এবং কৃষক সংগঠনের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শনিবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবের উদ্দেশে বলেছে, ‘যারা দালেওয়ালের হাসপাতালে ভর্তির বিরোধিতা করছে এবং যারা ভর্তি করতে গড়িমসি করছে, তারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়।’

আদালত এদিন সাফ জানিয়েছে, ২০ ডিসেম্বরের নির্দেশ মোতাবেক দালেওয়ালকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য পঞ্জাবের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হতে পারে। কৃষক নেতার আমরণ অনশন সংক্রান্ত মামলায় এই নিয়ে পরপর দু’দিন আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল পঞ্জাব সরকারকে।

নির্দিষ্ট দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গত ২৬ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন জগজিৎ। অনশনের জেরে দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হয়।

শনিবার পঞ্জাব সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল গুরমিন্দর সিং আদালতকে জানান, দালেওয়ালের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তবে দালেওয়াল নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হতে চাইছেন না। কারণ, এতে নাকি আন্দোলন ধাক্কা খাবে। রাজ্যের বক্তব্য খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জীবন বিপন্ন করে কোনও প্রতিবাদ হয় না। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের জায়গা কেন দুর্গের মতো ঘিরে রাখা হয়েছে? আন্দোলন তো হিংসাত্মকভাবে হচ্ছে না। সরকার নির্বাচিত হলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অক্ষমতার অজুহাত দিতে পারে না।

বাড়িতে সিবিআই

সিমলা, ২৮ ডিসেম্বর : এক কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তার বাড়িতে অপর কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশির জেরে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় হিমাচলপ্রদেশের সিমলায়। ইডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার ওই আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১.১ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছে সিবিআই। ৩ বছর আগে ইডিকর্তার দুর্নীতি নিয়ে সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। চণ্ডীগড় দপ্তরে দায়ের হওয়া সেই এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিবিআই। দীর্ঘ তদন্ত ও নজরদারির পর শনিবার ইডি আধিকারিকের সিমলার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেইসময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি থেকে তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইডি আধিকারিকের বাড়ি ও দপ্তরে দু-দফায় যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ টাকা এবং ৫৬.৫ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে।

পুরীতে কড়া নিরাপত্তা

ভুবনেশ্বর, ২৮ ডিসেম্বর : পুরী জেলা প্রশাসন বর্ষবরণের মরশুমে ভিড় সামলাতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে। বর্ষবরণের আগে মন্দির চত্বরে বন্ধ করা হয়েছে যান চলাচল। সিসিটিভির নজরদারিতে নিয়ে আসা হয়েছে পুরো সৈকত শহর। নিরাপত্তার কড়াকড়িও চোখে পড়ার মতো। বর্ষবরণের রাত ও নতুন বছরের প্রথম দিন ভুবনেশ্বর থেকে পুরীতে আসার গাড়িগুলির পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে জোল রোডে। কোনার্ক থেকে পুরীতে প্রবেশের গাড়িগুলিকে তালবানিয়ায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার চাকা ঢুকতে দেওয়া হবে না পুরীর সৈকত, মার্কেট স্কোয়ার ও জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে। পুরীর পুলিশসুপার বিনীত আগরওয়াল জানিয়েছেন, কেউ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালালে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

পঞ্জাবের গোয়েন্দারা দিল্লিতে! তদন্তের নির্দেশ

পালটা তোপ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে সরগরম দিল্লির রাজনীতি। চালু না হওয়া সরকারি প্রকল্পের জন্য আপের নেতা-কর্মীরা বেআইনিভাবে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছেন। কয়েকদিন ধরে এই অভিযোগে সরব বিজেপি ও কংগ্রেস। এবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ দীক্ষিত। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন আপশাসিত অপর রাজ্য পঞ্জাব থেকে আসা গোয়েন্দারা। কংগ্রেস প্রার্থীদের বাড়ির ওপর নজরও রাখা হচ্ছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দিল্লির মুখ্যসচিব এবং পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা।

চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, আপের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ‘মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা’ ও স্বাস্থ্যপ্রকল্প ‘সঞ্জীবনী যোজনা’ চালু না হলেও কীভাবে বেসরকারি স্তরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর। পাশাপাশি অন্য রাজ্যের গোয়েন্দা আধিকারিকদের দিল্লিতে অবস্থানের বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশ কমিশনারকে ৩ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন তিনি।

দলের তরফে বলা হয়েছে, ‘এই আদেশ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দপ্তর থেকে আসেনি। অমিত শা’র দপ্তর থেকে এসেছে। বিজেপি মহিলাদের সম্মান করে না। দিল্লি নির্বাচনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে বিজেপি।’ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য, ‘আপকে হারাতে বিজেপি ও কংগ্রেস একসঙ্গে কাজ করছে। বিজেপির সাহস নেই, তাই ওরা কংগ্রেসের সন্দীপ দীক্ষিতকে অভিযোগ জানাতে বলছে।’

সঞ্জীবনী স্বাস্থ্যপ্রকল্পের আওতায় চিকিৎসার সুবিধা পাবেন প্রবীণরা। কেজরিওয়ালের বক্তব্য, ‘বিজেপি মহিলা সম্মান ও সঞ্জীবনী প্রকল্প নিয়ে উদ্বিগ্ন। ওরা দিল্লির ভোটে হারের ভয় পাচ্ছে।’

ক্ষমাপ্রার্থী পুতিন

মস্কো, ২৮ ডিসেম্বর : কাজাখস্তানে আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভকে ফোন করে আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনার জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট দুঃখপ্রকাশ করেছেন। ক্রেমলিনের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিমানটি চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনিতে অবতরণ করার সময় রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় ছিল। এতে বিমানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কাজাখস্তানের আকতুতে বিধ্বস্ত হয়। এর জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিন দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে গোটা বিষয়টিই অনিচ্ছাকৃত। এই দুর্ঘটনায় যাত্রী ও বিমানকর্মী মিলিয়ে মোট ৬৭ জনের মধ্যে ৩৮ জন প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার পরই বিমান ভেঙে পড়ার নেপথ্যে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার হাত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিয়ন্ত্রণ ঢাকায়

বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর : ইউনূস গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু নির্যাতন, খুন, ডাকাতি, ভুয়ো মামলায় নিরীহ মানুষকে হয়রানি, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ঘটনা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে বলে বাংলাদেশের অন্দরেই অভিযোগ উঠেছে। এবার সরকারের প্রধান দপ্তর ঢাকার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিল শাসক গোষ্ঠী। শুধু তাই নয়, সচিবালয়ে নিয়মিত খবর সংগ্রহ করা সাংবাদিকদের সব অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল করা হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা দেশে।

মুখে সংস্কার, বাকস্বাধীনতার কথা বলা ছাত্র-জনতার ছত্রছায়ায় থাকা ইউনূস সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে সব মহলে। সমালোচনার মুখে প্রশাসন জানিয়েছে, সচিবালয়ে সাংবাদিকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত সাময়িক। শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সল হাসান বলেন, ‘সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত চলমান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি সাময়িক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সভা করে, দ্রুত এ বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।’ আপাতত কোনও দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে চাইলে সাংবাদিকদের ‘অস্থায়ী অ্যাক্সেস কার্ড’ দেওয়ার কথা জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

৫ অগাস্টের পালাবদলের পর সাংবাদিকদের একাংশের ওপর ধারাবাহিক হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। কয়েকশো সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল করা হয়েছে। শুধু নভেম্বরেই ১৬৭ জন সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতে অন্তরায়।’ এদিকে ছাত্র সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লার বিরুদ্ধে অপছন্দের সাংবাদিকদের ছাঁটাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি দলবল নিয়ে তিনি ঢাকার সময় টিভির অফিসে গিয়ে ১০ সাংবাদিককে ছাঁটাইয়ের জন্য চাপ দেন। শেষপর্যন্ত ৫ জন সাংবাদিককে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ।

মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফেসবুক পোস্টে জানান, সংবাদমাধ্যমের কাজে হস্তক্ষেপ সরকার সমর্থন করে না। ইউনূস সরকারের কাজকর্ম উদ্বেগ বাড়িয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির। সংস্কারের কথা বলে অন্তর্বর্তী সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির। তাঁর কথায়, ‘সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, এর জন্য নির্বাচন বন্ধ হয়ে থাকতে পারে না। দিনের পর দিন অনির্বাচিত সরকারের হাতে দেশ চালাতে দিতে পারি না।’

ICC MEN'S T20 WORLD CUP WEST INDIES & USA 2024

ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে ১১ বছর পর আইসিসি ট্রফি জিতল ভারত। শুরুর ব্যাটিং ব্যর্থতা ঢেকে ভারতকে ১৭৬/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন বিরাট কোহলি (৭৬), অক্ষর প্যাটেল (৪৭)। রান তাড়ায় নেমে একসময় আফ্রিকার প্রয়োজন ছিল ২৩ বলে ২৫ রান। হাতে ছিল ৫ উইকেট। সেখান থেকে ডেভিড মিলারের অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে ভারতকে ম্যাচে ফেরান সূর্যকুমার যাদব। গোটা প্রতিযোগিতায় রান না পাওয়া বিরাট হন ফাইনালের সেরা। একটিও ম্যাচ না হেরে টি২০ বিশ্বকাপ জেতে ভারত। তারপরই আন্তর্জাতিক টি২০ থেকে অবসর নেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র জাদেজা।

টেনিসকে বিদায় নাদালের

পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিলেন স্পেনের কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। বহুদিন থেকেই চোটে ভুগছিলেন। শেষটাও সুখকর হল না। জীবনের শেষ ম্যাচে ডেভিস কাপে ৩৮ বছরের নাদাল ৪-৬, ৪-৬ গেমে হেরে যান নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডি জ্যান্ডস্কুলপের কাছে। হেরে নাদালের মন্তব্য, 'ডেভিস কাপে প্রথম ম্যাচে হেরেছিলাম, শেষটাও হারলাম। বৃত্ত সম্পূর্ণ হল।' দুইটি অলিম্পিক সোনার পাশাপাশি ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন নাদাল। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম নিয়ে সামনে শুধুমাত্র নোভাক জকোভিচ। যদিও সর্বোচ্চ ১৪টি ফরাসি ওপেন জিতে ক্লে কোর্টের বেতাজ বাদশা এখনও তিনিই।

অবসর

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা
(টি২০ আন্তর্জাতিক থেকে)

শিখর ধাওয়ান, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, দীনেশ কার্তিক
(সব ধরনের ক্রিকেট থেকে)

মহম্মদ আমির, ইমাদ ওয়াসিম
(আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য)

ডেভিড ওয়ার্নার (টেস্ট থেকে)

সুনীল ছেত্রী (আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে)

আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (ক্লাব ফুটবল থেকে)

টনি ক্রুজ (ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে)

দীপা কর্মকার (জিমনাস্টিক্স থেকে)

পিআর শ্রীজেশ (হকি থেকে)

রেকর্ডের প্যারিস প্যারালিম্পিক

ভারতের প্যারিস প্যারালিম্পিক অভিযান শুরু হয়েছিল শুটিংয়ে অবনী লেখারার সোনা দিয়ে, শেষ হল জ্যাভলিন থ্রোয়ে নভদীপ সিংয়ের সোনায়। তার মাঝে প্যারালিম্পিয়ানরা গড়লেন অসংখ্য রেকর্ড। ৭টি সোনা, ৯টি রুপো ও ১৩টি ব্রোঞ্জ পদক সহ মোট ২৯টি পদক জিতল ভারত এবং পদক তালিকায় শেষ করল ১৮তম স্থানে। দুইটিই প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে ভারতের রেকর্ড। প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং পুরুষ হিসেবে নিজেদের সোনা ধরে রাখলেন অবনী ও সুমিত আন্টিল। সোনা জয়ের পথে সুমিত গড়লেন নয়া প্যারালিম্পিক রেকর্ড। দুই হাত ছাড়াই শীতল দেবীর তির ছোঁড়ায় মুগ্ধ হয় গোটা বিশ্ব। মিক্সড ইভেন্টে রাকেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে শীতল ব্রোঞ্জ জেতেন।

দাবায় সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ

চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়ে সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। তিনি ভাঙলেন গ্যারি কাসপারভের ৩৯ বছরের রেকর্ড। ১৪ রাউন্ডের প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই গুকেশ হেরে বসেন। দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র হওয়ার পর, তৃতীয় ম্যাচে লিরেনকে হারিয়ে সমতা ফেরান গুকেশ। তারপর ড্র হয় টানা সাতটি রাউন্ড। ১১তম ম্যাচে জয় পান গুকেশ। পরের রাউন্ডেই জিতে লিরেন আবার পয়েন্ট সমান করে দেন। গুকেশ শেষ রাউন্ডে বাজিমাত করেন লিরেনের ভুল চাল কাজে লাগিয়ে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গুকেশ বলেন, 'বিশ্বনাথন আনন্দ যেদিন কার্লসেনের কাছে হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের তকমা হারান, সেদিনই ঠিক করি আমিই দেশে খেতাব ফিরিয়ে আনব।'

মনুর নজিরে মুখরক্ষা

প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের ঝুলিতে আসে এক রুপো ও পাঁচ ব্রোঞ্জ সহ মোট ছয়টি পদক। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্ট থেকে দেশকে প্রথম পদকের স্বাদ দেন শুটার মনু ভাকের। স্বাধীনতার পর প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি এক অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতলেন। সরাবজ্যোৎ সিংকে সঙ্গে নিয়ে মনু দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ জেতেন মিক্সড ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে। ১৯৭২ সালের পর প্রথমবার ভারতীয় পুরুষ হকি দল অলিম্পিকে টানা দুই পদক জেতে। স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশের বিদায়ি উপহার দেয় দল। জ্যাভলিন থেকে একমাত্র রুপো এনে দেন নীরজ চোপড়া। কুস্তিতে কনিষ্ঠতম ভারতীয় হিসেবে পদক জেতেন আমন শেরাওয়াত। নিজের প্রথম অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতে নজর কাড়েন শুটার স্বপ্নিল কুশালে। ভারত পদক তালিকায় ৭১ নম্বরে শেষ করে।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়

দশ বছর পর আবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষবার ২০১৪ সালে কলকাতার আইপিএল জয়ের সময় অধিনায়ক ছিলেন গৌতম গম্ভীর। এবার মেন্টর হিসেবে নাইট সংসারে যোগ দিয়েই তিনি কাপ নিয়ে এলেন। শাহরুখ খানের দল এই নিয়ে তিনবার আইপিএল জিতল। একতরফা ফাইনালে নাইটরা সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮ উইকেটে হারায়। প্রথমে হায়দরাবাদকে মাত্র ১১৩ রানে গুটিয়ে দেন মিচের স্টার্করা। পরে ভেঙ্কটেশ আইয়াররা ১০.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নেন।

ভিনিকে টপকে ব্যালন ডি'অর রড্রির

পুরস্কার বিতরণি রাতের সন্ধ্যা পর্যন্ত কমবেশি সকলেরই অনুমান ছিল ব্যালন ডি'অর উঠছে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের হাতেই। তবে হঠাৎই ফাঁস হয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদের তারকা নন, সেরার পুরস্কার পাচ্ছেন রড্রি। হলও তাই। ২০০৮ সালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর প্রিমিয়ার লিগে খেলা কোনও ফুটবলার ব্যালন ডি'অর জিতলেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির প্রথম। ৬৪ বছর পর স্পেনের কোনও ফুটবলারের হাতে উঠল এই পুরস্কার। স্পেনের ইউরো জয়ের অন্যতম নায়ক রড্রি। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার। গত মরশুমে ম্যান সিটির জার্সিতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। প্যারিস থিয়েটারে তাঁর নাম ঘোষণার পরই মৃদু হেসে ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে।

মেসির কান্না মুছে কোপা জয়

অতিরিক্ত সময়ে লাওটারো মার্টিনেজের একমাত্র গোলে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ২০২৪ কোপা আমেরিকা ঘরে তুলল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। গোড়ালিতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর শিশু সুলভ ভঙ্গিতে কাঁদতে থাকেন মেসি। তাঁর মুখে অবশ্য হাসি ফোটান সতীর্থরা। মার্টিনেজ সর্বোচ্চ ৫ গোল করে কোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০২০ কোপা, ২০২২ বিশ্বকাপের পর আবার কোপা জয়ের জন্য বিশেষজ্ঞরা অনেকে লিওনেল স্কালোনির এই দলকে আর্জেন্টিনার সর্বকালের সেরা দল বলছেন। উরুগুয়ের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালেই ছিটকে যায় ব্রাজিল।

CAMPEÓN 2024
CONMEBOL COPA AMERICA

দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা জয় ভারতের

দাবা অলিম্পিয়াডের পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই জোড়া সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করল ভারত। এটাই অলিম্পিয়াডে ভারতের প্রথম সোনা জয়। এর আগে ২০২০ সালে করোনার মধ্যে হওয়া দাবা অলিম্পিয়াডে পুরুষ বিভাগে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে সোনা জিতলেও সেটা ছিল অনলাইনে। তাই এবারের সোনার স্বাদ আরও মধুর। একই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সোনা জিতলেন ডোম্মারাজু গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি, দিব্যা দেশমুখ ও বন্তিকা আগরওয়াল। পুরুষ দলে ছিলেন গুকেশ, অর্জুন, বিদিত গুজরাটি, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ ও পেনতালা হরিকৃষ্ণ। মহিলা দলে ছিলেন হরিকা দ্রোণাভাল্লি, রমেশবাবু বৈশালী, দিব্যা দেশমুখ, বন্তিকা আগরওয়াল ও তানিয়া সচদেব।

ভিনেশের দুর্ভাগ্য

প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে কুস্তির ফাইনালে পৌঁছে যান ভিনেশ ফোগট। ৫০ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালের পথে তিনি হারান টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী কুস্তিগিরকে। গোটা দেশ যখন সোনার স্বপ্নে মশগুল তখনই আসে দুঃসংবাদ। ফাইনালের দিন সকালে মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় ডিসকোয়ালিফাই করা হয় ভিনেশকে। সারারাত জেগে স্কিপিং, সাইক্লিং ও ট্রেডমিলে দৌড়ানোর পরেও কাজ না হওয়ায় হরিয়ানার কুস্তিগির শেষ পর্যন্ত নিজের চুলও কাটেন। সব প্রচেষ্টাই বৃথা যায়। ভিনেশের পদক হাতছাড়া হওয়ার পর দেশে শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। অনেকে কুস্তি ফেডারেশনের তৎকালীন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ভিনেশদের আন্দোলনের কারণে অন্তর্ঘাতের সন্দেহ প্রকাশ করেন। দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই ভিনেশ যোগ দেন জাতীয় কংগ্রেসে।

যাঁদের হারালাম আমরা

মারিও জাগালো
(ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ও কোচ)

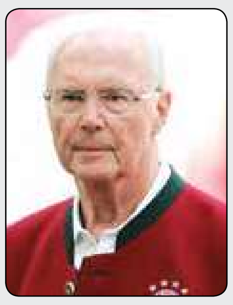

ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার
(জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ও কোচ)

সালভাদোর শিলাচ্চি (ইতালির ফুটবলার)

দত্তাজিরাও ও অংশুমান গায়কোয়াড়
(ভারতীয় ক্রিকেটার বাবা-ছেলে)

গ্রাহাম থর্প
(ইংল্যান্ডের ব্যাটার)

ডেভিড জনসন
(ভারতীয় পেসার)

ডেরেক আন্ডারউড
(ইংল্যান্ডের স্পিনার)

মাইক প্রোক্টার
(দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার)

কেলভিন কিপটাম
(কেনিয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়া ম্যারাথনার)

প্রথমবার আইএসএল শিল্ড জিতল বাগান

আন্তোনিও লোপেজ হাবাস মরশুমের মাঝপথে দায়িত্ব নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে অধরা আইএসএল শিল্ড এনে দেন। তিনি ফিরে এসেই হুগো বৌমৌসের জায়গায় নিয়ে আসেন জনি কাউকোকে। এই একটি পরিবর্তনেই দলের ভোল পালটে যায়। যদিও কাপ ফাইনালে ঘরের মাঠ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে আইএসএল কাপ নিয়ে যায় মুম্বই সিটি এফসি। শিল্ড জয়ের সুবাদে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলার ছাড়পত্র পায় বাগান।

প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ জিতল নিউজিল্যান্ডের মহিলা দল

WOMEN'S T20 WORLD CUP 2024

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবার মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ জিতল নিউজিল্যান্ড। এর আগে ২০০৯ ও '১০ সালে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠলেও কাপ জয় অধরাই ছিল হোয়াইট ফার্নদের। ব্যাট হাতে ৪৩ রান ও বল হাতে ৩ উইকেট নিয়ে ফাইনালে সেরা হন অ্যামেলিয়া কের। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারও তিনিই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ে হরমনপ্রীত কাউরের ভারতীয় দল। পরের দুই ম্যাচে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে হারালেও গ্রুপের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিদায় নেয় ভারত। উল্লেখযোগ্য কোনও অবদান রাখতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ৪ ম্যাচে তিনি মাত্র ১৯ রান করেন।

জাতীয় দলের কোচিংয়ে গম্ভীর

রাহুল দ্রাবিড় আগেই জানিয়েছিলেন ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের পরই ভারতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব ছাড়বেন। টি২০ বিশ্বকাপ জিতে বিদায় নেন রাহুল। তাঁর জায়গায় নতুন কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের নাম ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। শ্রীলঙ্কাকে ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হল গম্ভীর-জামানা। যদিও পরবর্তী একদিনের সিরিজে শ্রীলঙ্কার কাছে ২-০ ব্যবধানে হারে ভারত। ২৭ বছর পর দ্বিপাক্ষিক সিরিজে প্রথমবার ভারতকে হারাল শ্রীলঙ্কা।

নীরজ-নাদিম দুই ভাই

প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের সোনা জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার ছিলেন নীরজ চোপড়া। সেই মঞ্চে অলিম্পিকের ইতিহাসে রেকর্ড ৯২.৯৭ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জেতেন পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম। ৮৯.৪৫ মিটার ছুড়ে নীরজ রুপো জেতেন। হারের যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে নীরজের মা সরোজ দেবী বলেন, 'আমাদের কাছে এই রুপো সোনার সমান। কারণ যে সোনা জিতেছে (নাদিম) সেও আমারই ছেলে।' অন্যদিকে, নাদিমের মা বলেন, 'নাদিমের ভাইয়ের মতো নীরজ। ম্যাচ চলাকালীন আমিও নীরজের জন্য প্রার্থনা করেছি। খেলায় হার জিত থাকবেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ও যেন আরও পদক জেতে।'

নিকো-ইয়ামাল জুটিতে ইউরো জয়

ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে সর্বাধিক চতুর্থবার ইউরো কাপ জিতল স্পেন। গোটা প্রতিযোগিতায় অপরাজেয় ছিল লুইস ডে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা। প্রচারের আলোয় ছিলেন স্পেনের দুই তরুণ লামিনে ইয়ামাল-নিকো উইলিয়ামস। এই জুটির সৌজন্যেই ফাইনালে প্রথমে এগিয়ে যায় স্পেন। ৭৩ মিনিটে ইংল্যান্ডের কোল পামার সমতা ফেরালেও ৮৬ মিনিটে মিকেল ওয়ারজাবালের গোলে বার্লিনে খেতাব জেতে স্পেন। মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপেদের চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। গতবারের ইউরোর প্রথম ম্যাচে মাঠের মধ্যেই হার্ট ব্লক হয়ে গিয়েছিল ডেনমার্কের ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের। এবারের ইউরোর প্রথম ম্যাচেই গোল করে ম্যাচটি স্মরণীয় করে রাখেন এরিকসেন।

সংকলন : সোয়েব আজম ও ভাস্কর সাহা

সরকারি চাকরি ছেড়েছিলেন বাবা!

ক্রিকেটে শুরু রেড্ডি-রাজ

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর : সরকারি চাকরি।

নিশ্চিন্ত জীবন। ছেলের জন্য সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন! রাজস্থানের জয়পুরে পোস্টিং ছিলেন। ছেলের বয়স যখন ৮, তখন হিন্দুস্থান জিঙ্কের চাকরি ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বাড়িতে ফিরে আসেন। দুই চোখে ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর স্বপ্ন।

বাবা মুতিয়ালু রেড্ডির সাহসী যে সিদ্ধান্তের সুফল আজ সবার সামনে। অর্থের অভাবে বাবাকে কাঁদতে দেখা নীতীশ আজও কাঁদালেন বাবাকে। তবে আবেগের বহিঃপ্রকাশ। স্কট বোল্যান্ডকে মারা শট বাউন্ডারি পেরিয়ে যাওয়ার পর বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। দুই চোখ বেয়ে বইতে থাকা জল।

সার্থক গত ১০-১৫ বছরের পরিশ্রম, জীবন সংগ্রাম। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, মাইকেল ভনকে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ভাষা হারালেন সিনিয়ার রেড্ডি। স্মরণীয় দিন, স্মরণীয় মুহূর্ত, সারাজীবন মনে রাখব-আর বেশি কিছু বলতে পারলেন না। আবেগেই বুঝিয়ে দিলেন মনের কথা।

দিনের শেষে নীতীশ যখন মাঠ ছাড়ছেন গ্যালারি থেকেই চেঁচিয়ে ডাকলেন। ৮৫ হাজার দর্শকের আওয়াজে তা ঢাকা পড়লেও নীতীশ ঘুরে তাকালেন সেদিকে। ব্যাটও তুলে ধরলেন। পরে বাবা, মা, বোনের আলিঙ্গনে ধরা পড়লেন। রেড্ডি-রাজের সূচনায় মেলবোর্নে তৈরি হল আবেগঘন মুহূর্ত।

গোটা দল দাঁড়িয়ে বাউন্ডারি লাইনে। নীতীশের জন্য কার্যত 'গার্ড অফ অনার'। কেউ বুকে টেনে নিলেন। কেউ বা পিঠ চাপড়ালেন। তরুণ তুর্কিকে সামনে রেখে মাঠ ছাড়া। ভারতীয় ক্রিকেটে রূপকথার উত্থানে আরও নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে অনেক লড়াইয়ের কাহিনী। সলতে পাকানোর শুরুটা প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার এমএসকে প্রসাদের হাতে পড়ে। প্রথম দেখাতে জহুরির চোখ চিনে নিয়েছিল বছর বারোর নীতীশকে।

বোন তেজস্বীর সঙ্গে নীতীশ কুমার।

> ওর ক্রিকেট সফর মোটেই সহজ ছিল না। দারুণ খুশি। এই ম্যাচটা দেখার জন্য শুধু এসেছিলাম। আর এই ম্যাচেই করে দেখাল ও।
>
> **তেজস্বী** (নীতীশের বোন)

শতরানের পর মহম্মদ সিরাজকে জড়িয়ে ধরলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি।

পরের দশ বছর সেই ছোট্ট ছেলেটাকে তিলে তিলে তৈরি করা।

ছাত্রের সাফল্যের প্রসাদের চোখেও জলের ধারা। ইরফান পাঠানদের করা প্রশ্নের উত্তরে বারবার স্মৃতিমেদুরতায় ভাসলেন। শোনালেন নীতীশকে সর্বোচ্চ ক্রিকেটে পৌঁছে দেওয়ার কথা। অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাওয়ার পর খুশির পাশাপাশি কিছুটা আশঙ্কা ছিল মনের মধ্যে।

লাল বলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেভাবে সাফল্য নেই। ব্যাটিং গড় মাত্র ২২-২৩। সেখানে অজি পরিবেশের চ্যালেঞ্জ সামলানো। চতুর্থ টেস্টের শতরানের পর পরিসংখ্যান বলছে দলের সর্বোচ্চ স্কোরার নীতীশই। এখনও পর্যন্ত ২৮৪ রান করেছেন ৭১.০০ গড়ে!

প্রতিক্রিয়ায় নীতীশের বোন তেজস্বীও বলেছেন, 'ওর ক্রিকেট সফর মোটেই সহজ ছিল না। দারুণ খুশি। এই ম্যাচটা দেখার জন্য শুধু এসেছিলাম। আর এই ম্যাচেই করে দেখাল ও।'

কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে নীতীশ বলেছিলেন, 'জীবনের গল্পটা শোনাতে গেলে ২-৩ ঘণ্টা কম পড়ে যাবে। আমার জন্য বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সবে অ্যাকাডেমি যাওয়া শুরু করেছি তখন। আমার পাশে সর্বক্ষণ থাকার জন্য এত বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। একজন ছেলের এরচেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে বাবার থেকে?'

পারথ টেস্টে টুপি তুলে দিয়ে বিরাট কোহলি বলেছিলেন, অনেক কষ্ট, পরিশ্রম করে এখানে পৌঁছেছো। সুযোগটা কাজে লাগাও। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের 'মন্ত্র' ছিল প্রয়োজনে দেশের জন্য বুলেটের সামনে বুক পেতে দাও। নীতীশের বোন সেই রেশ ধরেই বলেছেন, 'ওর কাছে দল সবার আগে। সবকিছু যার জন্য করতে প্রস্তুত থাকে সবসময়।'

লড়াইটা শুধু নীতীশ বা তাঁর বাবার নয়। গোটা পরিবারের। স্বামীর পাশে দাঁড়াতে আয়ের রাস্তা খুঁজে নেন নীতীশের মাও। সঙ্গে সংসার ও মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্বও। আর জমানো অর্থ, নিজের সবটুকু উজাড় করে ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর পণ বাবার। শনিবাসরীয় মেলবোর্ন দেখল সেই পরিশ্রমের রঙিন পরিণতি।

অর্ধশতরানের পর পুষ্পার আল্লু অর্জুনের মতো 'ঝুকেগা নেহি' সেলিব্রেশনে নীতীশ কুমার রেড্ডি।

ব্যাট হাতে জবাব সুন্দরের

মেলবোর্নে নীতীশের পুষ্পা-বাহুবলী

অস্ট্রেলিয়া-৪৭৪ ভারত-৩৫৮/৯

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর : কোকাবুরা লাল বল হাতে প্যাট কামিন্স।

সামনে জসপ্রীত বুমরাহ। উলটো দিকে ৯৯ রানে দাঁড়িয়ে নীতীশ কুমার রেড্ডি। তৃতীয় বলে বুমরাহর রক্ষণ ভেঙে স্লিপে ক্যাচ। শেষ ব্যাটার হিসেবে বাইশ গজের পথে মহম্মদ সিরাজ। রক্তচাপ বাড়ানো পরিস্থিতি।

টানটান উত্তেজনায় ফুটছে ভারতীয় সাজঘর। গ্যালারিতে কাঁচাপাকা দাড়ির মাঝবয়সি একজন চোখবুজে প্রার্থনা করে চলেছেন। প্রার্থনায় গোটা মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের গ্যালারিও। ভারতীয় সমর্থক, অস্ট্রেলিয়া সমর্থক প্রত্যেকের একটাই যেন প্রার্থনা তিন বল কাটিয়ে দিক সিরাজ।

শতরান থেকে যেন কোনওভাবে বঞ্চিত না হন একুশ বছরের তরুণ তুর্কি। ব্যর্থ না হয় তাঁর সারাদিন ধরে জারি থাকা লড়াই। সকলের প্রার্থনার ফল সিরাজের টিকে যাওয়া এবং পরের ওভারের তৃতীয় বলে স্কট বোল্যান্ডকে সোজা ব্যাটে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সেঞ্চুরিতে পা নীতীশের।

একটা শটে বদলে যায় পুরো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের আবহ। শব্দের ডেসিবল ১২০ ছুঁইছুঁই। করতালিতে কুর্নিশ জানাচ্ছেন নীতীশের আইপিএল অধিনায়ক প্যাট কামিন্স থেকে নাথান লায়োন, ট্রাভিস হেডরাও। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের হাততালি, উচ্ছ্বাস যেন থামতে চাইছে না।

গ্যালারিতে হাজির কাঁচাপাকা মাঝবয়সির চোখে তখন গর্বের বারিধারা। পুত্রের গর্বে পিতার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। প্রেসবক্সে বসে থাকা রবি শাস্ত্রীর চোখের কোণ চিকচিক করছে। মেলবোর্ন একদা সাক্ষী থেকেছে অটোচালকের পুত্র মহম্মদ সিরাজের স্মরণীয় অভিষেকের। আজ নীতীশের রূপকথার। হাফ সেঞ্চুরির পর 'পুষ্পা'য় মাতেন। শতরানে পৌঁছে 'বাহুবলী' সেলিব্রেশনে মঞ্চ সাজানো।

পারথ টেস্টে 'আইডল' বিরাট কোহলির হাত থেকে টেস্ট ক্যাপ প্রাপ্তি। প্রথম তিন টেস্টে বড় স্কোর না পেলেও কঠিন পিচে ৩০-৪০ স্কোরগুলি প্রশংসা কুড়িয়েছিল। আজ ষোলোকলা পূরণ চতুর্থ টেস্টে। এমসিজি-র ৯০ হাজার দর্শককে সাক্ষী রেখে নতুন তারকার উদয়।

১৯৬/৬ স্কোরে ঋষভ পন্থের (২৮) আউটের পর ক্রিজে পা রাখেন। কিছুক্ষণ পর রবীন্দ্র জাদেজা (১৭) যখন ফেরেন, স্কোর ২২১/৭। ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার ৫৪ রান। মেঘ-সূর্যের লুকোচুরির মাঝে ভারতীয় সাজঘরে আশঙ্কার কালোমেঘ। নীতীশ-সুন্দরের স্পর্শে দিনের শেষে আঁধার কেটে আলোর ঝরনা।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের জুতোয় পা গলানো ওয়াশিংটন আর নীতীশের চোখধাঁধানো লড়াইয়ে ম্যাচের রং বদল। ২০২১ সালে ব্রিসবেন-জয়ে হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন ওয়াশিংটন। এদিন কঠিন পরিস্থিতিতে তারই পুনরাবৃত্তি।

দুই তরুণের মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাটিং, ক্রিজে পড়ে থাকা, কামিন্স-মিচেল স্টার্কদের ফাঁদে পা না দেওয়া। অস্ট্রেলিয়ার অফস্টাম্প স্ট্র্যাটেজি ভোঁতা করে দিনের নায়ক নীতীশ (অপরাজিত ১০৫)। দোসর ওয়াশিংটন (৫০)। নিটফল, ৪৭৪ রানের জবাবে ভারত ৩৫৮/৯। ক্যাঙারুরা এখনও ১১৬ রানে এগিয়ে থাকলেও ম্যাচ বাঁচানোর অক্সিজেন নিয়ে ফেরা।

মেঘলা আবহাওয়া। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে এদিনও ২০ ওভার মতো খেলা নষ্ট। সবকিছু ছাপিয়ে ব্যাট-বলের সংঘাত। ১৬৪/৫ স্কোরে শুরু করেন ঋষভ-জাদেজা। ব্রিসবেনে জাদেজা দুরন্ত ব্যাটিং করেছিলেন। ঋষভের অজি-প্রেমের তালিকা বেশ লম্বা। আজ দিনটা ঋষভদের ছিল না।

ঋষভ ফিরলেন দুঃসাহসী স্কুপ করতে গিয়ে। যে আউটের ধরনে রীতিমতো ক্ষুব্ধ সুনীল গাভাসকার বলেন, ঋষভকে সাজঘরেই ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। জাদেজা ফেরেন নাথান লায়োনকে ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে বল মিস করে।

২২১/৭। এখান থেকেই নীতীশ-সুন্দরের রূপকথার যুগলবন্দি। শুভমান গিলকে বসিয়ে ওয়াশিংটনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ব্যাট হাতে গৌতম গম্ভীরদের ভরসার মর্যাদা রাখলেন। পুরোনো বলের সঙ্গে স্টার্ক-কামিন্সদের দ্বিতীয় নতুন বল যেভাবে সামলালেন শিক্ষা নিতে পারেন বাকিরা।

জুনিয়ার পর্যায়ে দুজনেই ওপেন করতেন। শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, পরিণত ক্রিকেটবোধ-১২৭ রানের যুগলবন্দির পরতে পরতে তারই ছাপ। আগলে রাখলেন সুন্দর। আক্রমণের ভার নীতীশের। বিপরীতমুখী দুই ইনিংসের হাত ধরে দিনটা একান্তভাবে ভারতের।

১৬২ বলে ৫০ করে সুন্দর যখন ফেরেন, ফলোঅন টপকে ৩৪৮/৮-এর অনেকটাই নিরাপদ স্কোরে ভারত। গোটা ইনিংসে মাত্র ১টা চার। নিয়ন্ত্রিত শটের হার ৮৭ শতাংশ! কে বলবে ৯ নম্বর ব্যাটার! ১৭৬ বলে নীতীশ অপরাজিত ১০৫ রানে। ১০টি চার ও ১টি ছক্কা।

একই ইনিংসে ৮ ও ৯ নম্বর, দুই ব্যাটারের ১৫০-এর বেশি বল খেলার দ্বিতীয় নজির নেই ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে। ঋষভ, শচীনের পর তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট শতরান নীতীশের।

রেকর্ড ছাপিয়ে দলের জন্য মরিয়া তাগিদ, জীবনপণ বাজি।

ম্যাচের এখনও দুইদিন বাকি। সিরাজকে নিয়ে আগামীকাল ফের নামবেন নীতীশ। লক্ষ্য ১১৬ রানের ব্যবধান যতটা সম্ভব কমানো। তবে অজিদের রাশ আলগা করতে টিমগেম জরুরি। জরুরি বুমরাহ-সিরাজদের যুগলবন্দির। প্রয়োজন বিরাট-রোহিতের ব্যাটে রান। প্রত্যাশা মেটে কিনা, সেটাই দেখার।

সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম শতরান (ভারতীয়)

বয়স	ক্রিকেটার	স্থান	সাল
১৮ বছর ২৫৬ দিন	শচীন তেন্ডুলকার	সিডনি	১৯৯২
২১ বছর ৯২ দিন	ঋষভ পন্থ	সিডনি	২০১৯
২১ বছর ২১৬ দিন	নীতীশ কুমার রেড্ডি	মেলবোর্ন	২০২৪
২২ বছর ৪৬ দিন	দাত্তু ফাদকার	অ্যাডিলেড	১৯৪৮

৮ বা তার নিচে ভারতের সর্বাধিক স্কোর
(অস্ট্রেলিয়ায়)

রান	ব্যাটার	স্থান	সাল
১০৫	নীতীশ কুমার রেড্ডি	মেলবোর্ন	২০২৪
৮৭	অনিল কুম্বলে	অ্যাডিলেড	২০০৮
৮১	রবীন্দ্র জাদেজা	সিডনি	২০১৯
৬৭*	কিরণ মোরে	মেলবোর্ন	১৯৯১
৬৭	শার্দূল ঠাকুর	ব্রিসবেন	২০২১

নজরে পরিসংখ্যান

১০৫* নীতীশ কুমার রেড্ডির অপরাজিত ১০৫ মেলবোর্নে ৮ বা তার নীচের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক। আগের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার রেগি ডাফের (১৯০২ সালে ১০ নম্বরে নেমে ১০৪ রান)।

২ ভিনু মানকড়ের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শতরান করলেন নীতীশ।

১ নীতীশ ভারতের প্রথম ব্যাটার যিনি ৮ বা তার নীচে নেমে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট শতরান করলেন। এই পজিশনে ভারতের পক্ষে আগের সর্বাধিক ছিল অনিল কুম্বলের (২০০৮ সালে অ্যাডিলেডে ৮৭ রান)।

৫ নীতীশকে ধরে অস্ট্রেলিয়ায় ৮ বা তার নীচে নেমে টেস্টে শতরানকারীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫।

২ নীতীশ দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ বা তার নীচে নেমে টেস্টে শতরান করলেন। নীতীশের আগে এই কৃতিত্ব ছিল ঋদ্ধিমান সাহার (২০১৭ সালে রাঁচিতে ১১৭ রান)।

৮ চলতি সিরিজে নীতীশের ছক্কার সংখ্যা। যা অস্ট্রেলিয়ায় সফরকারী ব্যাটার হিসেবে যুগ্ম সর্বাধিক।

২ দ্বিতীয়বার ভারতের আট ও নয় নম্বর ব্যাটার অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে একই ইনিংসে ৫০ প্লাস স্কোর করলেন। ২০০৮ সালে অ্যাডিলেডে প্রথমবার এই রেকর্ড গড়েছিলেন অনিল কুম্বলে (৮৭) ও হরভজন সিং (৬৩)।

১২৭ নীতীশ-ওয়াশিংটন সুন্দরের এদিনের পার্টনারশিপ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেটে তৃতীয় সর্বাধিক। আগে রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনি-ভুবনেশ্বর কুমারের ১৪০ (চেন্নাই, ২০১৩) ও শচীন তেন্ডুলকার-হরভজন সিংয়ের ১২৯ (সিডনি, ২০০৮)।

২ ওয়াশিংটন ও নীতীশ দ্বিতীয় ব্যাটার যাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে কোনও ইনিংসে ১৫০ বা তার বেশি বল খেললেন। ১৯৮১ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব ছিল সৈয়দ কিরমানি ও শিবলাল যাদবের।

৮ বা নীচের উইকেটে ভারতের সর্বাধিক পার্টনারশিপ (অস্ট্রেলিয়ায়)

রান	ব্যাটার	স্থান	সাল
১২৯	শচীন তেন্ডুলকার-হরভজন সিং	সিডনি	২০০৮
১২৭	নীতীশ কুমার রেড্ডি-ওয়াশিংটন সুন্দর	মেলবোর্ন	২০২৪
১০৭	অনিল কুম্বলে-হরভজন সিং	অ্যাডিলেড	২০০৮
৯৪	সুনীল গাভাসকার-শিবলাল যাদব	অ্যাডিলেড	১৯৮৫

সিরাজে ভরসা ছিল নীতীশের

ফুল নয়, ও আগুন : ওয়াশিংটন

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর : নতুন তারকার উদয়।

উত্তর সময়ের হাতে। সম্ভাবনা অবশ্য এদিন ঐতিহাসিক মেলবোর্নে উসকে দিলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। একুশের আস্ফালনের সামনে আজ হার মানলেন প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনরাও।

রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণের মিশেল। দক্ষতার পাশাপাশি পরিণত ক্রিকেট। ক্রিজের উলটো প্রান্ত থেকে যে নীতীশ-ম্যাজিকের সাক্ষী থাকা দিনের সহনায়ক ওয়াশিংটন সুন্দরের কথায় 'নীতীশ ফুল নয়, আগুন।' কোনও চাপ, পরিস্থিতিতে যে আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া সহজ নয়।

আইপিএলে সতীর্থ হিসেবে দেখেছেন নীতীশের ব্যাটিং দাপট। তারই পুনরাবৃত্তি এবার টেস্ট আঙিনায়। নিজের লড়াকু হাফ সেঞ্চুরি, শতরানের পার্টনারশিপ সরিয়ে ওয়াশিংটন মাতলেন নীতীশে।

সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য শতরান। ওর জন্য খুব ভালো লাগছে। বেশ কয়েক বছর ধরে ওকে জানি। আজ যেভাবে দায়িত্বটা সামলাল, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। সত্যি কথা বলতে, বক্সিং ডে টেস্টে ওর এই ইনিংস মানুষ সারাজীবন মনে রাখবে।'

গতকাল লড়াইয়ের কথা শুনিয়েছিলেন সুন্দর। কাজেও যা করে দেখানোর খুশি নিয়ে জানান, রোহিত ভাই, গোতি ভাই এবং বাকি সাপোর্ট স্টাফরা ম্যাচ পরিস্থিতি ভুলে সবসময় লড়াইয়ের কথা বলে। যা দলের মূল সুর। সেই প্রয়াসই করেছেন। দেশের হয়ে খেলা, তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট সবসময় স্পেশাল। ভরসার মর্যাদা রাখতে পেরে খুশিটা দ্বিগুণ।

শতরানের জুটিতে দলকে ম্যাচে ফেরানো। চোখ এবার অজি-বধে। ওয়াশিংটনের দাবি, 'বোলারদের জন্য এখনও পিচে সাহায্য রয়েছে। মেঘলা থাকছে আকাশ। সূর্য সেভাবে উঠছে না। বল ঠিকঠাক জায়গায় রাখা যায়, ওদের ১৫০-এ আউট করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সুযোগ থাকবে আমাদেরও।'

> গোতিভাই, সাপোর্ট স্টাফরা আমার ওপর ভরসা রেখেছে। টেস্ট ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে আমি প্রস্তুত, সেই উৎসাহ সারাক্ষণ জুগিয়েছে। আমার কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। ওদের বিশ্বাস, আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এদিন মরিয়া ছিলাম কিছুতেই উইকেট দেব না।
>
> **ওয়াশিংটন সুন্দর**

থিংকট্যাংকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সুন্দর বলেছেন, 'গোতি ভাই, সাপোর্ট স্টাফরা আমার ওপর ভরসা রেখেছে। টেস্ট ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ নিতে আমি প্রস্তুত, সেই উৎসাহ সারাক্ষণ জুগিয়েছে। আমার কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম। ওদের বিশ্বাস, আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। এদিন মরিয়া ছিলাম কিছুতেই উইকেট দেব না।'

নাথান লায়োনের স্পিনে সুন্দরের যে প্রচেষ্টায় ইতি। পরবর্তী কয়েক মিনিট, কয়েক ওভারে নীতীশের শতরান ঘিরে রঙিন ক্রিকেট। নবম উইকেট যখন পড়ে ৯৯-এ নীতীশ। প্যাট কামিন্সের শেষ তিন বলের মুখে সিরাজ। হতাশ করেননি সিরাজ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সামাজিকমাধ্যমে দিনের নায়ক নীতীশের প্রতিক্রিয়া, 'সিরাজভাইয়ের ওপর বিশ্বাস ছিল আমারও।'

এদিকে, ভারতীয় তরুণের প্রশংসা অজি শিবিরেও। সাংবাদিক সম্মেলনে স্কট বোল্যান্ড বলেছেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং। লোয়ার অর্ডারে নামলেও আমাদের সবসময় চাপে রাখার চেষ্টা করে গেল। দারুণ সব শট নিচ্ছিল। ওর বিরুদ্ধে 'এ' দলের ম্যাচ খেলেছি। প্রধানমন্ত্রী একাদশের হয়েও বল করেছি। এরপর দুটি টেস্ট। দেখে মনে হয়, ওর হাতে ক্রিকেট বইয়ের সব শট মজুত। মাঠের প্রতিটি প্রান্তে খেলতে সক্ষম।'

অর্ধশতরানের পর ওয়াশিংটন সুন্দর। মেলবোর্নে শনিবার।

বাংলার বড় জয়ে আক্ষেপ অনুষ্টুপ

বরোদা- ২২৮ (৪৮.৩ ওভার)
বাংলা-২২৯/৩ (৪৩ ওভার)

হায়দরাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির বদলা বিজয় হাজারে ট্রফিতে। বরোদাকে ৪২ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে হারিয়েও আক্ষেপ বাংলা শিবিরে। দুরন্ত ব্যাটিংয়ের পরও মাত্র এক রানের জন্য শতরান অধরা থেকে যায় অনুষ্টুপ মজুমদারের (১০৬ বলে ৯৯)। তবে তাঁর ১২টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংস মুস্তাক আলি ট্রফিতে বরোদার কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার যন্ত্রণায় মলম লাগানোর কাজ করেছে। ৩ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'ই'-তে বাংলা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

বছরখানেকেরও বেশি পরে ওডিআই ফরম্যাটে হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন সুখের হল না। ২ বলে মাত্র ১ রান নিয়ে প্রদীপ্ত প্রামাণিকের বলে আউট হয়ে যান হার্দিক। রান পাননি তাঁর দাদা ক্রুণাল (৩)। পান্ডিয়া ভাইদের সঙ্গে বিষ্ণু সোলাঙ্কিকে (২০) ফিরিয়ে বরোদা ব্যাটিংকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন প্রদীপ্ত (২৫/৩)। সেখান থেকে তাদের বের করে আনেন শাশ্বত রাওয়াত (৯৫)। ওপেনিং জুটিতে নিনাদ রথবার (২৮) সঙ্গে ৫৮ রান করে তিনি বরোদাকে ভালো সূচনা উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপর্বের ব্যর্থতায় সেই সুবিধা অনেকটাই হাতছাড়া হয়। আট নম্বরে নামা ভানু পানিয়ার (৪২) দৃঢ়তায় বরোদা ৪৮.৫ ওভারে অল আউট হয় ২২৮ রানে। প্রদীপ্ত ছাড়াও ৩ উইকেট নিয়েছেন সায়ন ঘোষ (৪৩/৩)। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সঙ্গে মুকেশ কুমারের (৩৭/২) প্রাপ্তি দুই উইকেট।

রানতাড়ায় নেমে প্রথম ওভারেই ধাক্কা খেয়েছিল বাংলা। ১ রান করেই হার্দিকের (৩৩/১) বলে অভিষেক পোড়েল আউট হয়ে যান। বেশি ক্ষণ স্থায়ী হননি অধিনায়ক সুদীপকুমার ঘরামিও (১৭)। এরপর প্রথমে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (৩২) ও পরে সুমন্ত গুপ্তকে (অপরাজিত ৬৯) নিয়ে বাংলা ৪৩ ওভারে ৩ উইকেটে ২২৯ রান তুলে নেয়। বছরের শেষদিনে বাংলার পরের ম্যাচ কেরালার বিরুদ্ধে।

৯৯ রানের ইনিংসে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফিরলেন অনুষ্টুপ মজুমদার।

পারথের ইনিংসেই মজেছিলেন শচীন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর : পারথ, অ্যাডিলেড, ব্রিসবেন।

প্রথম তিন টেস্টে সলতে পাকানোর কাজ সেরেছিলেন। আজ মেলবোর্নে ষোলোকলা পূরণ। ম্যাচ বাঁচানোর স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রেখে কেরিয়ারের চতুর্থ টেস্টে আট নম্বরে নেমে প্রথম শতরান। লড়াকু ইনিংসে উসকে দিলেন, ভারতের জয়ের ক্ষীণ সম্ভাবনাও। নীতীশ কুমার রেড্ডির পরিণত যে ক্রিকেটে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটমহল।

ঋষভকে 'নো এন্ট্রি' গাভাসকারের

> ওখানে দুইজন ফিল্ডার ছিল। তারপরও ওই শট। আগের শট মিস করেছে ঋষভ। তারপরও একই শট! এ তো উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসা। দল কী পরিস্থিতিতে রয়েছে বুঝতে হবে। সহজাত ব্যাটিংয়ের যুক্তিতে দায় এড়ানো যায় না। এটা সহজাত ক্রিকেট হতে পারে না। দলকে বিপদে ফেলার পর ভারতীয় সাজঘরে না ফিরে অন্য সাজঘরে যাওয়া উচিত ঋষভের।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

বেহিসেবি শটে আউট হয়ে হতাশা নিয়ে ফিরছেন ঋষভ পন্থ। প্রথম টেস্ট শতরান করে গর্জন নীতীশ কুমার রেড্ডির।

শচীন তেন্ডুলকার আবার মেলবোর্নের সেঞ্চুরির আগেই তরুণ অলরাউন্ডারের মধ্যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। বলেছেন, 'মেলবোর্নের ইনিংসটা মনে থাকবে। তবে প্রথম টেস্টেই (পারথে) আমাকে প্রভাবিত করেছিল। নজর কেড়েছিল ওর টেম্পারামেন্ট। কঠিন পরিস্থিতিতে আজ সেরাটা বের করে আনল। দুর্দান্ত। সুন্দরও দারুণ সাপোর্ট করল। সাবাশ।'

রবি শাস্ত্রীর বিশ্বাস, পরবর্তী ইনিংসগুলিতে নীতীশের ব্যাটিং অর্ডারে উন্নতি ঘটবে না। ৭-৮ নয়, আরও উপরে ব্যাট করতে দেখবেন। বলেছেন, 'সম্ভবত এটাই শেষবার ওর সাত নম্বরে নামা। আমি নিশ্চিত, এরপর ও প্রোমোশন পাবে। ব্যাটিংয়ে ৬ নম্বর ঠিকঠাক। যা দলকে সাহায্য করবে। ৬ ব্যাটারের সঙ্গে ৫ বোলার। পরের ম্যাচেই নীতীশকে টপ সিক্স ব্যাটার হিসেবে দলে দেখতে চাই আমি।'

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন খেলোয়াড় মার্ক নিকোলস আবার নীতীশের মধ্যে এবি ডিভিলিয়ার্সের ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার এসে সফরকারী খেলোয়াড়রা সবসময় চাপে থাকে। নীতীশ সেখানে উলটে চাপে ফেলছেন অজিদেরই।

সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'দুর্দান্ত শট। সোজা ব্যাটে লফটেড শটে নিজের প্রথম শতরান পূরণ করল। আমি নিশ্চিত আরও অনেক সেঞ্চুরি দেখব ওর থেকে। ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নীতীশ দারুণ প্রাপ্তি। অসাধারণ ইনিংস। প্রতিভা আর টেম্পারামেন্টের প্রশংসনীয় মিশ্রণ। চালিয়ে যাও।'

ঋষভ পন্থকে অবশ্য রীতিমতো তুলোধোনা করলেন গাভাসকার। দুঃসাহসিক শটে উইকেট খোয়ান ঋষভ। প্রতিক্রিয়ায় সানির তোপ, ওখানে দুজন ফিল্ডার ছিল। তারপরও ওই শট। আগের শট মিস করেছে ঋষভ। তারপরও একই শট! এ তো উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসা। দল কী পরিস্থিতিতে রয়েছে বুঝতে হবে। সহজাত ব্যাটিংয়ের যুক্তিতে দায় এড়ানো যায় না। এটা সহজাত ক্রিকেটে হতে পারে না। দলকে বিপদে ফেলার পর ভারতীয় সাজঘরে না ফিরে অন্য সাজঘরে যাওয়া উচিত ঋষভের।

বাতিল মনোজেই স্বপ্নভঙ্গ ক্লেইটনদের

হায়দরাবাদ এফসি-১ (মনোজ)
ইস্টবেঙ্গল-১ (জিকসন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : অনেক অসম্ভব, অনেক হতাশা ক্রমশ কাটছে ইস্টবেঙ্গলে। কিন্তু কিছু ইচ্ছা বোধহয় চিরকালই অপূর্ণ থেকে যায়! এদিন যেমন লক্ষ লক্ষ লাল-হলুদ সমর্থকের নিশ্চিত জয়ের হ্যাটট্রিকের উচ্ছ্বাস কেড়ে নিলেন তাদের একদা বাতিল মনোজ মহম্মদ।

২০২৪ সালের শুরুটা ভালো না হলেও বর্ষশেষের উৎসব সুখকর হতে চলেছে, এমনটাই মনে হয়েছিল এদিন ৬৪ মিনিট জিকসন সিংয়ের গোলটার সময়ে। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে ক্লেইটন সিলভার ফ্রি-কিক নেওয়ার সময়েই আসায় বুক বেঁধেছেন সমর্থকরা। তাঁদের হতাশ না করে গোলমুখে দাঁড়ানো জিকসন সিংয়ের হেড অর্শদীপ সিংকে এড়িয়ে গোলে চলে যাওয়ায় পর তিন পয়েন্ট এবং টানা তিন ম্যাচে জয় শুধু যেন সময়ের অপেক্ষা বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপরেই খেলা ঘুরিয়ে দিলেন দেবেন্দ্র মুরগাওকার আর লেনি রডরিগেজ নেমে। বিশেষ করে এই দেবেন্দ্রর পায়ে খেলা আছে। এদিন ৯০ মিনিটে তাঁর পা থেকেই এল গোলের বল। ডানদিক থেকে তোলা বল উঠে আসা মনোজকে ঠেলে দিলে তিনি কোণাকুণি শটে পাঁচ ম্যাচ পর এক পয়েন্ট এনে দিলেন দলকে। একটা সময়ে প্রবল প্রতিভাবান হিসাবে নাম উঠে এসেছিল জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থেকে উঠে আসা এই সাইডব্যাকের। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর হয়তো হতাশা থেকেই সাধারণ হয়েই থেকে গেছেন। এদিন যেন অনেক না পাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন।

এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফেরার ব্যাপারে সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন কোচ থেকে সমর্থক সকলেই। কারণ সবদিক থেকেই অনেকটাই এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেন হল না, সেই ব্যাখ্যা অস্কার ব্রুজোঁ নিজেই দিয়েছেন, ‘প্রথমার্ধের শেষ ও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর ১৫ মিনিট করে আমরা ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছি। এই সময়ে প্রচুর সুযোগ পেয়েছে আমার ছেলেরা কিন্তু ফিনিশ করতে পারেনি। আর সেটা না পারলে জয় আসবে কোথা থেকে?’ উলটোদিকে এবারের লিগে শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ এফসি দল নামাতে পারবে কিনা তা নিয়েই দোলাচল ছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কলকাতায় এসে বড় ব্যবধানে হারানো যায় কিন্তু তার বেশি কিছু সম্ভবত হায়দরাবাদের অতি বড় সমর্থকও ভাবেন না। তবু দেখে ভালো লেগেছে, প্রায় শূন্য গ্যালারিতে এই খারাপ সময়েও কিছু সমর্থক এসে গলা ফাটাচ্ছিলেন ‘এইচএফসি, এইচএফসি’, করে। সম্ভবত তাঁদের উৎসাহে ভর করেই প্রথমার্ধে লড়লেন অ্যালেক্স সাজি, সানি জোসেফরা। এই সময়ে অন্তত বার কয়েক ইস্টবেঙ্গল গোলমুখ খুলেও ফেলেন জোসেফ। সাই গডার্ড, এডমিলসন করেয়ারা আর একটু তৎপরতা দেখালে হয়তো গোলও পেয়ে যেতে পারত হায়দরাবাদ। ৩০ মিনিটে আবার ক্রশ লক্ষ্য করে আগুয়ান ক্লেইটনের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে গোলরক্ষক অর্শদীপ বুটের স্টাড দেখিয়েছেন বলে জোরালো দাবি ছিল লাল-হলুদ শিবিরের। যদিও ব্রুজোঁ বলেছেন, ‘দুই ফুটবলারই যেহেতু একে অপরকে ধাক্কা দিয়েছেন, তাই এই নিয়ে কিছু বলা যায় না। তাছাড়া আমি দূর থেকে ভালো বুঝিনি।’

এদিন তিন বিদেশি নিয়ে দল সাজান ব্রুজোঁ। ভারতীয় মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তী কখনও ভালো, কখনও খারাপ। একই কথা বলতে হয় ডিফেন্স নিয়েও। আনোয়ার আলি নেতৃত্ব বলে মাহের হিজাজিও ভালো খেলছেন। কিন্তু এরকম অমনোযোগী হলে মুশকিল।

নতুন বছর শুরু করার আগে ১৩ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ফের ১১ নম্বরে নেমে গেল ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, প্রভাত, আনোয়ার, হিজাজি, নুঙ্গা, নন্দ, সৌভিক, জিকসন, বিষ্ণু (মহেশ), ক্লেইটন ও দিয়ামান্তাকোস।

৬৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস জিকসন সিংয়ের।

রাজগঞ্জের মনোজ মহম্মদের গোলে জয় এল না ইস্টবেঙ্গলের।

বিশ্ব দাবা র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর মাথায় হাত নরওয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনের।

জিনস পরে খেলার খেসারত

বিশ্ব দাবা থেকে নাম তুললেন কার্লসেন

> নিয়ম না মেনে নিজে থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে কার্লসেন। ওর সিদ্ধান্ত আবেগের বশে বলেই মনে হয়। এটা ওর নীতি হতে পারে। তবে আমরাও শুধু সংস্থার নিয়ম প্রয়োগ করেছি।
>
> **বিশ্বনাথন আনন্দ**
> (ফিডের উপসভাপতি)

নিউ ইয়র্ক, ২৮ ডিসেম্বর : পোশাকবিধি লঙ্ঘন করায় বিপত্তি। নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব দাবা র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বহিষ্কার করা হল ম্যাগনাস কার্লসেনকে। তারপরই ব্লিৎজ থেকে নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নরওয়ের দাবাড়ুর।

শনিবার জিনস পরে র‍্যাপিডে খেলতে বসেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কার্লসেন। দাবা নিয়ামক সংস্থা ফিডে তাঁকে শুরুতেই সতর্ক করে দেয়। তবুও পোশাক বদল করেননি কার্লসেন। নবম রাউন্ডের পর তাঁকে খেলতে দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে। এরপরই কার্লসেন জানান, ব্লিৎজ বিভাগেও অংশ নেবেন না তিনি। ফিডের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ‘জিনস পরে খেলা সংস্থার নিয়মবিরুদ্ধ। এটা কারও অজানা নয়। তবুও সতর্ক করা হয় কার্লসেনকে। তবে তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।’ এদিকে নরওয়ের তারকা দাবাড়ু বলেছেন, ‘ফিডের কিছু নিয়ম নিয়ে আমি ক্লান্ত। বেশি কিছু বলতেও চাই না। সমর্থকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি বলেছিলাম আগামীকাল পোশাক বদলে নেব। কিন্তু ওরা তা মেনে নেয়নি। একপ্রকার বিরক্ত হয়েই আমি ব্লিৎজ থেকেও নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিই। ফিডের সঙ্গে কোনও ফয়সালাতে যেতে চাই না।’

এই ঘটনায় ফিডের উপসভাপতি বিশ্বনাথন আনন্দ বলেছেন, ‘নিয়ম না মেনে নিজে থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে কার্লসেন। ওর সিদ্ধান্ত আবেগের বশে বলেই মনে হয়। এটা ওর নীতি হতে পারে। তবে আমরাও শুধু সংস্থার নিয়ম প্রয়োগ করেছি। নবম রাউন্ডের আগে ম্যাগনাস পোশাক বদলে নিলে কোনও সমস্যাই হত না।’

লাল ম্যাঞ্চেস্টারের মালিক রোনাল্ডো!

দুবাই, ২৮ ডিসেম্বর : পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের পর কোচিংয়ে আসার ভাবনা নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। পর্তুগিজ মহাতারকার কোনও ক্লাবের মালিকানা নেওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। আর সেই ক্লাবটা যদি হয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড! না, এখনই হয়তো তেমন কিছু হচ্ছে না, তবে এমন জল্পনা উসকে দিয়েছেন স্বয়ং রোনাল্ডোই।

গ্লোব সকারের বিচারে মিডল-ইস্টের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন সিআর সেভেন। শুক্রবার দুবাইয়ে সেই পুরস্কারের মঞ্চেই নানান বিষয়ে কথা বললেন রোনাল্ডো। উঠে এল তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থেকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের ব্যালন ডি’অর না পাওয়ার প্রসঙ্গ। পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর পরবর্তী জীবন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘আমি কখনওই কোচিংয়ে আসব না। হয়তো আমাকে কোনও বড় ক্লাবের মালিক হিসাবে দেখতে পারেন।’

এদিকে, রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একেবারেই ভালো জায়গায় নেই। রুবেন অ্যামোরিমকে কোচ করে নিয়ে আসার পরও ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে ব্যর্থ ইউনাইটেড। ক্রিশ্চিয়ানো বলেছেন, ‘লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সমস্যাটা কোচ নয়, তার থেকেও বড়। আমি যদি ক্লাবের মালিক হতাম তাহলে অনেক কিছু অন্যরকম হত।’ এরপরই জল্পনা শুরু হয়, তবে কি ইউনাইটেডের মালিকানা নিতে আগ্রহী রোনাল্ডো? সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি রোনাল্ডোও। বলেছেন, ‘যদিও এখনও সেই বয়স আমার হয়নি। তবে সবটাই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।’ এদিকে, এবার ভিনিসিয়াসকে ব্যালন ডি’অর না দেওয়ায় বেজায় চটেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। পাঁচবারের ব্যালন জয়ীর মতে, ‘ভিনিই এবার ব্যালন জয়ের যোগ্য ছিল। ওর সঙ্গে অন্যায় হয়েছে।’

DUBAI
GLOBE SOCCER
BEYOND DEVELOPMENTS
MANSORY
JETEX
বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজ ও পুত্র ক্রিশ্চিয়ানোর সঙ্গে গ্লোব সকারের বিচারে মিডল-ইস্টের বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার হাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আর্সেনালকে জয় এনে দেওয়ার পর কাই হাভার্জ। শুক্রবার রাতে।

হাভার্জের গোলে জয় আর্সেনালের

লন্ডন, ২৮ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে টানা চতুর্থ জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থান দখল করল আর্সেনাল। ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে ইপসউইচ টাউনকে ১-০ গোলে হারাল গানাররা। তবে স্কোরলাইন দেখে এই ম্যাচের ছবিটা বোঝা সম্ভব নয়। আসলে মিকেল আর্তেতার দল যেভাবে খেলেছে তাতে অনায়াসে একাধিক গোল পাওয়া উচিত ছিল।

ইপসউইচের বিরুদ্ধে আর্সেনালের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন কাই হাভার্জ। ২৩ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের ক্রস ঠান্ডা মাথায় জালে পাঠান তিনি। গোটা ম্যাচে গোল লক্ষ্য করে ১৩টি শট নেয় গানাররা। ৬৫ শতাংশ সময় বলের দখলও রেখেছিলেন আর্তেতার ছেলেরা। ব্যবধান বাড়ল না শুধু ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায়। পক্ষান্তরে ইপসউইচ প্রায় পুরো ম্যাচেই রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে। গোলের উদ্দেশ্যে তিনটি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি তারা।

এদিকে, জয় দিয়ে বছর শেষ করতে পারায় সন্তুষ্ট আর্সেনাল কোচ আর্তেতা। তবে অবনমনের আওতায় থাকা দলের বিরুদ্ধে ব্যবধান বাড়াতে না পারায় আক্ষেপও রয়েছে তাঁর। বললেন, ‘ক্লিনশিট, সঙ্গে আধিপত্য রেখে জয়। আমি খুশি। তবে আমাদের আরও গোল পাওয়া উচিত ছিল। লিগ টেবিলে আমরা দুই নম্বরে। আমাদের লক্ষ্য শীর্ষস্থান।’ অন্যদিকে, চোটের জন্য এই ম্যাচে খেলেননি বুকায়ো সাকা। তাঁর মাঠে ফিরতে মাস দুয়েক সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন আর্তেতা।

জানসেনের ৬ শিকারে পঙ্গু বাবরদের লড়াই

৬ উইকেট নিয়ে মার্কো জানসেন।

সেঞ্চুরিয়ান, ২৮ ডিসেম্বর : গতকালের ৮৮/৩ স্কোর থেকে শুরু করে পাকিস্তানকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৩ রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন বাবর আজম (৫০) ও সাউদ শাকিল (৮৪)। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে পাকিস্তানের লিড তখন ৬৩। মার্কো জানসেন (৫২/৬) এরপর বাবরকে ফেরাতেই ৮৩ রানে আরও হাফ ডজন উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান। ৫৯.৪ ওভারে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৭ রানে অল আউট হয়। বাবরদের জুটি ভাঙার পর মিডল ও লোয়ার অর্ডারে একমাত্র আমির জামাল (১৮) দুই অঙ্কের রানে পৌঁছাতে পেরেছেন। মহম্মদ রিজওয়ান আউট হন ৩ রানে। ১৪৮ রান তাড়া করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপে ফেলে দিয়েছেন মহম্মদ আব্বাস (৩/২) ও খুররম শাহজাদ (২২/১)। তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেটে ২৭ রান তুলেছে। ক্রিজে আইডেন মার্করাম (২২) ও টেম্বা বাভুমা (০)। হাতে ৭ উইকেট থাকলেও ১২৭ রান তোলার চ্যালেঞ্জ থাকছে প্রোটিয়াদের।

দীর্ঘদিনের বান্ধবীকে বিয়ে করলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মনবীর সিং।

নতুন কৌশলে জয়ের ছক বাংলার

> স্বপ্ন দেখলেই হবে না। বাস্তবে ছেলেদের সেটা করে দেখাতে হবে। মাঠে নেমে পরিশ্রম করতে হবে ছেলেদের। ম্যাচটা ফিফটি-ফিফটি।
>
> **সঞ্জয় সেন**

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : রবিবার সন্তোষ ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলার সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে একাধিক ফুটবলারকে বিশ্রাম দেওয়া সত্ত্বেও তাদের হারিয়েছিল বঙ্গ ব্রিগেড। তবে নকআউট অন্যরকম। তাই গ্রুপ পর্বে কী হয়েছিল তা মাথায় রাখতে চাইছেন না বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। শেষ চারের ম্যাচে কৌশলেও হয়তো কিছু পরিবর্তন করবেন তিনি। তার ইঙ্গিতও মিলল।

সেমিফাইনালের আগে বাংলার কোচ বলেছেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে সার্ভিসেসও বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে বিশ্রাম দেয়। তাছাড়া সবাই সবার খেলা দেখে নিয়েছে। সেটা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করেছি আমরা।’ শিরোপা থেকে বাংলার দূরত্ব আর দুটো ম্যাচ। বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা এখন থেকেই খেতাবের গন্ধ পেতে শুরু করে দিয়েছেন। বিশেষ করে টুর্নামেন্টে সঞ্জয় সেনের দল যেভাবে ছুটছে তাতে তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। আই লিগজয়ী কোচ নিজেও যথেষ্ট আশাবাদী। তবে তিনি স্পষ্ট কথার মানুষ। বলেই দিয়েছেন, ‘স্বপ্ন দেখলেই হবে না। বাস্তবে ছেলেদের সেটা করে দেখাতে হবে। মাঠে নেমে পরিশ্রম করতে হবে ছেলেদের। ম্যাচটা ফিফটি-ফিফটি।’

কোচ সঞ্জয় সেনের নজরদারিতে অনুশীলনে নরহরি শ্রেষ্ঠা। হায়দরাবাদে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলগাঁও-এর এক বাসিন্দা

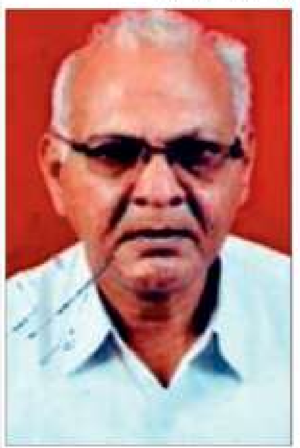

সাপ্তাহিক লটারির 65D 67571 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার জীবনকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমি আমার সমস্ত আর্থিক বোঝা থেকে মুক্তি পেতে পারবো। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

মহারাষ্ট্র, জলগাঁও - এর একজন বাসিন্দা ভিনায়াক বামন চৌধুরী - কে 29.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কলকাতায় মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর : শনিবার গভীর রাতে কলকাতায় চলে এলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আন্দ্রেই চেরনিশভের নতুন সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। ভিসার জন্য আবেদন জানিয়ে দিয়েছেন সান হুন্ডালও। জোসেফ আদজেইয়ের পরিবর্তে রক্ষণে নতুন বিদেশি ফুটবলারও দ্রুত চূড়ান্ত করে নেওয়ার পথে সাদা-কালো ব্রিগেড।

এদিকে আইএসএলে মহমেডানের পরের ম্যাচ ৩ জানুয়ারি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে। তার আগে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে এক পয়েন্টও দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলে বিশ্বাস চেরনিশভের। শুক্রবার ম্যাচের পরই তিনি বলেছেন, ‘টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট। এমন ম্যাচ ড্র করলেও আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ছেলেদের মধ্যেও এই বিশ্বাসটাও খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে যে ওরাও কিছু করতে পারে।’ পাশাপাশি ভাগ্য সঙ্গ দিলে মহমেডান ম্যাচটা জিততে পারত বলেও জানান রাশিয়ান কোচ।

২ জানুয়ারি হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে নতুন বছরে প্রথম ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আইএসএলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সমর্থকরা শনিবার ক্লাব তাঁবুর সামনে ভিড় জমালেন সেই ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে। কয়েকদিন আগেই দলের অন্যতম কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ঘোষণা করেছিলেন ২০২৫ সালে ঘরের মাঠে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ বিনামূল্যে দেখার সুযোগ পাবেন সমর্থকরা। তাঁর এই ঘোষণাও নিশ্চিতভাবে সমর্থকদের উৎসাহিত করেছে। ছবি : ডি মণ্ডল

যখন রুক্ষ ত্বক, শুষ্ক ঠোঁট বা ফাটা গোড়ালি দেয় কষ্ট
তখনই সোভোলিন -এর নরম মোলায়েম ক্রীম গভীর ভাবে ত্বককে পোষণ করে মুখের ডার্ক স্পটস কমায় দেয় লাবণ্যময় গ্লো
SOVOLIN
SOVOLIN
স্কিনকে রাখে নরম ও তুলতুলে